বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 599. July, 1913.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫০ বর্ষ। ৫৯৯ সংখ্যা। } আষাঢ়, ১৩২০। জুলাই, ১৯১৩ { ১০ম কল্প। ২য় ভাগ।

আমি কে ?

১

কেবা আমি! কেন আমি এসেছি ধরায় ?
ভাবি তাই মনে মনে, কি জানি কি
প্রয়োজনে,
কোন মহা শক্তিমান্ পাঠা'লে হেথায় ?
ভাবি সদা, কেন আমি এসেছি ধরায়।"

২

কেবা আমি ? কে বলিবে ? কা'রে
বা সুধাই।
কি কার্য্য সাধন তরে, এই নর মূর্ত্তি ধ'রে,
কেন বা এখানে আসি কেনই বা
ফিরে যাই ?
কেন আসি কেন যাই, ভেবে নাহি পাই।

৩

আমার রহস্য কেবা বুঝাবে আমায়
এই যে সুন্দর দেহ, সবে যার করে স্নেহ,
অবশ হইলে কেহ নাহি ছোঁবে তায়,
অযতনে এই দেহ লুটা'বে ধূলায়।

৪

দু'দিনের খেলা আহা! দু'দিনে ফুরায়।
এত ভাল বাসাবাসি, এত যে আনন্দ হাসি
দুই দিন পরে কিছু না রহিবে হায়!
দু'দিন খেলিতে কেন এসেছি ধরায় ?

৫

এক যাবে আর এক আসিবে আবার।
সৃষ্টির আরম্ভ হ'তে, এই ভাবে এ জগতে
কালের কুটিল চক্র ঘুরে অনিবার
ভাবিয়া না পাই কিছু সার তত্ত্ব তা'র।

৬

কুসুম-কোমল এই শরীর আমার,
সূচির আঘাত হায়!' লাগিলে সহেনা
তায়,

জলন্ত অনলে, পুড়ি' হ'বে ছারখার'
তখন বেদনা কোথা রহিবে তাহার?"

৭

ভাবিতে ভাবিতে শুধু দিন চ'লে যায়।
মীমাংসা হ'লনা তা'র, কেবা আমি?
কে আমার?'
আসিয়াছি কোথা হ'তে যাইব কোথায়?"
আমার স্বরূপ তত্ত্ব কে ক'বে আমায়?"

৮

কেন আমি আসিলাম জগত মাঝার,
পাঠাইল কোন জন, সাধিতে কি প্রয়োজন,
কেমনে জানিব কিবা উদ্দেশ্য তাহার,
ঘুরিতে ঘুরিতে দিন গেল যে আমার"

৯

ব্রহ্মাণ্ডের পতি তুমি র'য়েছ কোথায়?
ভেঙ্গে দাও মোহ ঘোর, দারুণ সন্দেহ
মোর,
দেখা'য়ে বুঝা'য়ে প্রভু দাও হে আমায়'
কে আমি, কোথায় যাব? কেন এ
ধরায়?"

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ।
বারুইপাড়া খুলনা

উদাসীনের চিন্তা।

(গল্প)

আমাদের বাড়ীতে এক সময়ে এক পাগল আসিয়াছিল। সে প্রকৃত পাগল কি না পাঠক পাঠিকা বুঝিয়া লইবেন, কিন্তু তাহার বাহিরের বেশ ও ব্যবহার ঠিক পাগলের মত। মাথায় আলুলায়িত কেশ, তাহাও তৈলাভাবে রুক্ষ। পরিধানে শত-ছিন্ন একখণ্ড ছিন্ন বস্ত্র। তাহার শরীরের দিকে বড় লক্ষ্য ছিল না, অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি ধূলিতে পরিপূর্ণ। দৃষ্টির স্থিরতা নাই, চক্ষু দুইটি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন কি দেখিতেছে, কি ভাবিতেছে। পাগলকে দেখিবামাত্র একটু দয়ার আবির্ভাব হইল। ভাবিলাম ইহার কত দুঃখ, সংসারে একাকী বেড়াইতেছে, আত্মীয় স্বজনের প্রেমের আলিঙ্গন ও সহানুভূতি ইহার ভাগ্যে ঘটিতেছে না। সময় মত আহার মিলিতেছে না, শীতাতপ হইতে রক্ষিত হইবার একটা স্থান নাই, লজ্জা নিবারণের উপযুক্ত বস্ত্রাভাব। ইহাকে দুইটি মিষ্টি কথা বলিয়া নিকটে ডাকে এমন লোক দেখি না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পাগলের নিকটস্থ হইয়া তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু পাগলের উত্তর শুনিয়া অবাক্ হইলাম। সে একটু হাসিয়া বলিল আমার নাম ত আমি জানি না। আমি বুঝিলাম না, জিজ্ঞাসা করিলাম সে কেমন? তোমার বাপ মা কি তোমার কোন নাম রাখেন নাই, কাহাকেও কি

তোমার নাম ধরে ডাকতে শুন নাই? সে উত্তর করিল "হাঁ সে রকম নাম ত অনেকই আছে, সেই কি আমার নাম? আমার বাপ মা ত অন্য দশটা নামে আমাকে ডাকিতে পারিতেন। সুতরাং আমার সঙ্গে নিত্যযুক্ত কোন নাম নাই, আমার সহিত কোন নামের জন্ম হয় নাই, তাই বলি প্রকৃতপক্ষে আমি অনামক। অন্য দশ জনের সহিত ভিন্ন করিয়া লইবার জন্য মা বাপ একটা উপাধি দিয়া আমাকে ডাকিতেন, তাহাদের নিকট হইতে অন্য দশ জনে শুনিয়া সেই নামে আমাকে অভিহিত করিয়াছে। ইহা ঈশ্বরদত্ত নহে, পিতামাতার দত্ত, সুতরাং এই উপাধি আমার নিত্যসঙ্গী নহে। তাহার পর আমার বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমার বাড়ী শ্মশান ঘাটের অপর পারে।" ভাবিলাম কোন নদীর ধারে একটি শ্মশান ভূমি আছে, সেই নদীর অপর পারে তাহার জন্মভূমি হইবে। প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন নদীর পারে তোমার বাড়ী" সে আর তখন হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না, কেবল হাসিতেই লাগিল। আমি মনে মনে ভাবিলাম না হবে কেন এই জন্যই লোকে ইহাকে পাগল বলে, তাহা না হইলে প্রশ্নটীতে হাসিবার বিষয় কি আছে? পাগলের কার্য্যেরই কোন যুক্তি নাই, মনে যখন যে ভাবের উদয় হয় সেই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই কাজ করে। প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি এত হাসিলে কেন? উত্তরে সে বলিল "শ্মশান ঘাটের অপর পার তুমি ভুল বুঝিয়াছ। এই পৃথিবী কি মানুষের বাস ভূমি? কই এখানে ত চির কাল বাস করিতে পার না। অতিথি যেমন দুদিনের তরে এক স্থানে বাস করে, মানুষ মাত্রেই তাহা করিতেছে। আমি তোমাদের বাড়ী আসিয়াছি আবার কিছু কাল পরে চলিয়া যাইব, আমি কি তোমাদের বাড়ীকে আমার বাসস্থান বলিতে পারি? এইরূপ জন্মস্থানেও দুই চারি বৎসর জীব অবস্থান করে। মৃত্যুর পর নিত্য ধামে যাইয়া বাস করিতে থাকে। তাই বলিয়াছি যে শ্মশান ঘাটের অপর পারে অর্থাৎ মৃত্যুর পর আমি নিত্য ধামের প্রজা হইব।" পাগলের এই দুই প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া আমার মনের সংস্কার ঘুচিয়া গেল। আমি বলিলাম "তুমি ত পাগল নহ, তুমি মহাজ্ঞানী। তোমার মত তত্ত্বজ্ঞান অনেকেরই নাই। তবে তুমি এবেশ ধারণ করিয়াছ কেন?" পাগল বলিল "ভাল জিজ্ঞাসা করি বাহিরের বেশের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ আছে কি? তুমি যে বাহিরের বেশ দেখে একটা মীমাংসা করে লয়ে ছিলে এটাই ত তোমার ভুল?" এই কথা শুনিয়া আমি আর তাহাকে "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিলাম না। তখন বলিলাম "আপনাকে ভুল বুঝিয়া আমি অপরাধ করেছি, আপনি আমায় ক্ষমা করুন।" জ্ঞানী মহাপুরুষ তখন বলিলেন "আমি কাহারও অপরাধ লই না। মানুষ যখন পূর্ণ নহে তখন মানব মাত্রই ভ্রম

করিতে পারে। একমাত্র পূর্ণ শক্তির আধার ভগবানের ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। তুমি যখন মানুষ তখন ভ্রম করিয়াছ বলিয়া আমি তোমাকে অপরাধী মনে করি না"। লোকের দোষ লওয়া আমার একটা মন্দ অভ্যাস ছিল। কাহাকেও দোষী মনে করিলেই তাহার প্রতি বিজাতীয় ক্রোধ জন্মিত, কোন ক্রমেই তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিতাম না। কিন্তু পাগল বেশধারী মহাপুরুষের যুক্তি শুনিয়া আমার একটু চৈতন্যের উদয় হইল, এবং আর কাহারও দোষ লইব না এই সঙ্কল্প করিলাম। মহাপুরুষকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাকে আমাদের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। অতি অল্প সময় মধ্যে কোথায় চলিয়া গেলেন।

শ্রীমতী কিশোর কুমারী।

অশ্রু।

(স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে)

ফুল ত ফুটিয়া উঠে শিশির উষায়
শুধু দু'দণ্ডের তরে,—ক্ষীণ-মৃদু হাসি
সন্ধ্যায় ধরার-বুকে পড়ে ঘুমাইয়া—
অতি ধীরে,—মাগি আহা! অচির
বিদায়।

সমীরণ চাহে শুধু অধীর আবেগে
লুটায়ে মরমে কাঁদি, অস্ফুট-কুঞ্জন
মিশে যায় সঞ্চারিত মৃদু-কল-তানে।
আবার জগত হাসে নবীন সোহাগে,
ফুটে' উঠে থরে থরে মুগ্ধ কুঞ্জবনে
কানন বালিকা শত,—ধরণীর বুকে
মিশে যায় তা'র যত স্নিগ্ধ স্নেহরেখা।
জীবন মরণ গাথা বিচিত্র বন্ধনে—
নিয়ন্তার,—ব্যর্থ স্নেহ, আমার—আমার
তা'রি দেওয়া—তা'রি নেওয়া—তা'রি
অধিকার।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মাইতী
রাজসাহী

বিলাপ।

(১)

এই যে ফুটিয়াছিল সরসীর জলে
সুরভি কুসুম ফুল, কে হরিল বলে?
আঁধারিয়া চারিভিতে কেন আজ আচম্বিতে
হইল অদৃশ্য হায়, কিসের কারণ?
পৃথিবী কি নহে তা'র সুখের ভবন!

(২)

বিশ্বপতি বিধাতার এ কি আচরণ!
বিতরি' রতন পুনঃ করেন হরণ।
আজি যা'রে দেখি হায়, কালি সে
কোথায় যায়?
চপলা-চমক ন্যায় নিমেষে ফুরায়।
নিশার স্বপন যেন নেহারি ধরায়।

(৩)

আর কি মিলিবে সেই অমূল্য রতন,
অতল জলধি-জলে ডুবেছে যখন?
জানিনা সাঁতার আমি, তবে হায় দিবা যামি
বিফল রোদনে আমি লভিব কি ফল?
আকাশ কুসুম সম সকলি বিফল!

(৪)

কাল-কীট দংশিয়াছে যেই লতা-মূল,
কেমনে সজীব হবে সেই লতা ফুল?
অবিরত অশ্রুধারে তা'রে কি জীয়াতে
পারে?
আর কি ফুটে সে ফুল, ছুটে কি
সৌরভ?
নিয়তির কাছে হায় অক্ষম মানব!

(৫)

স্বরগের মূর্ত্তিখানি স্বরগে মিশিল।
শোকানল হৃদিমাঝে জ্বলিয়া উঠিল।
কেমনে নিভিবে বল, হৃদয়ের
দুঃখানল,
কেমনে পাশরি বল তোমার আনন,
যতদিন শুদ্ধদেহে রহিবে জীবন!

(৬)

ফিরিলাম এবে তবে লয়ে আঁখিজল;
বিফল প্রয়াস মোর, সকলি বিফল—
তোমার আরক্ত-পদে ঢালিবারে
অশ্রুহ্রদে
বড় সাধ ছিল আজি হৃদয়ে আমার!
পাপী আমি, স্বরগের নাহি অধিকার!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভূত না মানুষ?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দেবদত্তের দুর্ভাগ্য ও নন্দকের সৌভাগ্য।

দেবদত্ত আপনার পত্নীর গলায় স্বর্ণপদক দর্শন করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার স্বর্ণবর্ণ বপু ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল, তাঁহার পদ্মনেত্র নিমিলিত হইয়া রহিল, তিনি তদবস্থায় ভূমি পতিত আগ্নেয়-গিরির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার রক্ষক ও পরম হিতাকাঙ্ক্ষী নন্দক কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে তাঁহাকে জ্ঞানহীন অবস্থাতেই ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং তিনি এখন ঘোর শত্রুমণ্ডলির মধ্যে জীবন-মৃত্যুর সন্ধি স্থলে রহিয়াছেন।

এখন রজনী দেবী পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছেন, গাছ পালা ও বন জঙ্গলের ছায়া ব্যতীত সর্ব্ব স্থানেই জ্যোৎস্না।

নন্দককে চলিয়া যাইতে দেখিয়া চারি পাঁচ জন বিকটাকৃতি লোক আসিয়া দেবদত্তকে ঘেরিয়া বসিল, তখন বনের চারিদিকে অনেকানেক ফুল ফুটিয়াছিল। এই কৃত্রিম বন ব্যতীত, অন্য কোন বনে এত সুগন্ধ ফুল বিকশিত হয় কিনা সন্দেহ। এই বনাভ্যন্তরে সাময়িক কোন ফুলের অভাব ছিল না, কোন ফুল অন্ধকারে ফুটিয়া অন্ধকারেই নৃত্য করিতেছিল, কোন ফুল আলোকে প্রস্ফুটিত হইয়া আলোক সাগরেই সাঁতার দিতেছিল, কিন্তু চন্দ্রকে সকলেই দেখিতে পাইতেছিল, চন্দ্রানন কাহারও চক্ষুর অগোচর ছিল না। বাতাসের স্পর্শ হইতেও কেহ বঞ্চিত হইতেছিল না। অপার ক্ষমতাশালী ভগবান আপন রাজ্যের প্রত্যেক প্রজাকেই সমভাবে আপনার প্রসাদ বিতরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার কাছে আঁধার ও আলোকের প্রভেদ নাই, তিনি ব্রাহ্মণ চণ্ডালেরও ভেদ করেন না, তাঁহার কাছে ক্ষুদ্র বড় এক, রাজা ও ভিখারীর উপরেও তাঁহার সমান স্নেহ।

যাহারা দেবদত্তকে ঘেরিয়া বসিয়াছিল তাহারা তাহাকে কি প্রকারে হত্যা করিবে তাহার পরামর্শ করিতেছিল। দেবদত্তই চণ্ডদেবের প্রধান শত্রু, কারণ চণ্ডদেব দেবদত্তের স্ত্রী অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। এই প্রধান শত্রুকে হত্যা না করিয়া কিছুতেই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। তখন অনেকেই অনেক রকম কহিল। কেহ কহিল "গলা টিপে মার," কেহ বলিল "বঁটি বা দা দিয়ে কেটে ফেল," কেহ কহিল "জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দাও"। একজন অন্ধকারে দাঁড়াইয়াছিল সে কহিল "দেবদত্তকে জ্ঞানহীন অবস্থাতেই নদীর স্রোতে ফেলিয়া দাও, সে নিজে নিজেই মরিবে আমরাও মৃত্যুর পর মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট কৈফিয়তের দায় হইতে বাঁচিব।" তখন সকলেই তাহার কথায় সায় দিল। তখনও ফুল হাসিতেছিল, চাঁদ হাসিতেছিল। হতভাগ্য দেবদত্তের সঙ্কট দেখিয়া তাহারা কেহই হাস্য হইতে নিবৃত্তি হইল না। এই নরাকৃতি ভূতদিগের মধ্যে কেহই তাহার অধঃপতন দেখিয়া দুঃখিত হইল না।

দেবদত্ত জ্ঞানহীন হইয়া ভূমিতলে নিপতিত ছিলেন। পূর্ব্ব পরামর্শদাতা কহিল "চল এই বেলা আমরা সকলে ধরাধরি করিয়া দেবদত্তকে লইয়া নদীর স্রোতে ফেলিয়া দিয়া আসি।" "তাই ভাল" বলিয়া তাহারা সকলে দেবদত্তকে ধরাধরি করিয়া লইয়া বনের মধ্য দিয়া বহুদূর গেল। তাহার পর নদীর পারে গিয়া দেবদত্তকে নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিল। দেবদত্তের জ্ঞানহীন দেহ স্রোতে ভাসিয়া গেল কি জলে ডুবিয়া গেল তাহা পাঠক পাঠিকাগণ আপনারাই বুঝিয়া লউন, আমি আর এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখিয়া সময় নষ্ট করিব না। এই পৈশাচিক ও দুঃসাহসিক কার্য্যের মধ্যে নন্দকের পরিচিত সেই ভীষণাকৃতি ব্যক্তিও ছিল।

সে দেবদত্তের বিনাশ সাধন হইল জানিতে পারিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল এবং যতদূর সম্ভব দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া এই সংবাদ তাহার কর্ত্তাকে জ্ঞাপন করিল ; এই কথা পাঠক পাঠিকাগণ পূর্ব্ব পরিচ্ছেদেই অবগত হইয়াছেন। এই ঘটনার পূর্ব্বে নন্দক সম্বন্ধে যে একটি বিষম ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল তাহা এতক্ষণ পাঠকগণের কর্ণগোচর হয় নাই এবং সেই বিবরণই আমি এখন বর্ণনা করিব।

নন্দককে আমরা বহুক্ষণ ছাড়িয়া আসিয়াছি, একবার দেখা উচিত তিনি সেই নির্জ্জন ভূমিতে একাকী কি করিতেছেন। সেইরূপ ভীষণ স্থানেও নন্দক এই বিকট হাস্য শ্রবণ করিয়া বিচলিত হইলেন না। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কে হাস্য করিল চারিদিকে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন স্থানেও মানুষের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না, থাকিয়া থাকিয়া সেই বিকট হাস্য-ধ্বনি নৈশ কানন বিদীর্ণ করিতেছিল, কিন্তু কোথা হইতে যে সে হাস্যধ্বনি আসিতেছিল তাহা নন্দক কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। সময় সময় তিনি ক্রোধে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতেছিলেন, সময় সময় তাঁহার মন বিস্ময় সাগরে ডুবিয়া যাইতেছিল, আবার সময় সময় সন্দেহ আসিয়া তাঁহার মনকে দোদুল্যমান করিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন এ কি, ইহা কি সত্যই কোন ভুতের খেলা? না এইরূপ কর্ম্ম যাহারা করিতেছে তাহারা মানুষ।

এই সময় আকাশে চতুর্থীর চন্দ্র উদয় হইল। সেই ঘন নিবিড় বনের মধ্যস্থলও চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হইল। তদ্দর্শনে নন্দকের মনে হইতে লাগিল যেন বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহার দুরাবস্থা দর্শন করিয়া উপহাস ছলেই দন্ত বিস্তার করিয়া হাস্য করিতেছেন। নন্দক জ্যোৎস্নালোকে সেই ভীষণ স্থানটি ভাল করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলেন। কি ভীষণ বন? কিন্তু তাহার মধ্যেও সুগন্ধ ফুলের অভাব ছিল না। এক একটি গাছে এত বন ফুল ফুটিয়াছে যে বৃক্ষগুলিকে এক একটি ফুলের স্তবক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না? নন্দক দেখিলেন চারিদিকেই নিবীড় বনরাজি, কেবল তাহার পশ্চাতে সলিলপুর্ণ পুষ্করিণী সদৃশ একটা ডোবা এবং এই জলপথেই তিনি এই স্থানে আনিত হইয়াছিলেন। তিনি বিশেষ অনুশীলন করিয়া বুঝিলেন যে তিনি যে কূপের মধ্যে পতিত হইয়াছিলেন সেই কূপের জলের সঙ্গে ডোবার জল সংলগ্ন এবং কূপের মধ্যে এমন একটা অত্যাশ্চর্য্য দ্বার আছে যে তাহা দ্বারা জলের ভিতর দিয়াই যাতায়াত করা যায়। নন্দক আরও বুঝিলেন যে তিনি যে ডোবার তীরে উঠিয়াছেন ঐ কূপের অন্য দিকে ঐরূপ ডোবা আরও আছে, নচেৎ তিনি যাহার সঙ্গে জলে ডুবিলেন এবং যে তাহাকে এই পথে লইয়া আসিল সে কোথায় গেল। সম্ভবতঃ সেও এইরূপ একটা ডোবার তীরে গিয়া থাকিবে। এখান হইতে বহির্গমনের

অন্য পথ আছে কিনা নন্দক এখন অনন্যোপায় হইয়া তাহাই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। হঠাৎ বহু হাঁসির শব্দে নির্জ্জন বন মুখরিত হইয়া উঠিল। নন্দক অনুসন্ধান করিলেন কোথা হইতে এই শব্দ আসিতেছে, কিন্তু কিছুই নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে হাঁসির শব্দ ক্রন্দন ধ্বনিতে পরিণত হইল, করুণ ও অকরুণ ক্রন্দন ধ্বনিতে দিগদিগন্ত ছাইয়া পড়িল। এ কি? এসব কি কাণ্ড? এ সব ব্যাপারের মুলে কি ভূত না কোন মানুষ? এই কীর্ত্তিও কি প্রতিধ্বনির অপহরণকারির, না অন্য কাহার? এটাকি ভূতের বাড়ী না কোন দুষ্ট লোকের আবাস ভূমি? বিস্ময়ের প্রথম বেগ হ্রাস হইলে নিস্তব্ধ ও অন্যমনস্ক হইয়া নন্দক পুনরায় ঐ বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি চিন্তার পথে বহু দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই গভীর বনাভ্যন্তর হইতে ব্যাঘ্র ডাকিয়া উঠিল। বন গর্ভ ভেদ করিয়া গর্জ্জনের উপর গর্জ্জন হইতে আরম্ভ করিল। নন্দক এ ঘটনাতেও ভীত হইলেন না কিন্তু বিস্ময়ে ও সন্দেহে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন একি? এ সব কি ভূতের কীর্ত্তি না মানুষের, না যথার্থই ইহা বাঘ? ভাবিতে ভাবিতে নন্দকের শরীর ক্রোধে কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তিনি পলক মধ্যে তাঁহার তরবারি কোষমুক্ত করিলেন, কিন্তু কেহই তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিল না, বরং ক্রমে ক্রমে ব্যাঘ্রও গর্জ্জন হইতে বিরত হইল। নন্দকের আর বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না। তিনি জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া বনের নিবিড় হইতে নিবিড়তর প্রদেশে প্রবেশ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহার দ্বিগুণ বিস্ময়োৎপাদন করিয়া তাঁহার সম্মুখস্থ বৃক্ষরাজি সবেগে কম্পিত হইয়া উঠিল। পুষ্প বৃক্ষ হইতে পুষ্প, ফল বৃক্ষ হইতে ফল, শুষ্ক বৃক্ষ হইতে শুষ্ক পত্র সমূহ ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিতে আরম্ভ করিল। এ কি আশ্চর্য্য?

নন্দক প্রথমে আশ্চর্য্য হইলেন, তাহার পর ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় তাহার মস্তকোপরি কতকগুলি বৃক্ষ শাখা নুইয়া পড়িল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঝপা ঝপ্ ঝপা ঝপ্ শব্দে নন্দকের পশ্চাৎস্থিত জলের মধ্যে কতকগুলি ভারি বস্তু পতনের শব্দ হইল। নন্দক বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন আর কোন দিকে কোন সাড়া নাই, শব্দ নাই। তিনি অনাহারে অনিদ্রায় কেবল দণ্ডায়মান থাকিয়াই সে রজনী যাপন করিলেন।

পর দিবস সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যাহা দেখিতে পাইলেন তাহাতে তাঁহার মন একেবারে বিস্ময় সাগরে ডুবিয়া গেল। তিনি দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে তাঁহার মাতা এবং তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিতেছে। তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন

বলিয়া না দেখিলেও অনুধাবণ পূর্ব্বক স্পষ্ট বুঝিলেন যে তাঁহার মাতা এই মাত্র জল হইতে উঠিয়া আসিলেন। তিনি মাতার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। নন্দকের মাতা নন্দককে আশীষ না করিয়াই জোড় হস্তে জানু পাতিয়া ভূমি-তলে বসিয়া পড়িলেন ও তদগত চিত্তে ভগবানের এই স্তব করিতে লাগিলেন :—

প্রাণারাম প্রাণারাম প্রাণারাম
আহা কি অমৃত মাখা এই নাম।
তুমি রোগ হন্তা, তুমি শোক হন্তা,
পতিত উদ্ধার তোমারই পন্থা,
তব স্পর্শে হর্ষ ভরে নাচে প্রাণ,
গুণধাম গুণধাম গুণধাম।
আমার সুখ সন্তোষ লও হরি,
জ্ঞান চক্ষু দাও প্রস্ফুটিত করি,
প্রাণ ভরি করি তব নাম গান,
প্রাণারাম প্রাণারাম প্রাণারাম।
মম হৃদয়রূপ উদ্যান মাঝে
তোমার করুনা-কনা-রূপ-গাছে—
ফুটে উঠ তুমি ফুল রূপ ধরি
সাজায়ে রাখ চির বসন্ত করি।
সূর্য্যের আলোকে চন্দ্রিকা যেমন
অনিচ্ছাতে ধরে বেশ সুশোভন,
তেমনি তোমার দয়া কণিকায়
সাজায়ে আমায় রাখ করুণায়।
হাতে ধরে নিয়ে চল তব রাজ্যে
নিয়োগ কর তব পবিত্র কার্য্যে।
তব—কৃপা সিন্ধুর বিন্দু করায়ে পান
অতি দুঃখীকেও কর ধনবান।
প্রভু—শুধু তুমি সত্য, সত্য-তব নাম
প্রাণারাম প্রাণারাম প্রাণারাম।

নন্দকের মাতা স্তব শেষ করিয়া নন্দককে যে তিনি জীবিত অবস্থায় প্রাপ্ত হইলেন এজন্ত ঈশ্বরকে ধন্তবাদ প্রদান পূর্ব্বক নন্দককে উদ্ধার করিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।
নং ৪৮ চুড়িহাটা, ঢাকা।

বৈজ্ঞানিক যুগ ও নূতন আবিষ্কার।

কত শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তত্ত্ববিৎ মনিষীগণ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন কিছু দিন পূর্ব্বে সভ্য সমাজ যাহা কবির কল্পনা অতিরঞ্জিত কেহ বা পাগলের উক্তি বলিয়া যাহা উড়াইয়া দিতে চাহিতেন, আজ বিজ্ঞানের দ্বারা সেই সকল সত্য পুনরায় উদ্ধার হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল নূতন আবিষ্কার প্রচার হইতেছে নিম্নে তাহার কয়েকটী উদ্ধৃত করিলাম। ইহা পাঠ করিলে বিজ্ঞানের দ্বারা কত লুপ্ত রত্নের উদ্ধার সাধন ও জগতের কত উন্নতি হইতেছে

তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

পরমাণুতত্ত্ব—

সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশে রসায়ন বিজ্ঞানে পরমাণু লইয়া অত্যন্ত আলোচনা চলিতেছে। ম্যাডাম ব্ল্যাভাস্কি ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে এই তত্ত্বই প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার কথা উপেক্ষিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের এই ধারণা ছিল যে, পরমাণু নিত্য, অনাদিকাল হইতে ইহা সমভাবে, বিদ্যমান আছে। রেডিয়াম্ (Radium) আবিষ্কারের পর তাঁহারা এই ধারণা বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখন তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন যে, পরমাণু নিত্য নহে, বরং অবস্থায় পড়িয়া উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া ক্ষুদ্রতর পরমাণুতে পরিণত হয়। এই ক্ষুদ্রতর পরমাণুর Ion or Electron নাম করণ হইয়াছে। সম্প্রতি কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, জড় পরমাণু বলিয়া কোন কিছু নাই, ইহা জীবেরই ভাবান্তর! এসম্বন্ধে ডাক্তার সালিবি (Saleeby) সম্প্রতি এইরূপ লিখিয়াছেন যে নব্য রাসায়নিক পণ্ডিতগণ জড় (Matter) বলিয়া কোন কিছু আছে কি না তাহাই সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পরমাণুর বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতেছে যে, উহা শক্তির অস্থায়ী কেন্দ্র মাত্র। পরমাণুরও জন্ম মৃত্যু অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশ আছে। কিন্তু মৃত হইলে তাহার শবদেহ পড়িয়া থাকে না, কারণ যে শক্তির প্রস্রবণ পরমাণু, সেই শক্তি মহাশক্তি সাগরে বিলীন হইয়া যায়, তাহার কোন চিহ্ন থাকে না।

২। বিগত জানুয়ারী মাসে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টমসন্ সাহেব বিলাতের রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউসন্ নামক সুবিখ্যাত বিজ্ঞান সভায় এক নূতন মৌলিক ভূতের আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এই মৌলিক ভূতটি হাইড্রোজেন হইতে গুরুতর ও হিলিয়ম হইতে লঘুতর।

ইহার আণবিক গুরুত্ব (Atomic Weight) "৩", এইজন্য টমসন্ সাহেব ইহাকে x ৩ পদার্থ নামে অভিহিত করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় মিসেস্ আনিবেশাণ্ট ও মিঃ লেড্‌বিটার সাহেব কেবল মাত্র সূক্ষ্মদর্শন সাহায্যে অকালটাম (Occultum) নামক যে নূতন মৌলিক ভূতের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, তাহারও আণবিক গুরুত্ব "৩"। কিন্তু তখন বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদিগের কথায় আস্থা স্থাপন করেন নাই। এখন বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, টমসন্ সাহেবের নবাবিষ্কৃত x ৩ ও অকালটাম একই পদার্থ।

রুমানিয়ার রাণী, "কারমেন্ সিল্‌ভা" (Carmen Sylva) কিছু দিন পূর্ব্বে Nineteenth Century নামক মাসিক পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, অনেক সময় সঙ্গীতের সুরের স্বরের সহিত তিনি নানা বিচিত্র বর্ণের ছটা দেখিতে পান। শব্দের শুধু ধ্বনি আছে তাহা নহে, ইহার বর্ণও আছে। সেই জন্য

সংস্কৃতে অক্ষরকে বর্ণ বলে। শব্দের যেরূপ বর্ণ আছে, বর্ণেরও সেইরূপ শব্দ আছে। সেইজন্য সকল বর্ণের আধার সূর্য্যকে 'রবি' বলে। রবি ও রব একই 'রু' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

উপনিষদের একস্থলে লিখিত আছে যে, সূর্য্য যখন উদিত হন, তখন আকাশময় এক বিচিত্র শব্দ-তরঙ্গ আন্দোলিত হয়। অতএব রুম্যানিয়ার রাণীর সঙ্গীতের সুরের সহিত বর্ণের সাক্ষাৎ পাওয়া বিচিত্র নহে।

গৃহ-চিকিৎসা।

আয়ুর্ব্বেদীয় মতে নাড়ী দেখিবার সহজ উপায়।

মনুষ্যদেহে সাড়ে তিন কোটি নাড়ী আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি স্থূল ও কতকগুলি সূক্ষ্ম। ঐ নাড়ীগুলি নাভি-মূল হইতে বহির্গত হইয়া সরল ও বক্র-ভাবে শরীরের ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে গমন করিয়াছে। ঐ সাড়ে তিন কোটি নাড়ীর মধ্যে ৭২০০০ বাহাত্তর হাজার নাড়ীকে স্থূল নাড়ী বলে। ইহারা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয়ে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, প্রভৃতি বহন করিয়া থাকে। এই বাহাত্তর হাজার স্থূল নাড়ীর মধ্যে সাতশত নাড়ী নলাকার ছিদ্র-সমন্বিত। ঐ সকল ছিদ্রের মধ্য দিয়া ভুক্ত দ্রব্যের সারাংশ সর্ব্ব শরীরে পরিচালিত হয়। ঐ ছিদ্রযুক্ত ধমনীপথে আহারীয় বস্তুর সারাংশ সর্ব্ব শরীরে সঞ্চারিত হইয়া মনুষ্যদেহের পুষ্টি সাধন করে। চর্ম্মরজ্জুতে বিজড়িত মৃদঙ্গের ন্যায় ঐ সাত শত ধমনী পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অবস্থান পূর্ব্বক শরীর রক্ষা করিতেছে।

উক্ত সাতশত ধমনীর মধ্যে চব্বিশটী নাড়ী সচরাচর স্পন্দনশীল বলিয়া অনুভূত হয়। ইহার মধ্যে দুই হস্তে ও দুই পদে যে চারিটি নাড়ী আছে তাহাই পরীক্ষা করিতে হয়। পুরুষের দক্ষিণ দিকে ও স্ত্রীলোকদিগের বাম দিকে পরীক্ষা করিবার নিয়ম। মানবদিগের নাভিদেশে বক্রভাবে একটী কূর্ম্মাকার নাড়ীপুঞ্জ অবস্থিতি করিতেছে, ঐ কূর্ম্মের মুখে দুইটী, পশ্চাতে দুইটী, পদতলে এবং হস্তে পাঁচটী করিয়া দুইদিকে কুড়িটী নাড়ী আছে। ইহা-দিগের সমষ্টিতে চব্বিশটী নাড়ী হইল।

ঐ কূর্ম্মের মুখ স্ত্রীলোকের ঊর্দ্ধদিকে এবং পুরুষের অধোদিকে অবস্থিত। এজন্য স্ত্রীলোকের বাম হস্তে ও পুরুষের দক্ষিণ হস্তে নাড়ী পরীক্ষা করিতে হয়। শোণিতসমূহ বায়ুর প্রভাবে হৃৎপিণ্ড হইতে ধমনীর মধ্যগত হইলে উহাতে যে বেগ হয়, তাহাকে নাড়ীর গতি কহে।

নাড়িজ্ঞান শিক্ষার্থিগণের সর্ব্বপ্রথমে

মনুষ্যের সুস্থাবস্থায় নাড়ী পরীক্ষা করা উচিত।

সুস্থাবস্থায় নাড়ী পরীক্ষা না করিলে কদাচ রুগ্নাবস্থায় নাড়ীজ্ঞান জন্মিতে পারে না। সুস্থাবস্থায় নাড়ীর গতি অবগত হইলে রুগ্নাবস্থায় নাড়ীর গতি অনায়াসে বোধগম্য হইয়া থাকে।

সকল সময়েই নাড়ী পরীক্ষা করা উচিত নহে। স্নানের সময় তৈলমর্দ্দনে হস্তাদি ঘর্ষণ দ্বারা শিরাস্থিত শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে সুতরাং নাড়ীর গতি তখন চঞ্চল হয়। নিদ্রিতাবস্থায় অধিক পরিমাণে কফের সঞ্চার হইয়া কোন কোন শিরার কার্য্য বদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং তদবস্থায় নাড়ীর গতি নির্ণয় করা কোন মতে সম্ভবপর হইতে পারে না। নিদ্রাভঙ্গ কালে নাড়ী চঞ্চল হয়, সুতরাং তখন নাড়ী পরীক্ষা হইতে পারে না। ভোজন কালে ও ভোজনাবসানে যে পর্য্যন্ত ভক্ষিত দ্রব্যের পরিপাক না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্লেষ্মার আধিক্য থাকে, সুতরাং সে সময়েও নাড়ী পরীক্ষা হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন স্নানের পর এবং পরিশ্রমের অব্যবহিত পরে নাড়ী পরীক্ষা উচিত নহে।

নাড়ী পরীক্ষার স্থান—অগ্রে রোগীর নাড়ী ও জিহ্বা পরীক্ষা করিবেন। হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলে যে নাড়ী আছে, উহাকে জীবসাক্ষিণী নাড়ী বলে। উহার গতির দ্বারা সুস্থ বা অসুস্থ জানা যায়। কেবল যে অঙ্গুষ্ঠমূলের ধমনী দ্বারা নাড়ী পরীক্ষা হয়, এমন নহে, দুই হস্তে, দুই পদের গুল্ফ, কণ্ঠের দুই দিকে ও নাসিকার দুইদিকে, এই আট স্থানে নাড়ী পরীক্ষা করা যাইতে পারে। নাড়ী পরীক্ষাকালে, রোগীর যে হস্তে নাড়ী পরীক্ষা করিবেন, সেই হস্তের কনুয়ের নাড়ী পীড়ন পূর্ব্বক নিজ বাম হস্তোপরে রোগীর কনুই স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা রোগীর মণিবন্ধের নাড়ীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

বায়ুর আধিক্য হইলে নাড়ী একবার এদিক একবার ওদিক এই প্রকার গতিবিশিষ্ট হয়। অধিকন্তু বায়ুরোগগ্রস্থ (উন্মত্ত) ব্যক্তিগণের নাড়ী, কখন বলবান পুরুষের ন্যায় চঞ্চল, কখন বা দুর্ব্বলের ন্যায় মৃদুগতিবিশিষ্ট দেখায়। পিত্তের আধিক্য হইলে নাড়ী বেগে বহিতে থাকে এবং কফের আধিক্য হইলে মৃদুগতি হয়। ত্রিদোষ হইলে নাড়ী কখন ধীরে কখন বেগে বহিতে থাকে। শুভ লক্ষণ ব্যতীত অশুভ লক্ষণ সকল সহজে উপলব্ধি হইতে পারে না। তজ্জন্য এস্থলে অগ্রে দুই একটী শুভলক্ষণ প্রদর্শিত হইল। যে রোগে নাড়ী পরীক্ষা কালে নাড়ীতে প্রথমতঃ বায়ুর, পরে পিত্তের ও তৎপরে কফের লক্ষণ অনুমিত হয়, সেই রোগের শান্তি অল্প সময়ে ও সহজ উপায়ে হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার বিপরীতভাব লক্ষিত হইলে, রোগীকে রোগমুক্ত করিতে প্রায়ই অধিক সময় ও আয়াস লাগিয়া থাকে। আরও দেখিতে হইবে

যে, যে রোগে প্রাতঃকালে কফের, মধ্যাহ্ন সময়ে পিত্তের ও অপরাহ্নে বায়ুর গতি নাড়ীতে প্রকাশ পায়, সেই রোগ সুখসাধ্য এবং ইহার বিপরীত ঘটিলে কষ্টসাধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। পরন্তু সান্নিপাতিক রোগে নাড়ী অতি মৃদুভাবে, কখনও বা শিথিল ভাবে, কখন সূক্ষ্ম সঞ্চারের ন্যায়, কখনও ব্যাকুলভাবে কিম্বা এত ত্রস্ত চলে যেন উহা ইতস্ততঃ চলিয়া যাইতেছে মনে হয়। কখনও বা থামিয়া থামিয়া অর্থাৎ চলিতে চলিতে একটু থামিয়া পড়ে আবার চলিতে থাকে। অথবা কোন সময়ে নাড়ী পাওয়াই যায় না, এমন কি মণিবন্ধ ছাড়িয়া উহার ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়। পুনর্ব্বার স্বস্থানে নামিয়া আইসে। তখন রোগীর সম্পূর্ণ বিকারাবস্থা বলিয়া নিশ্চয় করিতে হইবে। ঈদৃশাবস্থায় রোগীকে প্রায়ই রোগমুক্ত হইতে দেখা যায় না। আবার বিকারের আর একটী সাধারণ লক্ষণ এই যে, শরীর অত্যন্ত উষ্ণ, কিন্তু নাড়ী শীতল এবং শরীর অত্যন্ত শীতল কিন্তু নাড়ী উষ্ণ ও নানা প্রকার গতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। যে রোগীর নাড়ীর গতি এ প্রকার হইয়া থাকে, তাহাকে প্রায়ই রোগমুক্ত হইতে দেখা যায় না। পরন্তু অত্যল্প কাল মধ্যেই তাহার মৃত্যু সংঘটন হইয়া থাকে।

বেদের টীকাকার ও মাধবাচার্য্য।

বেদ প্রত্যাদিষ্ট ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ইহা সংগ্রহ ও বিভাগ করিয়াছিলেন বলিয়া বেদব্যাস নামে অভিহিত হইয়াছেন। বেদান্ত দর্শনও তাঁহার প্রণীত। বেদের শিরোভাগ লইয়া উপনিষদ সকল প্রণীত হইয়াছে কিন্তু তাহা বেদের টীকা নহে। শঙ্করাচার্য্য, সুরেশ্বরাচার্য্য, ভারতী তীর্থ প্রভৃতি বেদবিৎ মহাত্মাগণ বেদের ভাষ্য বা টীকা প্রচার করেন। বেদব্যাসের ন্যায় মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য ও বেদান্তভাষ্য কর্ত্তা বলিয়া পরিচিত। ইহঁাদিগের মধ্যে মাধবাচার্য্যও একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ইহঁার অপর নাম "সায়নাচার্য্য"। কেহ কেহ ইহঁাকে "বিদ্যারণ্য" নামেও অভিহিত করিয়াছেন। ইহঁার কৃত বেদের ভাষ্য বা টীকা একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, পুস্তক লিখিয়া পাণ্ডুলিপি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের দ্বারা সমালোচনা বা সংশোধন করাইয়া ছাত্র বা শিষ্যদিগকে অধ্যাপনা করা হইত এবং ক্রমে তাহারাই উক্ত গ্রন্থ প্রচারের সাহায্য করিত। কথিত আছে দাক্ষিণাত্যে একজন বেদবিদ মহাপণ্ডিত ও

ধর্ম্মাত্মা অবস্থান করিতেন। মাধবাচার্য্য তাহা অবগত হইয়া তাঁহার প্রকাণ্ড গ্রন্থ স্কন্ধে করিয়া আর্য্যাবর্ত্ত হইতে পদব্রজে তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত তাপস গ্রন্থখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল পাঠের পর একদা প্রসঙ্গ ক্রমে "কেশব বা হৃষিকেশ" শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে হরির কেশ কিরূপ এই বিষয় লইয়া উভয়ে তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়। মাধবাচার্য্য বলিলেন হরির কেশ কেশরীর কেশরের ন্যায়। তাপস বলিলেন ইহা স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ। তর্ক ক্রমে বিবাদে পরিণত হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া তাপস বলিলেন "যদি ইচ্ছা কর হরিকে এখানেই আবির্ভূত করিয়া তাঁহার কেশের বর্ণ কি প্রকার তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারি।" মাধবাচার্য্য সম্মত হইলেন। তাপস ধ্যানস্থ হইবামাত্র ভগবান হরি সাক্ষাৎকার হইলেন। মাধবাচার্য্য তাপসের:বাক্য সত্য অনুভব করিয়া লজ্জিত হইলেন, কিন্তু তাপসের কৃপায় হরি দর্শন হইল বলিয়া কৃতার্থ হইলেন। অনন্তর তাপস তাঁহাকে বলিলেন "তোমার গ্রন্থ অত্যন্ত বৃহৎ ইহা প্রকৃত ভাবে সমালোচনা করিতে অনেক সময় লাগিবে। আমার তত অবসর নাই তুমি বেদ বিশারদ শিঙ্গন ভট্টের সাহায্য প্রার্থনা কর তিনি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন। মাধচার্য্য শিঙ্গন ভট্টের আশ্রমপদের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "যে শিঙ্গন ভট্ট এক্ষণে ব্রহ্মরক্ষরূপে বিজন অরণ্যদেশে একটী প্রকাণ্ড বনস্পতির আশ্রয়ে বাস করিতেছেন। তিনি বেদবিদ সুতরাং তাঁহার অধীত জ্ঞান সকল অবস্থাতেই স্ফুর্ত্তিমান। মাধবাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মরক্ষরূপ ধারণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাপস বলিলেন শিঙ্গন ভট্ট মহর্ষি বশিষ্ঠের সহযোগী। শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন। রাবণ বিশ্রবা মুনির পুত্র। রাক্ষস যোনীতে জন্মগ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণের ঔরসজাত ব্রাহ্মণ ছিলেন। বশিষ্ঠাদি মুনিগণের ব্যবস্থায় এই পাপ হইতে মুক্তিলাভের জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। প্রায়শ্চিত্তের দান যে গ্রহণ করিবে দানের সহিত তাহাকে এই মহা পাপভার গ্রহণ করিতে হইবে। কোন ব্রাহ্মণ এই দান গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেব এই কার্য্যের জন্য দায়ী। অন্য কেহ দান গ্রহণ না করিলে তাঁহাকেই দান গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা শ্রীরামচন্দ্র পাপমুক্ত হইবেন না সুতরাং তিনি বিষম বিপদে পড়িলেন। শিঙ্গন ভট্ট বশিষ্ঠের অনুগত, তিনি তাঁহাকেই এই দান গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রতিগ্রহ করিলেই গৃহীতার মুখ তৎক্ষণাৎ বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিতে হয় এবং দাতা আর তাঁহার মুখ দর্শন করেন না। শাস্ত্রের অনুশাসন এই যে দাতা যদি ফিরিয়া প্রতিগ্রাহকের মুখ দর্শন করেন তাহা হইলে তাঁহার

দান নিষ্ফল হয় এবং পুনর্ব্বার পাপভার তাঁহার স্কন্ধে চাপিয়া থাকে। এই রূপ প্রতিগ্রাহককে আপামর সাধারণ সকল লোকেই ঘৃণা করিয়া তাহার সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অগত্যা তাহাকে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া বনে বাস করিতে হয়। বশিষ্ঠ তাঁহাকে পুনর্ব্বার সমাজভুক্ত করিবার আশ্বাস দিয়া এই দান গ্রহণে সম্মত করিয়াছিলেন। কিন্তু শিঙ্গন ভট্ট প্রতিগ্রহ করিলে পর, বশিষ্ঠ অনেক চেষ্টা করিয়াও আর তাঁহাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন না। এই জন্য শিঙ্গন ভট্ট হতাশ হইয়া অরণ্যে বাস করিলেন। একা তথায় দারুণ মনোদুঃখে দিন দিন ক্লিষ্ট হইয়া শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বেদ-পারগ বিপ্র পাপভারে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে ব্রহ্মরক্ষ হইয়া থাকে। শিঙ্গন ভট্ট তাই ব্রহ্মরক্ষ হইয়াছেন।" তাপস নিদর্শন বলিয়া দিলে, মাধবাচার্য্য ব্রহ্মরক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এবং আগমনের কারণ বিজ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর তাঁহার আদেশ মত মাধবাচার্য্য স্বীয় গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। কিছু-দিন অতিবাহিত হইলে শিঙ্গন ভট্ট তাঁহাকে বলিলেন যে "আমার এই বিসদৃশ অবস্থায় মন সর্ব্বদাই আকুল ও অস্থির সুতরাং এই গুরুতর বিষয়ে আমি যথোচিত মনোযোগ দিতে পারিতেছি না। গ্রন্থ খানি যত দূর শুনিলাম অতি উত্তমই হইয়াছে, তথাপি ইহা একবার মহর্ষি বেদব্যাসকে দেখাইয়া তাঁহার সম্মতি লইয়া প্রচার করিলে ভাল হয়।"

"বেদব্যাসের সন্দর্শন কিরূপে সম্ভব" এই বলিয়া মাধবাচার্য্য আশ্চর্য্য প্রকাশ করিলেন। শিঙ্গন ভট্ট বলিলেন ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। বেদ-ব্যাস অমর, তিনি চারি যুগ বর্ত্তমান থাকিয়া ইচ্ছানুসারে ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন। যুগে যুগে ধর্ম্মের লোপ ও মানবের আয়ু ও শক্তির হ্রাস দেখিয়া বেদের স্থায়িত্ব ও প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া অলক্ষ্যে জনসমাজের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। তিনি প্রতি পৌর্ণমাসী পর্ব্বাহে বারাণসীতে আগমন করিয়া মণিকর্ণিকা তীর্থে স্নানাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাকে চিনাই সুকঠিন। তজ্জন্য আমি একটী উপায় বলিতেছি। তুমি প্রত্যুষে কুক্কুট ডাকিবার পূর্ব্বে গঙ্গা-তীরের পথে ধান্যের ত্বক্ (তুষ) ছড়াইয়া রাখিবে। যে ব্যক্তি তুষ না মাড়াইয়া সাবধান পূর্ব্বক পদ বিক্ষেপ করিয়া গমন করিবেন, তাঁহাকেই তুমি বেদব্যাস বলিয়া অবগত হইবে। তুমি এই উপলক্ষে আমারও কিঞ্চিৎ উপকার করিও। আমি ব্রহ্মরক্ষ রূপ প্রাপ্ত হইয়া ভগবান বশিষ্ঠ দেবকে ইহা হইতে মুক্ত হইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন "মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তিন বার তোমার নাম উচ্চারণ করিলে তুমি পাপ ভার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সদ্গতি লাভ করিবে। আমি কৌশল পূর্ব্বক দুইবার

তাঁহাকে আমার নাম উচ্চারণ করাইতে সমর্থ হইয়াছি, তুমি তাঁহাকে আর একবার উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করিও।" মাধবাচার্য্য সসম্ভ্রমে তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বারাণসী যাত্রা করিলেন। অনন্তর পূর্ণিমার প্রত্যুষে শিঙ্গন ভট্টের উপদেশ মত পথে তুষ ছড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন এমন সময় দেখিলেন, একজন কৃষ্ণবর্ণ কৃশকায় তাপস তুষ পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন। তাঁহার সমুজ্জল পবিত্র সৌম্যমূর্ত্তি ও সুপ্রসন্ন মুখশ্রী সন্দর্শন করিয়া মাধবাচার্য্য তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক পদতলে পতিত হইয়া রহিলেন। মহর্ষি তাঁহাকে উঠিতে অনুজ্ঞা করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। মাধবাচার্য্য শিঙ্গন ভট্ট নামোল্লেখ করিয়া তাঁহার সন্দর্শন লাভ এবং আপনার আগমনের কারণ নিবেদন করিলেন। মহর্ষি বলিলেন তিনি শিঙ্গন ভট্টের নাম শুনিয়াছেন, তিনি একজন মহাপণ্ডিত ও মহৎ লোক। মহর্ষি তাঁহার নাম উচ্চারণ করিবা মাত্র ব্রহ্মরক্ষরূপী শিঙ্গন ভট্ট দিব্যগতি প্রাপ্ত হইলেন। বেদব্যাস মাধবাচার্য্যকে বলিলেন, আমি শীঘ্র গঙ্গাস্নান করিয়া নিত্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব সুতরাং এখন আমার গ্রন্থপাঠ করিবার অবসর নাই। কিন্তু মাধবাচার্য্য "নাছোড় বান্দা"। "অনুগ্রহ না করিলে কিছুতেই আপনার পদযুগ ছাড়িব না" বলিয়া বিস্তর সাধ্য সাধনা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি অবশেষে সদয় হইয়া গঙ্গার অপর পারে একটী সুবিস্তীর্ণ শাখা ও নিবিড় পত্র সমন্বিত প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার তলে বসিয়া লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিতে আদেশ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে প্রত্যেক ভ্রমস্থলে এক একটী পত্র পতিত হইবে, ইহাতেই তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে। মাধবাচার্য্য আহ্লাদে নৃত্য করিতে করিতে তথায় গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই আহ্লাদ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। যখনি তাঁহার গ্রন্থ উচ্চৈঃস্বরে পাঠারম্ভ করিলেন তখনি এক একটী করিয়া বৃষ্টির ন্যায় পত্রগুলি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই সমস্ত পত্র পতিত হইয়া বৃক্ষটী কেবল স্কন্দ ও শাখা সার হইল। মাধবাচার্য্য আকুল হইলেন। তাঁহার বিশাল পুঁথির পত্র সকল চতুর্দ্দিকে ফেলিয়া দিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত জীবনের পরিশ্রম বিফল হইল। তাঁহার আর শোক রাখিবার স্থান রহিল না। তিনি নিরাশ হইয়া ভগোদ্যম হইলেন। করুণাময় ঋষি তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সদয় সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিয়া তাঁহার উৎসাহ পুনরুদ্দীপণ করিলেন। তাঁহাকে বলিলেন "নিরাশ হইও না, দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া গ্রন্থখানি পুনর্ব্বার সংশোধনে প্রবৃত্ত হও, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। প্রত্যেক ভ্রম সংশোধনের

প্রমাণ স্বরূপ এক একটী পতিত পত্র পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া তাহার নিজ স্থানে সংলগ্ন হইবে। যখন দেখিবে যে সমস্ত পত্র গুলি যথাস্থানে সংলগ্ন হওয়ায় বৃক্ষ পূর্ব্বাকার প্রাপ্ত হইয়াছে,তখন বুঝিবে যে তোমার গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে।" ভগবান বেদব্যাস এই বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন। মাধবাচার্য্য ও প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও উৎসাহের সহিত তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ন পত্র গুলি পুনর্ব্বার কুড়াইয়া লইয়া সেইখানে বসিয়াই গ্রন্থ সংশোধনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহর্ষির প্রসাদে তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইলেন এবং ভ্রম সকল তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিল। তিনি এক একটী ভুল। সংশোধন করেন আর এক একটী পত্র উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া তাহার নিজ স্থানে সংলগ্ন হইতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত পত্র গুলি একে একে যথাস্থানে সংলগ্ন হইল। বৃক্ষ পূর্ব্বের ন্যায় ঘন পত্রে সজ্জিত হইয়া স্বীয় শোভা প্রদর্শন করিতে লাগিল। এইরূপে মাধবাচার্য্যের সংশোধন শেষ হইল। তিনি উৎসাহ ভরে সংশোধিত গ্রন্থ খানি পুনর্ব্বার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। এবারে আর একটীও পত্র পতিত হইল না। মহর্ষির প্রসাদে তাঁহার চিরমনোরথ পূর্ণ হইল। মাধবাচার্য্যের টীকা এবম্প্রকারে ব্যাসের অনুমোদিত বলিয়া জন সমাজে প্রচলিত আছে।

"রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প।"

(Some anecdotes from the life of Raja Ram Mohon Roy with a Genealogical Table showing the succeeding generations from Nityanand Bandopadhya down to the present surviving members of one branch of the family.") শ্রীযুক্ত নন্দ মোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

এই পুস্তক প্রণেতা উক্ত মহাত্মার বংশের একজন দৌহিত্র সন্তান। ইনি যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প ঠাকুরদাদার সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার মহৎ জীবনের অনেক তত্ত্বকথা পাওয়া যায়। রাজা রামমোহন রায়ের জীবন ও কর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তর গ্রন্থ বিবিধ ভাষায় বিশেষতঃ বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় রচিত হইয়াছে। রাজার নিজের গ্রন্থাবলী অনেক ও বহুবিধ, তাহাতে যাহা যাহা বর্ণিত আছে সে সকল বিষয় ততটা এক্ষেত্রে উল্লেখ না করিয়া নন্দ মোহন বাবু যে সকল নূতন কথা ঐ পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বড়ই প্রীতিকর বিধায় বর্ণিত হইল। রাজা

রামমোহন রায়ের বংশাবলী সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে গেলে স্থানের সংকুলান হইবে না বলিয়া আপাততঃ সংক্ষেপে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

বৈষ্ণব পিতার ঔরসে ও শক্তি মাতার গর্ভে রামমোহনের জন্ম। ভক্তি ও শক্তির সমন্বয় ক্ষেত্রে স্বর্গ হইতে যে অনুকূল বায়ু বঙ্গে বহিতেছিল তাহা এখনও বঙ্গে বহমান থাকিয়া এক অপূর্ব্ব সাত্বিক প্রভাবের সঞ্চার করিতেছে। ইহাতে বঙ্গের ভবিষৎ কত সমুজ্জ্বল হইবে তত্বজ্ঞ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহা আলোচ্য বিষয়। বঙ্গবাসীগণ মহাত্মা রামমোহন রায়ের বহির্মুখীন ধর্ম্মকাণ্ড যতটা বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, ততটা তাঁহার অন্তর্মুখীন ধর্ম্মভাব গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই। সুতরাং ধর্ম্মহীন কর্ম্ম বঙ্গে যে অনেক সময় পণ্ডশ্রমে পরিণত হইয়া থাকে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

রাজা রামমোহন রায়ের বিশ্বজনীন ধর্ম্ম ভাব ও প্রধান প্রধান জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠের জন্য ১৩টী ভাষা শিক্ষা এবং দেশ বিদেশ পর্য্যটন প্রভৃতি অধ্যবসায় ও তাঁহার ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও তপস্যাদির বিবরণ অনুশীলন করিলে অবাক হইতে হয়। ভগবান দয়া করিয়া ভারতের মঙ্গলের জন্য এই বহুগুণসম্পন্ন সন্তানকে বঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। মহাত্মা রামমোহন রায়ের ধৈর্য্য, ক্ষমা, প্রভৃতি ধর্ম্মের লক্ষণ সকল কিরূপ প্রকৃষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা নন্দ বাবু তাঁহার পুস্তকের অনেক স্থানে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটী স্থানের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"রামমোহনের সময় মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়া থাকে। দলাদলির প্রভাবে তাঁহার জীবন লইয়া টানাটানি পড়িয়াছিল। সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মে যোগ দেওয়া ত দূরের কথা, ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেও লোকে সে সময় জাতিভ্রষ্ট হইত। কিন্তু কে কোথায় দেখিয়াছে, যে শিথিল বালির বাঁধ নদীর গতিরোধে সমর্থ হইয়াছে? সে সময়ে এমন কে ছিল যে রামমোহনকে নিরস্ত করিতে পারে?

কৃষ্ণনগরের সন্নিকট রামনগরগ্রাম নিবাসী রামজয় বটব্যাল নামক এক ব্যক্তি চারি পাঁচ সহস্র লোক লইয়া একটা দল করে। কথিত আছে, এই ব্যক্তি রামমোহনকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। রামমোহন রায়ের উপর আক্রমণই ইহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। অতি প্রত্যুষে ইহারা তাঁহার বাটির সম্মুখে আসিয়া অবিরত কুক্কুটধ্বনি করিত ও সন্ধ্যাকালে গোহাড় প্রভৃতি তাঁহার অন্তঃপুর মধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া নানাবিধ অত্যাচার করিত। রামমোহন উহাদিগকে ওরূপ অন্যায় কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক সদুপদেশ প্রদান করেন, "কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"। তাহারা তাঁহার বিনয়নম্রতার বিভিন্ন চিত্র লইয়া বরং

পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রূপে তাঁহার উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে, তাহাদের এত অত্যাচারেও রামমোহন দ্বিরুক্তি করেন নাই। কিন্তু বিনয়ের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! পরিশেষে তাহারা বোবার শত্রু নাই, ভাবিয়া নিবৃত্ত হইয়াছিল। নেপোলিয়ন সুতীক্ষ্ণ অসি লইয়া দেশ জয় করেন, রামমোহন রায় ধৈর্য্যাস্ত্রপ্রভাবে লোকের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। এ সময় তিনি নানা বিষয়ে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার পরলোকগত ভ্রাতা জগন্মোহন রায়ের পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ লোকের প্ররোচনায় বিষয়ের অংশ পাইবার জন্য তাঁহার নামে সুপ্রীমকোর্টে এক অভিযোগ উপস্থিত করেন, কিন্তু ইহাতে তিনি ক্ষণকালের জন্য ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি রুষ্ট হন নাই। পরিশেষে অভিযোগ উপস্থিত করিবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গোবিন্দপ্রসাদ তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রকটিত হইল।

"আমি অজ্ঞ লোকের কথা শুনিয়া মহাশয়ের নামে বিষয়ের অংশ পাইবার প্রার্থনায় সুপ্রীমকোর্টে একুইটীতে অযথার্থ নালিশ করিয়াছিলাম। আমার বুঝিবার ভ্রমে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া নানা প্রকার ক্লেশ পাইতেছি এবং মহাশয়ের মনস্তাপ এবং অর্থব্যয়ের কারণ হইয়াছি অতএব মহাশয় আমার পিতার তুল্য, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া যদি আমাকে নিকটে যাইতে অনুমতি করেন তবে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বিষয় নিবেদন করি"। (এই পত্রখানি দীর্ঘাকার, সংক্ষেপে বর্ণিত হইল)

মহাত্মা রামমোহন রায়ের অশেষ ধৃতি ও কার্য্যকুশলতা বঙ্গবাসীগণ যখন অনুকরণ করিতে শিক্ষা করিবেন, তখনি বঙ্গের গৃহ-বিচ্ছেদ এবং বাঙ্গালির মোকদ্দমা করিবার বুদ্ধির অবশ্য লাঘব হইবে। তিনি অন্তরে অন্তরে বড়ই কুশলপ্রিয় থাকিয়া বাহ্যে নিপুণ কর্ম্মীর ন্যায় কর্ত্তব্য সাধন করিতেন। যে ভাগ্যবান পুরুষ ঈশ্বরের মঙ্গলভাব ও প্রেম স্বীয় আত্মায় উপলব্ধি করিয়া চিত্তের শান্তিলাভ করিয়াছেন, তিনিই এইরূপ মহাত্মাদিগের জীবনের কার্য্যে দেখেন যে, কেবল মঙ্গলময় ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছাই সৃষ্টিতে বিবিধ প্রকারে সংসিদ্ধ হইতেছে। যতদিন বাঙ্গালীরা কি ধর্ম্মে কি কর্ম্মে এই মহাপুরুষের আদর্শ অনুকরণ করিয়া বিচরণ না করিতেছে, ততদিন ভ্রাম্যমাণ ইহুদিগের ঘুরণচক্রবৎ ঘোরপাকে পড়িয়া বিব্রত হইবে। যেন তেন প্রকারেণ ভগবান ঐ মহৎ আদর্শেই বাঙ্গালীজীবন সংগঠন করিবেন। এখনও যে ঐ মহাত্মাকে বঙ্গবাসী ভালরূপ চিনিতে পারে নাই ইহাই আশ্চর্য্য। সময় আসিতেছে, যখন মহাত্মা রামমোহনের জীবন বাঙ্গালীর পক্ষে একান্ত অনুসরণীয় হইবে। মানবমণ্ডলী যদি ভগবৎ হস্তের কার্য্যের প্রতি চক্ষু রাখিয়া কুসংস্কারত্যাগ

পূর্ব্বক সত্যানুসরণ করে তবে কালের যে একটা কুটিলগতি আছে তাহার হাতে পড়িয়া আর অধিক দিন বিধ্বস্ত হইবে না।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য সাধু উমেশচন্দ্র দত্ত।

ভগবৎকথা বলিতে, শ্রবণ করিতে, এবং বিবিধ উপায়ে তাঁহার নাম প্রচার করিতে সাধু উমেশচন্দ্রকে আন্তরিক অনুরাগী ও সতত প্রফুল্লচিত্ত দেখিয়া দর্শকমাত্রেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিত না। ব্রাহ্ম গৃহস্থ-দিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে ব্রহ্মোপাসনা ও গৃহানুষ্ঠানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে নিমন্ত্রণ করিতেন। তিনিও তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের ইচ্ছা পুর্ণ করিতেন এবং এরূপ ক্রিয়া কলাপ ভগবৎ সেবার কার্য্য বলিয়া অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিতেন। এসম্বন্ধে নিজের শরীরের সুখসচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া অনবরত শ্রম ও যত্ন সহকারে ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেন। তাহা দেখিয়া বন্ধুবান্ধবদিগের মনে তাঁহার শরীররক্ষা সম্বন্ধে ভয়ের সঞ্চার হইত। কিন্তু ব্রহ্ম-পদে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি এরূপ নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, তন্, মন, ধন, এ সকলি তাঁহার নিকট ব্রহ্মপূজার উপকরণ সামগ্রী বলিয়া উপলব্ধি হইত। তিনি ঈশ্বরের প্রেমে এমনি মগ্ন থাকিতেন যে, তাঁহার নাম গান, ব্রহ্মসঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। হিন্দি ভজন শুনিতে তিনি বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তিনি স্বয়ংও কখন কখন হিন্দি ভজন ভক্তিভরে গাহিতেন। নিম্নোদ্ধৃত ভজনটী তাঁহার বড় প্রিয় ছিল।

"হরি সে লাগি রহরে ভাই। তেরা বনৃত বনৃত বনি যাই। আরে তেরা বিগাড়ি বাত বনি যাই।

অঙ্কা তারে, বঙ্কা তারে, তারে সুজন কসাই (১) শুগা (২) পড়ায় কে গণিকা তারে, তারে মিরা বাই। (৩)

---

(১) "সুজন কসাই নামে বারানসী নগরে একজন হিন্দু মাংস বিক্রেতা ছিল। তাহার পায়ে বড়ই ক্লেশ দায়ক ঘা হইলে সে কাতর হইয়া হরিনাম করিতে প্রবৃত্ত হয়। হরিনাম করিতে করিতে হরি ভক্তিতে মত্ত থাকার কালে এক দিন দেখিল, তাহার ঘায়ে বিস্তর পোকা হইয়াছে, এবং তাহার কতক গুলি স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে, এবং কতক গুলি স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে। তখন সেইগুলি তুলিয়া পুনরায় সেই ঘায়ে স্থাপিত করিয়া বলিল, "হায়! আমি কতশত পশু হত্যা করিয়া তাহাদের মাংস অপর সাধারণকে দিয়া ভক্ষণ করাইয়াছি, এখন আমার মাংস কীটে ভক্ষণ করিলে যদি আমার এই গুরুতর পাপ হইতে তারক ব্রহ্ম হরি কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার

দৌলৎ শুনিয়া, মাল খাজনা বেবিয়া বয়েল চরাই, এক বাৎছে টাঠা লাগে, খোজ খবর নাহি পাই।

আয়সি ভক্তি কর ঘট্‌ ভিতর, ছোড় কপট চতুরাই, সেবা বন্দেগী আওর অধীনতা সহজে মিলি গোসাঞ্জী।

এই সংগীতটীর প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ ছিল, ইহাতে তাঁহার ভগবৎ-ভক্তি ও সাধুভক্তি উভয়ই সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইত। তাঁহার জীবদ্দশায় একদা তাঁহার বিষয় কথনকালে একজন প্রাচীন ধর্ম্মাত্মা (যিনি এই সাধুকে বহু-দিন হইতে বিশেষ ভাবে জানিতেন ও প্রেমের চক্ষে দেখিতেন) বলিয়াছিলেন "উমেশ কি জান—'হরি সে লাগি রহরে ভাই।" ইহার অর্থ তিনি হরির সঙ্গে সতত সহবাস করিতেন। বাস্তবিক তিনি সঙ্গীতরূপ সুধাময় রস পানে তাঁহার জীবনকে এতাধিক মধুময় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার সাধুভক্তি এরূপ প্রবল ছিল যে, কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় যে কোন সাধুপুরুষকে দর্শন করিতেন' তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিতেন। মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। এই মহাত্মার আবির্ভাব ও তিরোভাব দিনে তিনি তাঁহার প্রিয় সিটিকলেজের ঘরে (হলে) সভা আহ্বান করিয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সেই সভার কার্য্য যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তাহার জন্য কত না চেষ্টা যত্ন ও শ্রম করিতেন। প্রতি বৎসর ২৭ শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণ দিবসে অতি সমারোহপূর্ব্বক উপরোক্ত স্থানে এক বৃহৎ সভার অধি-বেশন হয়। এই সভাস্থলে কলিকাতার অনেক কৃতবিদ্য, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও স্কুল কলেজের ছাত্রেরা আসিয়া যোগদান করে। কলেজের উপরকার হল ও নিম্নের প্রাঙ্গণ প্রায়ই্যাপূর্ণ হইয়া যায়। সাধু উমেশচন্দ্র শেষ জীবনে ঐ সভার যথেষ্ট উন্নতি দেখিয়া গিয়াছেন। সে সভা তাহার দেহান্তের পর আরও উন্নতাকার ধারণ করিয়াছে। এজন্য কলেজের বর্ত্তমান অবিভাবক এবং উক্ত শুভকর্ম্মের সহানু-ভূতিকারিগণ বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের প্রতি সাধু উমেশচন্দ্রের অসাধারণ ভক্তি ছিল। মহর্ষিদেবও তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। যদিও মহর্ষির স্নেহ ও প্রেম

করেন, তবেই হয়। দয়াল হরি সত্যই তাঁহাকে ভক্তের ভজনাস্থ হইয়াছে "তারে সুজন কসাই"।

(২) "শুগা" মানে শুক পক্ষী। এক গণিকা শুক পাখীকে হরিনাম পড়াইতে পড়াইতে দর্শন দিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই জন্যই তাহার হৃদয়ে হরিভক্তির উদয় হয়, সে তখন তাহার পাপমতি পরিত্যাগ করিয়া হরিপ্রেমে মগ্ন হওয়ায় তরিয়া গিয়াছিল। তাই ঐ ভজনে আছে "শুগা পড়ায় কে গণিকা তারে।"

(৩) মিরা বাইয়ের হরি ভক্তির কথা ভক্তমণ্ডলে সমাদৃত এবং তাহা বহু বহু ভজনে গৃহীত। মিরা বাইয়ের জীবন চরিত পাঠে তাঁহার আশ্চর্য্য ধর্ম্ম জীবন ও ভক্তিভাব দেখিয়া কেনা মুগ্ধ হয়?

ব্রহ্মোপাসক মাত্রের প্রতি সতত মুক্ত-ভাবে বর্ষিত হইত, তথাপি ঐ সাধুর প্রতি তাঁহার বিশেষ প্রীতির প্রকাশ দেখিয়া কে না আনন্দ প্রকাশ করিত? প্রায় আট বৎসর হইল একবার সাধু উমেশ চন্দ্রের সঙ্গে বোলপুর শান্তি নিকেতন দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। তথায় কয়েকদিন অবস্থিতি কালে দেখিয়াছিলাম মহর্ষিদেব কলিকাতায় ভাল ভাল খাদ্যসামগ্রী ও স্বগৃহে প্রস্তুত মিষ্টান্ন তাঁহার প্রতি অতীব স্নেহ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যে সকল ব্রাহ্ম যাত্রী তাঁহার সহিত উক্ত নিকেতন দর্শন করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা উক্ত খাদ্য সামগ্রী ও মিষ্টান্ন তথাকার প্রস্তুত করা প্রচুর ভোজ্য দ্রব্য সহ চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ আহারের রস ভোগে বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। অনেক সময় সাধু সঙ্গে এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সচ্ছন্দকর ব্যাপার উপস্থিত হয় যে, আত্মা, মন ও শরীর এ তিনই যথোচিত আহার পাইয়া পুষ্টিলাভ করে। মহর্ষি দেবের উপদেশ মস্তকে করিয়া ঐ যাত্রীরা সে সময় গ্রামে গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সাধু উমেশচন্দ্রের তথায় গমনে যে ঐ সমস্ত খুব উৎসাহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। শান্তি নিকেতনে সেই তীর্থ যাত্রা আমার স্মৃতি পথ হইতে অপসৃত হইবার নহে।

প্রাগুক্ত সাধুর স্বদেশ হিতৈষিতার ভাব কেবলমাত্র ব্রহ্মপ্রীতি কামনায় উদ্ভূত হইত এবং তাহা তিনি সর্ব্বদা কার্য্যে পরিণত করিতেন। মূক-বধির বিদ্যালয়ের সূত্রপাত তাঁহার উদার প্রেমের ও অহরহ ভগবৎ সেবার ফল। অনাথ আশ্রমের কার্য্য তিনি আরম্ভ করিয়া বহু যত্নে সচল রাখিয়া ছিলেন। পরে তাহার ভার তিনি কতকগুলি হিত-সাধক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি রাধানগর গ্রামে তিনি কয়েক-বার তাঁহার কয়েকটী ব্রাহ্ম বন্ধুকে লইয়া গমন করিয়া যাহাতে ঐ মহাত্মার স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ সেখানে কিছু করা হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা ও সে চেষ্টা দুর্ভাগ্য ক্রমে ব্রাহ্মগণের সহানুভূতির অভাবে সম্পন্ন না হওয়ায় তাঁহার বড়ই সন্তাপের বিষয় হইয়াছিল! মহাত্মা রামমোহন রায়ের জন্মভূমিতে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার্থে সাধু উমেশ-চন্দ্রের পরিশ্রম, যত্ন ও ত্যাগ স্বীকারের ত্রুটি ছিল না। তাহা দেখিয়া তাঁহাকে "সাধু! সাধু," বলিয়া ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তি মাত্রেই ধন্যবাদ করিতেন। কিন্তু তাঁহার এই সাধুকার্য্য প্রকৃত পক্ষে বোধগম্য করিয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া ঐ কার্য্য সম্পন্ন করার পক্ষে আন্তরিক ভাবে সহায়তা করে এমন একজনও ব্যক্তি দেখা গেল না। তবে তিনি এ সম্বন্ধে যে সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা যাইবার নহে। কালে তাঁহার ঐ শুভ

ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই, কারণ "সাধু যাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাঁহার সহায়" ইহা প্রামাণিক কথা।

সাধু কর্ম্মের ফল কখন কখন বিলম্বে ফলে। এই বিলম্ব দেখিয়া মানুষ যে নিরাশ হয় তাহা কেবল অজ্ঞতা বশতঃ ঘটে। সে অজ্ঞতা অন্য কারণে নহে, কেবল বিধাতার হস্ত যে "কাল" ও "অনন্ত" এ উভয়েই নিহিত তাহা দেখিতে না পাওয়াতে তাহা হৃদয়কে বিষাদে সমাচ্ছন্ন করে। ইহা ভেদ করিয়া এই পূজনীয় সাধুর উজ্জ্বল আত্মার কি সম্পন্ন কি অসম্পন্ন কার্য্য তাহা আনুপূর্ব্বিক দৃষ্টিপথে নিবদ্ধ রাখিয়া ধর্ম্ম ও কর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিলে সকলেই বিস্তর উপকার লাভ করিতে পারেন। সাধু উমেশ চন্দ্রের মত সত্যপরায়ণ, জ্ঞানী, উদার, ও ধৈর্য্যশীল, সতত মঙ্গলকল্প, বিনীত ও ধীর এবং ভগবৎ প্রেম ও ভক্তিতে নিমগ্ন ব্যক্তির জীবনকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী পুরুষ সনাতন, এই দুর্ব্বল বঙ্গভূমে বৃথা পাঠান নাই। তাঁহার মহতী ইচ্ছার পূর্ণতার জন্য তাঁহাকে এই ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধু জীবনের "চিদাকাশে পুনরুত্থানে" ভাবী বঙ্গবাসীগণ দেখিতে পাইবেন মজিলপুর নিবাসী এই গৃহস্থ সন্তান-উমেশচন্দ্রের জীবন বঙ্গের সাধুতার আদর্শ ক্ষেত্রে কত অধিক জয়-যুক্ত হইবে। ধন্য সেই জননী যিনি এরূপ সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। সাধু উমেশচন্দ্রের জীবন কীর্ত্তনক্ষেত্রে আর কি বলিব? কেবল এই বলি তাঁহার "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।"

পরিব্রাজক।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

যুক্তপ্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা—

কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া যুক্তপ্রদেশের বালক বালিকাদিগের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার নিমিত্ত নৈনিতালে একটী কমিটির অধিবেশন হইবে।

লহোরে নারীদিগের ভ্রমণের স্থান—লহোরের আর্য্যসমাজ নারীদিগের বায়ুসেবন ও ভ্রমণের জন্য একটী উদ্যান মিউনিসিপ্যালিটিকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। কলিকাতাও এসম্বন্ধে আলোচনা ও আন্দোলন হইতেছে। ফল কতদূর হইবে বলা যায় না।

বিহারে বিশ্ববিদ্যালয়—

বিহারে শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে অভি-জ্ঞতা লাভের জন্য মিঃ হ্যাথান নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঁকিপুর হইতে কয়েক

মাইল দূরে স্বাস্থ্যকর স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হইবে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শিশু চিকিৎসা সম্মিলন—

আগামী গ্রীষ্মঋতুতে লণ্ডনে শিশু-চিকিৎসা সম্মিলনীর এক বিরাট অধিবেশন হইবে। তাহাতে শিশুদিগের অকাল মৃত্যু ও শিশু-পীড়ার প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারিত হইবে।

সম্রাটের জন্ম দিন উপলক্ষে উপাধি দান—ভারত সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে বড়লাট বাহাদুর লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর উপাধি বিতরণ করিয়াছেন।

এ বৎসর জি, সি, আই, ই; ও কে, সি, আই, ই উপাধিলাভ কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই।

অকাল বিয়োগ—

আমরা অতি ব্যথিত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, বঙ্গ জননীর আর এক কৃতি সন্তান কবিবর দ্বিজেন্দ্র লাল রায় মহাশয় হঠাৎ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোক চলিয়া গিয়াছেন। কবিবরের এই অকাল বিয়োগে দেশের অত্যন্ত ক্ষতি হইল। অমর কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের হাসির গান ও জাতীয় সঙ্গীত সাহিত্যের অতি অমূল্য সম্পদ।

এ বৎসর বঙ্গজননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া কত যোগ্য সন্তান চলিয়া যাইলেন, ইহাদের স্থান কত যুগে পূর্ণ হইবে বলা যায় না।

পুরস্কার দান—

শ্রীমতি হেমন্ত কুমারী চৌধুরী ১৯১২ ও ১৩ সালে দেশীয় সাহিত্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ছোটলাট তাঁহাকে তিনশত টাকা পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল—

এ বৎসর প্রায় ৯ হাজার ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে ৬৯৩৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। উহাদিগের মধ্যে প্রথম বিভাগে ৪৪৯৩, দ্বিতীয় বিভাগে ২২১৩ ও তৃতীয় বিভাগে ২৩১ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

কাল্পনিক স্বাস্থ্য বিকার।

শরীরের উপর মনের প্রাধান্য সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। মন অসুস্থ হইলে শরীর অসুস্থ হয়। শোকাদি কারণে মন অস্থির হইলে শরীরও শীর্ণ হইয়া থাকে। অপর পক্ষে শরীর অসুস্থ হইলে মন যদি প্রফুল্ল থাকে তাহা হইলে কষ্টের অনেক উপশম হয় এবং ক্রমে শরীরও নীরোগ হয়। অদ্য আমরা ইহার একটী অপূর্ব্ব উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিলাম।

এতদ্দেশে একটী যুবা রাজপুরুষ অতিরিক্ত পরিশ্রম ও গ্রীষ্মাতিশয্য

প্রযুক্ত ক্লান্ত হইয়া জনৈক বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ প্রার্থী হন। চিকিৎসক তাঁহার হৃদয় ও অন্যান্য অবয়ব পরীক্ষা করিয়া অবিলম্বে ব্যবস্থাপত্র পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া চলিয়া যান। পর দিবস তাঁহাকে যে পত্র পাঠাইলেন তাহাতে লেখা ছিল "আপনার বিষম হৃদরোগ উপস্থিত। বাম দিকের ফুসফুস একেবারে নাই বলিলেই হয়; বাস্তবিক আপনার অবস্থা অতীব মন্দ, তবে দুই এক সপ্তাহ বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন। যাহা হউক আপনার যে সকল অত্যাবশ্যক কার্য্য অসম্পূর্ণ আছে তাহা যেন শীঘ্র সম্পন্ন করেন।" বলা বাহুল্য যে যুবক পত্র প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুর "বিলম্ব নাই" বিবেচনা করিয়া একবারে হতাশ হইয়া পড়িলন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইল এবং শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতে লাগিল, গাত্রবেদনা ও প্রদাহ উপস্থিত হইল এবং হৃদ্‌কম্প হইতে লাগিল। তিনি ভগ্ন হৃদয়ে শয্যা অবলম্বন করিলেন এবং আর যেন কখন শয্যা হইতে উঠিতে হইবে না ভাবিয়া নিরাশ হইলেন। সমস্ত রাত্রি তাঁহার যাতনার সীমা রহিল না। প্রাতঃকালে তাঁহার ভৃত্য সেই চিকিৎসককে সংবাদ দিল। চিকিৎসক শুনিবা মাত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহারও মনে অত্যন্ত ভয় হইল। তিনি ধীরে ধীরে শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "অকস্মাৎ এরূপ অবস্থা হইবার কারণ কি? গতকল্য তো ইহার কোন লক্ষণই ছিল না।" রোগী মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন "বোধ হয় আমার হৃদরোগ বৃদ্ধি হইয়া এইরূপ যন্ত্রণা হইয়াছে।" ডাক্তার বলিলেন "হৃদরোগ কি? গতকল্য আমি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়াছি এবং এখনও দেখিতেছি হৃদয় স্থলে কোনও বিকার ঘটে নাই।" "তবে বুঝি ফুসফুস খারাপ হইয়াছে" বলিয়া রোগী হাঁপাইতে লাগিলেন। ডাক্তার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "আপনার ব্যাপার কি? আপনি কি মদ খাইয়াছেন? তাহাও তো বোধ হইতেছে না।" রোগী হাঁপাইতে হাঁপাইতে উত্তর করিলেন "আপনার সেই ব্যবস্থা পত্র। আপনি বলিয়াছিলেন আমি কেবল দুই এক সপ্তাহ মাত্র বাঁচিতে পারি।" ডাক্তার বলিলেন, "আপনি পাগল হইয়াছেন, আমি আপনাকে কয়েক সপ্তাহ ছুটী লইয়া পাহাড়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি, তদ্দ্বারাই আপনার বিশেষ উপকার হইবে।" রোগী আর কোন উত্তর না দিয়া বালিসের নিম্ন হইতে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র তাঁহার হস্তে দিলেন। ডাক্তার পত্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন "এ ব্যবস্থা পত্র অন্য একটী ভদ্র লোকের জন্য। বোধ হয় আমার সহকারী ভ্রমবশতঃ আপনার ব্যবস্থাপত্র তাঁহাকে এবং তাঁহার খানা আপনাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। যাহা হউক তজ্জন্য উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ নাই। আপনি

শীঘ্র ছুটী লইয়া পাহাড়ে যান আপনায় অন্য কোন ঔষধের আবশ্যক নাই।" ডাক্তারের কথা শুনিয়াই যেন রোগীর সমুদায় পীড়া অন্তরিত হইল, তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং শীঘ্রই আপনকার নিয়মিত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি ইঁহার ব্যবস্থাপত্র পাইয়াছিলেন তিনি পাহাড়ে বায়ু পরিবর্ত্তন করিলে শীঘ্র আরোগ্য হইবেন এই আশায় আহ্লাদিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পাহাড়ে যাত্রা করিলেন এবং কিছু দিন তথায় অবস্থান করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। মানসিক প্রফুল্লতার স্ফূর্ত্তি রোগের অমোঘ ঔষধ, ইহার দ্বারা আসন্ন মৃত্যুও নিবারিত হইতে পারে। অন্ততঃ মৃত্যুকালীন যন্ত্রণারও অনেক উপশম হয়।

লেডী ক্লেয়ার।

১

হইয়াছে বিকশিত স্থলজ কমল
আকাশেতে অতি উচ্চে আছে মেঘদল
রোলাণ্ড মাতুল-সুতা
ক্লেয়ারের লাগি তথা
আনিল হরিণী এক যেন শতদল।

২

কার (ও) প্রতি ঘৃণাকার (ও) জন্মে নাই মনে
বহুদিন বাগদত্ত প্রেমিক দুজনে
রজনী প্রভাত যবে
দোঁহে বিবাহিত হবে
পরমেশ আশীষ করুণ এই দিনে।

৩

"ইহাই উত্তম অতি" বলিছে সুন্দরী
"অতীব সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম মোর হেরি
অথবা বিভব আশে
রোলাণ্ড না ভাল বাসে
ভালবাসে মোরে শুধু মোর গুণ হেরি"।

৪

এলিস নামেতে ধাত্রী করে জিজ্ঞাসন
"তোমার নিকট হতে গেল কোনজন?"
কহিল লেডী ক্লেয়ার
"সম্বন্ধে ভ্রাতা আমার
কালি হবে দুজনার বিবাহ বন্ধন।"

৫

এলিস কহিল ঘটে সকল বিষয়
এহেন সুচারু রূপে ধন্য দয়াময়।
তোমার যত বিভব
রোলাণ্ডের তাহা সব
শুন বৎসে মহিলা ক্লেয়ার তুমি নয়।"

৬

"উন্মাদিনী হয়েছ কি তুমি ধাত্রী মাতা?
কেন কহিতেছ হেন উচ্ছৃঙ্খল কথা?"
কহিল ধাত্রী এলিস
"স্বরগে আছেন ঈশ
সত্য কথা শুন তুমি আমার দুহিতা।

৭

যখন মরিল বৃদ্ধ আরলের সুতা
আমার বক্ষের পরে শুন সত্য কথা
আপন সন্তান প্রায়
সমাধিস্থ করি তায়
রাখিনু তাহার স্থানে আপন দুহিতা।

৮

ক্লেয়ার কহিল যদি সত্য ইহা হয়
করেছ জননি তুমি বড়ই অন্যায়
শ্রেষ্ঠ যিনি ধরাপরে
তাঁর নিজ অধিকারে
বঞ্চিত করন তাঁরে উচিত তো
নয়।

৯

কহিল এলিস ধাত্রী একথা শ্রবণে
"ভাঙ্গিওনা এ রহস্য কখন জীবনে
তোমার বিভব যত
রোলাণ্ডের হবে তা'ত
পতি পত্নীরূপে যবে মিলিবে দুজনে।"

১০

"জন্মাবধি যদি মাতা আমি ভিখারিণী
প্রকাশিব তাহা না কহিব মিথ্যাবাণী
এই স্বর্ণ অলঙ্কার
এই হীরকের হার
ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও এখনি জননি।"

১১

এলিস কহিল তবে হইয়া হতাশ
যতক্ষণ সাধ্য তব না কর প্রকাশ"
ক্লেয়ার কহিল কথা
"দেখি আজি সরলতা
করে কি না মানবের হৃদয়ে নিবাস।"

১২

"সরলতা" কহে ধাত্রী এলিস তখন
"সত্যেতে আকৃষ্ট হবে রোলাণ্ডের মন"
উত্তর দিল সুন্দরী
"আজি যদি আমি মরি
তথাপি রোলাণ্ড আজি পাবে নি অধন।"

১৩

"তোমার মাতারে কর বারেক চুম্বন,
পাপ করিয়াছি আমি তোমারি কারণ"।
ক্লেয়ার কহিল শুনি
"বিস্ময় রসে জননি
হয়েছে আপ্লুত অতি আজি মোর মন।

১৪

"করেছ জননি তুমি যদিও অন্যায়
তথাপি চুম্বন আমি করির তোমায়
গমনের পূর্ব্বে মোর,
আমার মস্তক পর
হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করহ আমায়।"

১৫

লোহিত গাউনে ঢাকে তনু সুকুমার
এখন সে নহে আর মহিলা ক্লেয়ার
দিয়া গিরি উপত্যকা
সুন্দরী চলিল একা
শোভিছে গোলাপ এক চিকুর মাঝার।

১৬

শুয়েছিল রোলাণ্ডের আনীত হরিণী
একপার্শ্বে, লাফাইয়া উঠি সে অমনি
কুমারীর হস্ত পরে
রাখিয়া আপন শিরে
চলিল হইয়া তার পশ্চাৎ গামিনী।

১৭

রোলাণ্ড প্রাসাদ হতে নামিয়া ত্বরায়
কহিল "ক্লেয়ার কেন নিজ অবস্থায়
লজ্জা দাও, কোন কাজে
গ্রাম্য বালিকার সাজে
আসিয়াছ? রম্য ফুল তুমি যে ধরায়।"

১৮

"যদি এসে থাকি গ্রাম্য বালিকার বেশে
চলিতেছি আমি নিজ অদৃষ্টের বশে
শুন সত্য কথা কহি
মহিলা ক্লেয়ার নহি
জন্ম ভিখারিণী আমি শুনিতেছি শেষে।"

১৯

রোলাণ্ড কহিল মোরে প্রতারণা করি
কি ফল ক্লেয়ার কহ আমিত তোমারি
কহ শুনি কি কারণ
মোরে কর প্রবঞ্চন
বুঝিতে কঠিন বড় তোমার চাতুরী।"

২০

অমনি গম্ভীর ভাবে দাঁড়ায়ে মহিলা
একদৃষ্টে রোলাণ্ডের দিকেতে চাহিয়া
দুর্ব্বলতা-শূন্য মনে
চাহি তার চক্ষু পানে
ধাত্রী এলিসের কথা সকলি কহিল।

২১

হর্ষে উপেক্ষার হাসি হাসিয়া অমনি
রোলাণ্ড চুম্বন দিয়া ক্লেয়ারে তখনি
কহিল 'আমিই যদি
সম্পর্কে নিকট অতি
জন্মাবধি নহ তুমি বিত্তস্বামিনী।

২২

বিষয়ে আমারি যদি আছে অধিকার
বদ্ধ হব দুই জনে করি অঙ্গীকার
কল্যকার প্রাতঃকালে
বিবাহ বন্ধন জালে
তখনও থাকিবে তুমি মহিলা ক্লেয়ার।"

নূতন সংবাদ।

১। স্যার দোরাব তাতা ভারতে স্ত্রী শিক্ষার নিমিত্ত ত্রিশ লক্ষ টাকা দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

২। বেতিয়ার মহারাণী জানকী কোয়ার বাঁকিপুরে শিক্ষয়িত্রীদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত বাদশা নবাবজি ট্রেনিং কলেজ সংশ্লিষ্ট হিন্দু হোষ্টেল নির্ম্মাণ কল্পে ১০০০০ টাকা দান করিয়াছেন। যুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট আলিগড় মুসলমান বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

৩। ভারত সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে এবৎসর সমস্ত ভারতবর্ষে ২৪৭ জন উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৪। অকস্মাৎ মটরগাড়ীর সংঘর্ষণ হওয়ায় মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর গাড়ির তলায় পড়িয়া জান। ভগবানের বিশেষ কৃপায় তিনি কোনরূপ

আঘাত প্রাপ্ত হন নাই।

আজ ১৫ দিন হইল অতিরিক্ত বর্ষায় ভারতের নানাস্থান জলপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা সহরের অবস্থাও তদ্রূপ।

ম্যাট্রিকুলেশন পরিক্ষার ফল।

এবৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় শত করা প্রায় ৮০ জন পাশ হইয়াছে। ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত বালিকাগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রথম বিভাগ।

উষা আচার্য্য—লোরেটো হাউস।

এলেন আর্মষ্টেড—এডেন গার্লস্ হাই স্কুল ঢাকা। মনিকা সেন, ক্রাইষ্ট চার্চ।

কমলকলিকা বসু—ডাইওসিসন।

লিজি বরগেস—লোরেটো।

মাধুরী দত্ত—ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়।

সুখময়ী লাহিড়ী—বেথুন স্কুল।

জ্যোৎস্নাময়ী সেন—ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়।

সুহাসিনী চক্রবর্ত্তী—ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়।

শান্তিলতা চট্টোপাধ্যায়—ছোট নাগপুর, গিরিধি।

ক্ষেমঙ্করী দে— „

পূর্ণিমা ঘোষাল— „

সুকৃতি—বেথুন স্কুল

শান্তা সরকার—লোরেটো

সুনীতিবালা সোম—বেথুন স্কুল।

মনীষী রায়—ছোটনাগপুর, গিরিধি।

দ্বিতীয় বিভাগ।

প্রভাময়ী দাস—ঢাকা ইডেন।

বীণা— „

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল।

নিম্নলিখিত বালিকাগণ ইণ্টারমিডিয়েট (অর্থাৎ আই এ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

প্রথম বিভাগ।

জ্যোতির্ম্ময়ী ঘোষ—বেথুন কলেজ।

সুষমা সিংহ রায়— „

চন্দ্রমুখী সারঙ্গী—বেথুন কলেজ।

লীলা চৌধুরী—ডাইওসিসন কলেজ।

দ্বিতীয় বিভাগ।

ওলিভ আড্ডি—ডাইওসিসন

সুপ্রভা ভাটাচার্য্য— „

লাবণ্যলতা চন্দ—বেথুন কলেজ।

মুক্তাপ্রভা ঘোষ—ডাইওসিসন।
সুধাংশুবালা হাজরা—প্রাইভেট।
অমরবালা পাল—বেথুন কলেজ।
চারুশীলা রায়—বেথুন কলেজ।

তৃতীয় বিভাগ।

বিভাময়ী বসু—বেথুন কলেজ।

বামারচনা।

পরাণ আকুল করে।

কি যেন কি কথা হইয়ে স্মরণ,
নাহি লাগে ভাল সুখের ভবন,
পরাণ আকুল করে।
উষার কুসুম ছড়ায়ে সুবাস,
আমোদিত যবে করে চারিপাশ
পরাণ আকুল করে।
বিহগনিকর মনের হরিষে,
গায় যবে গান তরুশাখে বসে,
পরাণ আকুল করে।
রাঙা রবি যবে পুরব আকাশে,
ছড়ায়ে কিরণ আঁধার বিনাশে
পরাণ আকুল করে।
কৃষক-বালিকা দিবা অবসানে,
গেয়ে গীত যবে ফিরে গৃহপানে,
পরাণ আকুল করে।
ছড়ায়ে জোছনা চাঁদিমা যখন,
পাগল করেগো চকোরের মন,
আকুল পরাণ কি যেন কি চায়,
কার পানে সদা ছুটে চলে যায়,
পারিনা রাখিতে ধরে।

শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত।
ছনহরা

জীবন মুকুল কাহিনী।

সৌরভ বিহীন জীবন-মুকুল
নিবিড় পল্লীর গহনে,
আবেক শুকায়ে বৃন্তচ্যুত হয়ে
চুম্বিল ধরণী গোপনে।
না চাহি ফিরিয়া কত পান্থজন
ভূপতিত ওই কলিরে,
নির্ম্মমের মত দলিল চরণে
কি জানি কেমনে কি করে।
দীঠি শুধু হায়, রাখি একলক্ষ্যে
নশ্বর জানিয়া এ ভবে,
কত সুভাষণ পরিহাস-ঝঞ্ঝা
সহিল মুকুল নীরবে।
বসুধার যত ধূলি বালি কাদা
রাখিল আবরি তাহারে,
পশিল না তবু কিছু যেগো তা
প্রাণ কলি রেণু মাঝারে।
আপনার মনে সে যে ভাবে নিতি
ঊর্দ্ধমুখী হয়ে কাঁদিয়া;
"বৃথা কি আমারে পাঠালে ভুবনে
উদ্দেশ্য বিহীন করিয়া?

যদি মোরে দিয়ে বিশাল ধরায়
নাহি হবে কাজ কেন গো
কেন প্রভো! তবে পাঠাইলে হায়।
রাখিলে জীবন কেন গো” ?
সহসা অনেক দয়াল পথিক
ভ্রমিতে সংসার কাননে,
হেরি চকিতে পদতলে তায়
তুলিল পুলকে যতনে।
যত ধূলি কাদা মুছায়ে আদরে
উঠায়ে লইল হৃদয়ে,
নিজ গৃহে এনে গৃহ-ফুলদানে
রাখিল মুকুলে সাজায়ে।
ধীরে ধীরে স্নেহ-ধারাসিক্তি
করিল সরস তাহারে,
মলিনতা রাশি দূরে গেল ক্রমে
চেনা হল দায় তাহারে।
পথিকের ঘরে আসিত যে জন
বারেক সস্নেহ নয়নে,
গৃহ-ফুলদানে সাজান মুকুলে
লাগিল তুষিতে যতনে।
সুনিবিড় পল্লী বিপিনে জনমি
আধেক বিকাশি যে কলি
বৃন্তচ্যুত হয়ে চরণ দলিতা
হয়েছে হায়রে কেবলি—
আজি সে নিরখি সুখের গৌরবে
পুলকে উঠিল শিহরি,
বুঝিল আকুল গোপন সাধনা
করিল সফল শ্রীহরি।
কৃতজ্ঞতা-রসে তিতিল হৃদয়
ভক্তি-ধারা বহে নয়নে
আকুল উচ্ছ্বাসে বলে কৃপাময়ে,
“চির স্থান দিও চরণে”

শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত।

শিশুর প্রতি।

কোমল শোভন শিশু মনের সুখে।
আদরে ফুটিয়েছিল মায়ের বুকে।
মায়ায় স্নেহেতে তোরে পুষিয়ে যতনে।
নিশিদিন তোরলাগি ভাবি প্রাণপনে
লইলিনা এক বিন্দু এক রতি তার
চরণে ঠেলিয়া গেলি বল ডাকে কার ?
অসীম অপার এই স্নেহের বন্ধন
করেনিক এতটুকু ব্যাকুলিত মন ?
দুদিনে করিয়া সাঙ্গ হেতাকার খেলা।
চলে গেলি ওরে তুই না ফুরাতে বেলা
স্বরগের চির পূত অমর রতন!
চিনিলাম না তোরে কেন কেহ এতক্ষণ!
দেব—শিখাতে দিয়েছিলে হরে নিলে কেন ?
কোন প্রাণে দিলে তুমি বেদনা এমন।
সুদৃঢ় স্নেহের গ্রন্থি ছিন্ন করি হায়
কেমনেরে শিশু তুই লইলি বিদায় ?
তোর তরে হিয়া আজি ব্যাকুলিত কার ?
পাবেনা কি পুন দেখা এই চিন্তাগার
এ স্নেহের জোর তুই কেমনে কাটিয়া,

কি সুখে গেলিরে তুই কিসের লাগিয়া ?
তোমারি সুখের লাগি ভাবি অনুক্ষণ—
বৃথায় রহিল পড়ে অতুল যতন
দেখিনিতো তোমা আমি ক্ষণমাত্র তরে
তবুও কাঁদেরে প্রাণ তোমা হেরিবারে।
কেমনে রহিলি সেথা ভুলি অকাতরে
অনন্ত নিদ্রার কোলে ঘুমায়ে গভীরে॥

কুমারী সুনীতি ভাদুড়ী
কেশব ধাম,
বেনারস।

কামনা।

দুখ, ব্যথা, ক্লেশ, যাতনা অশেষ,
নীরবে সহিব আমি,
সবার ভিতরে, মৃদু মধু স্বরে,
আমারে ডাকিও স্বামী।
ও গো বিশ্ব রাজ, তোমারই কাজ,
সাধিতে শকতি দাও,
তোমারি জগতে, সরল সুপথে,
বারেক আশিষি নাও।
দাও জগপতি, সাহস, সুমতি,
সংসার-সাগর মাঝে,
ভক্তি, ভালবাসা, উৎসাহ ও আশা,
সদা যেন বুকে রাজে।
পাপ, মলিণতা, হিংসা, কাতরতা
দূরে সব ভেসে যাক্,
তোমারি চরণে, জীবনে, মরণে
কামনা আমারি থাক।

শ্রীহেমন্ত বালা দত্ত।

১৩।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক ৩৯ নং আণ্টিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

মাদুরে করিয়া গুছাইয়া দিলেন। তথনকার দিনে পাঠশালায় তালপাতার প্রচলন খুবই ছিল। বালকদিগকে প্রথমেই কাগজ ধরান হইত না। কাগজে লেখা সাধারণ ব্যাপার ছিল না, সুকুমারমতি শিশুদিগকে প্রথমে অনেক দিন পর্য্যন্ত তালপাতায় লেখান হইত, হাত সরিয়া আসিলে, কলাপাতা ধরান হইত। কলাপাতায় হাত "পাকিয়া" আসিলে, ভাল দিন দেখিয়া কাগজ ধরান হইত। সেই জন্য তথনকার ছেলেদের হাতের লেখা বড় পরিষ্কার ছিল। এখন পাশ্চাত্য শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বতন নিয়মগুলি ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, কলাপাতা উঠিয়া গিয়াছে। কোন কোন পল্লীগ্রামে এখনও তালপাতার প্রচলন আছে বটে, কিন্তু তাহাও অধিক দিন থাকিবে বলিয়া বিশ্বাস নাই। তথনকার সামান্য গুরু মহাশয়ের পাঠশালার ছাত্রদের যেমন হাতের লেখা ছিল, এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ বি, এ, এম, এ, উপাধিধারী অনেক ছাত্র তেমন লিখিতে পারেন না।

পর দিন পাততাড়ি বগলে, বই হাতে, প্রফুল্লবদন দুঃখীরাম সকলের আগে পাঠশালায় উপস্থিত হইল। পাঠশালায় আসিয়া মাতার উপদেশ মত শিক্ষকগণকে প্রণাম করিল। একটু পরে সূর্য্যকান্ত বাবু আসিলে তাঁহাকেও প্রণাম করিল। সূর্য্যকান্ত বাবু শিক্ষকদিগকে বলিয়া দিলেন, "আপনারা এই বালকটীকে একটু যত্ন করিয়া পড়াইবেন। ইহার জন্য স্বতন্ত্র পারিশ্রমিক পাইবেন।" তাঁহারা একবাক্যে তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। দুঃখীরামের বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ হইল।

অল্প দিন যাইতে না যাইতে শিক্ষকেরা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, অন্য বালকে দুই মাসে যাহা আয়ত্ত করিতে পারে না, এই বালক তাহা পনর দিনে আয়ত্ত করিয়াছে। তাঁহাদের যত্ন উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। দুই তিন বৎসরের মধ্যে দুঃখীরাম পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করিল। সূর্য্যকান্ত বাবু তাহাকে সঙ্গে করিয়া যশোহর লইয়া গেলেন এবং ইংরেজী পড়িবার জন্য তত্রত্য গভর্ণমেণ্ট স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

৪

অধ্যবসায়ী, পরিশ্রমী, ধীরচিত্ত বালক দুঃখীরাম, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে বৎসর বৎসর প্রমোশন্ পাইয়া প্রশংসার সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পনর টাকা বৃত্তি লাভ করিল। এ পর্য্যন্ত সূর্য্যকান্ত বাবু উহার যাবতীয় ব্যয়ভার, বহন করিতেছিলেন। দুঃখীরাম এক্ষণে কাকুতি মিনতি করিয়া তাঁহাকে জানাইল, "ভগবানের আশীর্ব্বাদে ও আপনার কৃপায় আমি এক্ষণে নিজের ব্যয় চালাইতে সক্ষম হইয়াছি, অতএব আমার পরিবর্ত্তে আপনি অন্য কোন অনাথ বালককে প্রতিপালন করিলে ভাল হয়।"

সূর্য্যকান্ত বাবু দুঃখীরামের এই সঙ্গত

কথা শুনিয়া বড় আহ্লাদিত হইলেন ও তাহাকে বলিলেন, "দুঃখীরাম! তোমার কথায় বড় সুখী হইলাম, ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন। তোমার কথাই রাখিলাম। অতঃপর আর তোমাকে সাহায্য করিব না, কিন্তু প্রয়োজন হইলে তুমি অতি অবশ্য আমাকে জানাইও।" দুঃখীরাম তাহাতে স্বীকৃত হইল। সে সূর্য্যকান্ত বাবুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। দুঃখীরাম শৈশবে জননীর নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, বড় হইয়া তাহা এক দিনের জন্যও ভুলিয়া যায় নাই। লেখা পড়া শিখিয়া, মানুষ হইয়া জননীর দুঃখ ঘুচাইব, ইহাই তাহার একমাত্র প্রার্থনা ছিল। এখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, একান্ত অধ্যবসায় দ্বারা শৈশবের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে যত্নবান্ হইল।

এফ্. এ, ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়া দুঃখীরাম দুই একটী প্রাইভেট্ টিউসন সংগ্রহ করিয়া লইল। তাহার আয় এবং বৃত্তির পনর টাকা হইতে নিজের নিতান্ত প্রয়োজনীয় খরচ বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহা মাতার নিকট পাঠাইয়া দিত। দুঃখিনী বিধবার বহুকালের দুঃখরাশির কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হইল। দুঃখীরাম প্রথমে যে টাকা পাঠাইল, ঠাকুর দেবতার পূজা, ভোগ ইত্যাদিতে বিধবা প্রায় তাহার সমস্তই নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। বিধাতার কৃপায় তাঁহার অদৃষ্টগগনের ঘোর তমোরাশি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া আসিতে লাগিল।

যথাসময়ে দুঃখীরাম এফ্. এ. পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পুরস্কার ও বৃত্তি লাভ করিল।

৫

সূর্য্যকান্ত বাবু অনেক দিন দুঃখীরামের সংবাদ পান নাই। প্রথম প্রথম দুঃখীরাম তাঁহাকে পত্রাদি লিখিত, তিনিও তাহার উত্তর দিতেন। কিন্তু প্রায় দুই বৎসর তাহার কোন পত্র বা সংবাদ না পাইয়া তিনি চিন্তিত হইয়াছিলেন। এই অনাথ বালকটীর উপরে তাঁহার কেমন একটা মায়া জন্মিয়াছিল। প্রথম হইতে তাহার প্রতি সূর্য্যকান্ত বাবুর স্নেহ জন্মে, পরে তাহার বিনীত ব্যবহার, অসাধারণ অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতা, তাঁহাকে একান্ত মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি দুঃখীরামকে কোন দিন ভুলিতে পারেন নাই। তাহার বাটীতে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন যে, শেষবার যখন দুঃখীরাম বাটীতে আসিয়াছিল, সেই সময়ে সে তাহার মাতাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে। তাহার পরে আর তাহার কোন সংবাদ কেহ জানে না। মাতা ছাড়া দুঃখীরামের আর কেহই ছিল না।

ক্রমে আরও কতদিন চলিয়া গেল, দুঃখীরাম বা তাহার মাতার কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। সূর্য্যকান্ত বাবু তাহার জীবন সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে লাগিলেন। উত্তরোত্তর তাঁহার সন্দেহ, বিশ্বাসে পরিণত হইতে লাগিল। দুঃখীরামের স্মৃতি সকলের মন হইতে অন্তর্হিত

হইয়া আসিল, কিন্তু সূর্য্যকান্ত বাবু তাহাকে ভুলিতে পারিলেন না। তিনি দুঃখীরামকে প্রকৃতই ভাল বাসিতেন।

৬

ইহার পরে আরও তিন চারি বৎসর কাল অতীত হইয়া গেল। সূর্য্যকান্ত বাবু বৃদ্ধাবস্থায় বাটীতেই অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার উপযুক্ত পুত্রগণ বিষয় কার্য্য দেখেন, তিনি ধর্ম্মচিন্তায়, এবং পরোপকারে সময় কাটাইতেছেন।

কিছু দিন পূর্ব্বে সূর্য্যকান্ত বাবুর অধীনস্থ দুই জন প্রধান প্রজার মধ্যে একটা জমীর দখল লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয় জমীদার বাবু স্বয়ং উপস্থিত হইয়া যেরূপ মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন, বুদ্ধিমান্ ও শিক্ষিত লোক হইলে, সেই মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রজাদ্বয় সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিত। কিন্তু অশিক্ষিত, নির্ব্বোধ প্রজারা জমীদারের মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইল না। তাহাদের মনোমালিন্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। একদিন প্রকাশ্যভাবে উভয় পক্ষের দাঙ্গা হইল, এবং উভয় পক্ষেরই লোক তাহাতে বিশেষরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইল। সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র জমীদার বাবু ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দাঙ্গা মিটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশেষ চেষ্টায়, উত্তেজিত প্রজাগণ ক্ষান্ত হইল বটে, কিন্তু একেবারে নিরস্ত হইল না। তাহারা উভয়পক্ষেই আদালতে বিচারপ্রার্থী হইয়া জেলাকোর্টে আবেদন করিল। সূর্য্যকান্ত বাবু আর তাহাতে বাধা দিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বাধা প্রাপ্ত হইলে ইহারা আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিবে। এরূপ মোকর্দ্দমা গভর্ণমেণ্টের হাতে যাওয়াই ভাল, তাহা হইলে দাম্ভিক মূর্খেরা কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে।

গভর্ণমেণ্ট হইতে ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাবু দুর্গাচরণ রায় সরজমিনে মহেশপুর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্গাচরণ বাবু বয়সে নবীন হইলেও কার্য্যদক্ষতাগুণে অল্প দিনের মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। ইনি কিছু কাল বেহার অঞ্চলে ছিলেন, সম্প্রতি বদলী হইয়া যশোহরে আসিয়াছেন। তাঁহার সেখানে আসিবার অব্যবহিত পরেই, মহেশপুর গ্রামের ফৌজদারী মোকর্দ্দমার তদন্তের ভার প্রাপ্ত হইয়া তিনি অগোণে ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ডেপুটী বাবুকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য কতিপয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক তাঁহার তাম্বুতে আসিলেন, কিন্তু ডেপুটী বাবু কাহারও বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করিলেন না। তিনি সকলকে মিষ্ট কথায় ফিরাইয়া দিলেন। তাঁহার নম্র স্বভাবে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। কেহ তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। সমাগত ভদ্রলোকগণ চলিয়া গেলে দুর্গাচরণ বাবু একজন মাত্র ভৃত্য সমভিব্যাহারে, পদব্রজে জমীদারবাটীতে গমন করিলেন।

সূর্য্যকান্ত বাবু সান্ধ্যোপাসনা শেষ করিয়া সবে মাত্র বাহিরে আসিয়া বসিয়াছেন, এমন সময়ে ডেপুটী বাবু সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়াই, কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া সূর্য্যকান্ত বাবুর পদে প্রণত হইলেন। সূর্য্যকান্ত বাবু বিস্মিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। একজন ভদ্রলোক সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি একটু পূর্ব্বে ডেপুটী বাবুকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত তাঁহার তাঁবুতে গিয়াছিলেন। তিনি সসম্ভ্রমে বলিলেন, "ডেপুটী বাবু যে, বসুন! বসুন!"

সূর্য্যকান্ত বাবুও আগন্তুক ডেপুটী বাবুকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। তখন ডেপুটী বাবু যুক্তকরে, কম্পিত স্বরে সূর্য্যকান্ত বাবুকে উদ্দেশ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেব! আমার যাহা কিছু সমস্ত আপনা হইতেই হইয়াছে। আপনি আমার গুরু, শিক্ষক, উপদেষ্টা, এক কথায় আপনি আমার সর্ব্বস্ব, সাধারণের নিকটে আমি এখন যে নামেই পরিচিত হই, আমি আপনার সেই স্নেহপালিত দুঃখীরাম"। কথাসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ডেপুটী বাবু, পুনরায় সূর্য্যকান্ত বাবুর পদে পতিত হইলেন। সূর্য্যকান্ত বাবু চমকিত হইয়া দুই হস্তে তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন, এবং দুঃখীরামকে চিনিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না, উভয়ের আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সূর্য্যকান্ত বাবু বলিলেন, "দুঃখীরাম! আমি তোমার জন্ত যাহা কিছু করিয়াছি, আজ তোমাকে এমন ভাবে, এমন বেশে দেখিয়া তাহার সহস্র গুণ অধিক ফিরিয়া পাইলাম। তোমার নম্র স্বভাব, তোমার উদার চরিত্র আমাকে একান্ত মুগ্ধ করিয়াছে। তোমাকে আর কি আশীর্ব্বাদ করিব? তোমার সততা, তোমার ন্যায়পরায়ণতা, এবং তোমার অসাধারণ অধ্যবসায় তোমাকে যশঃ ও উন্নতির উচ্চতম শিখরে উন্নীত করিবে সন্দেহ নাই।"

বলা বাহুল্য, নবীন বিচারকের সুব্যবস্থায় অনায়াসেই প্রজাপক্ষের বিদ্রোহদমন হইয়া মহেশপুর গ্রামে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল।

শ্রীহেমাঙ্গিনী ঘোষ,
বারুইপাড়া, খুলনা।

সাধু-দর্শন।

মহাপুরুষের দর্শন সহসা ভাগ্যে ঘটে না, সে আজ অনেক দিনের কথা বলিতেছি, তখন আমার পঠদ্দশা। বৈশাখের প্রখর রৌদ্রের উত্তাপে চপলমতি বাঙ্গালী যুবকের নিকর্ম্মা হইয়া থাকিলে যাহা হয় পরীক্ষা শেষে আমারও তাহাই হইতে লাগিল। কোন রকমে দুরন্ত রৌদ্রে ঘরের মধ্যে চোরের মত আবদ্ধ থাকিয়া নিদাঘের ক্রোধমূর্ত্তি একটু উপশমিত হইলেই বাহিরের পবন-হিল্লোলে আসিয়া গা ঢালিয়া দিতাম। দিন আর কাটে না! ইতিপূর্ব্বে কালেজে যাওয়া ও আসা, ও সন্ধ্যার পরক্ষণেই ক্ষীণ দীপালোকে বসিয়া পাঠাভ্যাস করা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইলেও পলকের মধ্যে দিন গুলা কোথায় চলিয়া যাইত। কিন্তু এখন সবই আছে, অভাব কেবল এক ঘেয়ে রকমের লেখা পড়া। তাহাতেই যেন বোধ হইতেছে জীবনটা কি বিসদৃশ। যাহা হউক, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে আমার দিনগুলা সংসাহিত্যের আলোচনায় প্রধানতঃ কাটিয়াছিল। বন্ধুদিগের সহিত অপরাহ্নে যে সময় গল্প গুজব করিয়া কাটাইতাম সে সময়েও অস্মদ্দেশীয় অনেক মহাপুরুষ লইয়া কথা-বার্ত্তা চলিত। অধীত বিদ্যা ছাড়া এ বিষয়ে আমার আর কোন সম্বল ছিল না, কাজেই বাদানুবাদের মধ্যে বড় বাজারে এক সাধু পুরুষ আসিয়াছেন, এক জন এই সংবাদটি দিলেন। তিনি নিজে তখনও পর্য্যন্ত সাধু দর্শনে যান নাই, তবে তাঁহারই এক নিকট আত্মীয় সেখানে যাতায়াত করেন, তাঁহারই মুখে সাধুর অনেক গুণ-গরিমা শুনিয়াছেন বলিলেন। শুনিয়াই আমার সাধু দর্শনে মন ব্যগ্র হইয়া উঠিল। আমি সাধুর সকল তথ্য অবগত হইবার নিমিত্ত বন্ধুটির সহিত আত্মীয়ের নিকট ছুটিলাম। যাইবার সময় ভাবিলাম হয়ত অসময়ে তাঁহার নিকট যাইতেছি বলিয়া সকল শ্রম পণ্ড হইবে। কিন্তু পরক্ষণেই সেই ইংরাজী বুলি," "when hope is higest help is nighest" মনে পড়িয়া গেল। গতিও কিছু ক্ষিপ্র করিলাম। শেষে যখন আত্মীয়ের নিকট ঈপ্সিত বস্তু পাইলাম তখন আর আনন্দের সীমা রহিল না। পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহার সহিত সাধু দর্শনে যাইব স্থির হইয়া গেল। সে দিন আর বন্ধুদিগের সহিত দেখা না করিয়া সোজাসুজি একেবারে সেই ভদ্রলোকটির বাড়ীতে গেলাম। সেখান হইতে বড়বাজারে ক্লাইব ষ্ট্রীটের এক বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। প্রশস্ত ছাদে বহু লোকের সমাবেশ হইয়াছে। মধ্যে নিবাতনিষ্কম্প পদ্মের ন্যায় এক মহাপুরুষ অর্দ্ধ নগ্ন অবস্থায় বসিয়া আছেন।

মুখে কথা বড় কমই ফুটিতেছে, যেখানে উত্তর না দিলে নয় সেই খানেই উত্তর দিতেছেন। সেই বিপুল জনবূহের মধ্যে পার্থিব ভাব আদৌ চক্ষে পড়িল না। কেমন একটা ঐশী প্রভাব সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল যে তাহা আর বলা যায় না। সেই মহাপ্রাণের নিকট সকলেই আপনাকে তুচ্ছ মনে করিতেছেন, আর মানবের যাহা কিছু জারীজুরী সবই যেন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। কি সুন্দর দৃশ্য, জীবনে এ পুণ্য স্মৃতি কখনই লুপ্ত হইবার নহে।

সাধুটীর নাম, "পাওহারী বাবা।" সেখানে অনেকেই ছিলেন, তন্মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ ডন্ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। সতীশ বাবু তখন ছাত্র জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। কথায় কথায় তাঁহার নাম হইতেই সাধু তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "যে সতীশ বাবু হ্যায় ও তো বালযোগী হ্যায়?" আমি নিতান্ত অপরিচিত বলিয়া আমাকে কাছে বসিবার জন্য অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। আমিও র‍্যাফেলের সৌন্দর্য্য চিত্রের ন্যায় স্থির নেত্রে তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম। উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে অনেক কথা কহিতেছিলেন, কথা প্রসঙ্গে বৈরাগ্যের কথা উঠিল। প্রশ্ন হইল, গৃহীর বৈরাগ্যের আবশ্যকতা আছে কি না? এই বারে সাধুটি মুখ খুলিলেন। তাঁহার উপদেশের মর্ম্মগুলি যতদূর আমার মনে পড়িতেছে, তাহা স্থূলতঃ এই।—

বৈরাগ্য মানুষের জীবনে একেবারে ফুটিয়া উঠে না, দেখিয়া শুনিয়া ঠেকিয়া শিখিয়া এ ভাব অঙ্কুরিত হয়। বালক ক্রীড়ণক লইয়া খেলা করিতেছে, সহজে তাহার খেলার সামগ্রী হস্তচ্যুত করে না। আবার উহা কাড়িয়া লইলে সে কাঁদিয়া উঠে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, নির্ম্মল-হৃদয় বালকের এ ভাব আদৌ বৈরাগ্য নহে। বালক তখনও জানে না যে খেলনাটি তাহার, সে ও কথা বুঝে না। তবে তাহার আয়ত্তাধীনে আছে বলিয়া সে উহা ছাড়িতে নারাজ। প্রকৃত বৈরাগ্যের মধ্যে কোন রকম মাপকাটি থাকিতে পারে না। এ জিনিসটি ক্ষুদ্র, অতএব উহার মায়া ত্যাগ করিতে পারা যায়, উহা মহৎ, কাজেই উহার মায়া ত্যাগ করিতে পারা যায় না, এ ভাবনা বৈরাগ্যের ভাবের মধ্যে স্থান পায় না; সেখানে ক্ষুদ্র মহৎ সব সমান হইয়া যায়। তবে সংসারের ঘাত প্রতিঘাত না পাইলে এ ভাবের লক্ষণগুলি ফুটিয়া উঠে না। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও সিদ্ধার্থ মানবকে কেমন সুন্দরভাবে আত্মত্যাগ শিখাইলেন। উহার তুলনা মর্ত্ত্য জগতে অতি বিরল। ইহাই প্রকৃত বৈরাগ্য। কিন্তু, তাই বলিয়া মানুষকে যে সংসার-ত্যাগী হইতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই।

সিদ্ধার্থের সিদ্ধি লাভের পথে দুরন্ত বাসনা গুলি অন্তরায় হইয়াছিল বলিয়াই তিনি সংসারের বাহিরে আসিয়া সাধনা করিতে লাগিলেন। সকলের কর্মক্ষেত্র এক নহে, তবে সাধনা সকলেই করিতেছেন, কেহ বা সংসারের মধ্যে থাকিয়া, কেহ বা উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া। প্রকৃত বৈরাগ্য আনিতে গেলে আশা উন্মূলিত করিতে হইবে। বড় দুঃখেই মাইকেল গাহিয়াছিলেন, "আশার ছলনে কি ফল লভিনু হায়।" এ জগতে সম্পূর্ণতা নাই, আশার পূরণ নাই, মনের আশা মনেই থাকিয়া যায়, অবশেষে নৈরাশ্য সাগরে সুন্দরী আশা-প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে হয়। এইজন্য মনের উল্লাস বা প্রকাশ যত না হউক, উহার প্রশমন বা শান্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সাধনায় আমাদের জয়ী হইতে হইবে। মনঃসংযম বিনা সীমাবদ্ধ জীবের মোক্ষ হয় না। কথাটি শুনিবামাত্র কবিবর নবীনচন্দ্রের "অমিতাভ" কাব্যের ছত্রগুলি আমার মনে পড়িয়া গেল। সেখানে কবি এ ভাবটি বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন !

"কেবল ভোগ পুষ্পে মধুপমত্ত করিলি চয়ন
ইন্দ্রিয়ের সুখমধু! কই তৃপ্তি কোথা ?
মত্ত তিমিরেরি মত্ত সম্ভোগ সাগরে
কি ক্রীড়া না করিলাম হায়! এতদিন ?
কই তৃপ্তি কোথা ?—
আছে শান্তি আছে সুখ
ভোগ দাবানল হ'তে হইতে উদ্ধার।
জন্ম, জরা মরণের দুঃখ পারাবার
হইতে উত্তীর্ণ হ'তে আছে মুক্তি পথ "

সাধুজি আবার আরম্ভ করিলেন! বৈরাগ্য ভিন্ন শান্তি নাই। আমাদের দেশের রমণীকুল বৈরাগ্যের জলন্ত আদর্শ। তাঁহারা আপনি না খাইয়া পুত্র বা স্বামীকে খাওয়ান, কিন্তু, তাই বলিয়া যত দুঃখের বোঝা তাঁহাদের স্কন্ধে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না। এ বিষয়ে পুরুষেরই পথপ্রদর্শক হওয়া উচিত।

কর্ত্তব্যকর্ম্মে ঔদাসীন্য প্রকাশ ও বৈরাগ্য এক কথা নহে। প্রথমটি আলস্য ও চিন্তাহীনতার ফল বলিয়া উহাতে মনুষ্য ও সমাজ নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু, বৈরাগ্যে আবার বিশেষত্ব আছে, সকল রকম বৈরাগ্য অপেক্ষা ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তিতে বৈরাগ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ধর্ম্মজগতে উহার মূল্য এত অধিক।

ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তিতে বৈরাগ্যযুক্ত অথচ কর্ত্তব্য কর্ম্মে উৎসাহপূর্ণ লোকেরাই বিশ্বজয়ী হন, তাঁহাদের জয় সর্ব্বত্র। সংসারে থাকিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মে ঔদাসীন্য দেখাইয়া বৈরাগ্যের পথ উন্মুক্ত হয় না, তাহাতে যেন ষোল আনাই পাপ, পুণ্যের ভাগ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই সংসারী জীবকে কর্ম্মের মধ্য দিয়া বৈরাগ্যপথ ধরিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু, এপথে উদ্যমবিহীন হইলে চলিবে না, অন্যথা হইলেই সাধনায় বিপত্তি ঘটিবে।

"আরভেতৈব কর্ম্মাণি শ্রান্তঃ শ্রান্তঃ
পুনঃ পুনঃ।

কর্ম্মাণ্যারভমানং হি পুরুষং শ্রী
নিষেবতে॥" মনুঃ

পুনঃ পুনঃ শ্রান্ত হইয়াও কর্ত্তব্যকর্ম্ম আরম্ভ করিবে। যিনি এইরূপে কার্য্য করেন, শ্রী তাঁহাকে সেবা করে।

বৈরাগ্য সম্বন্ধে সাধুজি সেদিন এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, আমরাও রাত্রি অধিক হওয়ায় উঠিয়া পড়িলাম। পথে নানারূপ ভাবনা আসিয়া জুটিল, কিন্তু মহাপুরুষের বাণীগুলি তখনও হৃদয়তন্ত্রীতে যেরূপ ভাবে আঘাত করিতেছিল, আজ এতদিন পরে এখনও সেইরূপ ভাবে বাজিতেছে। সাধু দর্শনের লাভই এইটুকু।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষ।

অগ্নি-পরীক্ষা।

প্রাচীন ভারতে আর্য্যদিগের রাজত্ব-কালে অগ্নি পরীক্ষা দ্বারা সতীত্ব প্রমাণিত হইত। সীতার অগ্নি-পরীক্ষার কথা সকলেই অবগত আছেন। সীতার ন্যায় সতী বিরল হইলেও অদ্যাপিও অগ্নি-পরীক্ষা দ্বারা ভারতের কোন কোন স্থানে সতীত্ব পরীক্ষা হইয়া থাকে। পাঞ্জাবে শিয়াল কোর্ট প্রদেশে একটী জাতি বাস করে, তাহাদের মধ্যে অগ্নি-পরীক্ষা-প্রথা প্রচলিত আছে। সতীত্ব ধর্ম্মের প্রতি তাহাদিগের প্রগাঢ় অনুরাগ। সতীত্ব ধর্ম্ম ভ্রষ্ট কোন নারীকেই তাহারা বিনাদণ্ডে অব্যাহতি দেয় না। কিছু কাল পূর্ব্বে লাহোরস্থ সিবিল এণ্ড মিলিটরি গেজেটে এতদ্বিষয় ঘটিত একটী অপূর্ব্ব ঘটনার কথা প্রকটিত হইয়াছিল, আমরা পাঠিকাদিগের জ্ঞাপনার্থ তাহার সারাংশ প্রকাশ করিলাম। একদা একটী যুবতী কন্যা হঠাৎ শ্বশুরালয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাহার পিতাকে নিবেদন করে যে তাহার স্বামী বিষয় কার্য্যোপলক্ষে দূরদেশে অবস্থিতি করিতেন, সম্প্রতি বাটীতে আসিয়াই তাহাকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছেন। তিনি মিথ্যা সংশয়ের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার অযথা অপবাদ দিতেছেন, কিন্তু সে বাস্তবিক নিরপরাধিনী। পিতাকন্যার দুঃখে দুঃখী হইয়া মহাক্ষুব্ধ হইলেন এবং আপনাকে অবমানিত বোধ করিয়া তাহাদের দলপতির নিকট জামাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। এরূপ অপবাদ তাহাদিগের মধ্যে অত্যন্ত ঘৃণিত ও নিন্দার্হ। দলপতি মহাশয় সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কন্যার স্বামী ও তাহার আত্মীয়বর্গকে এবং কন্যা ও তাহার পিতাকে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। যথাসময়ে সকলে উপস্থিত হইলে, স্বামী ও তৎপক্ষীয় লোকেরা কন্যার অসচ্চরিত্রের কথা উত্থাপন করিল এবং স্পষ্ট করিয়া বলিল যে অসতী ও

কুচরিত্রাকে তাহারা কখনই বাটীতে রাখিতে পারে না। ইহাতে তাহাদের বংশের অমর্য্যাদা ও কুলের কলঙ্ক হইবে। কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে সাশ্রু-মুখী হইয়া আপনাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করে এবং তদর্থে যে কোনও পরীক্ষার ব্যবস্থা হইবে তাহা সে প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত আছে। ইহাতে দলপতি উভয় পক্ষের সম্মতি লইয়া প্রচলিত অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। এক হস্ত লম্বা ও অর্দ্ধ হস্ত চৌড়া এক খণ্ড লৌহ প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া রক্তবর্ণ করা হইল। কন্যা ইত্যবসরে স্নাত ও পবিত্র হইয়া শুভ্র ধৌত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পরীক্ষার্থ প্রস্তুত হইলে, তাহাকে উক্ত উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড অগ্নি হইতে হস্ত দ্বারা উত্তোলন ও ধারণ করিয়া নিকটস্থ তৃণরাশির উপর নিক্ষেপ করিতে আদেশ করা হইল। কন্যা প্রথমতঃ যেন কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছিল বোধ হইল, কিন্তু বাস্তবিক তখন সে ইষ্টদেবতার জপ করিতেছিল। তৎপরে অবলীলাক্রমে জলন্ত লৌহপিণ্ড হস্তে গ্রহণ করিয়া সে দর্শকদিগকে প্রদর্শন পূর্ব্বক তৃণরাশির উপর নিক্ষেপ করিল। তৃণরাশি তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল। কন্যা সোৎসুকনেত্রে দলপতি ও পতির প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। প্রায় পাঁচশত দর্শকের সমক্ষে অগ্নিপরীক্ষা গৃহীত হয়, সকলেই কৌতুকাবিষ্ট হইয়া স্থির ভাবে দর্শন করিতেছিল। পরে কন্যার হস্ততল পরীক্ষা করিয়া সামান্য দাগমাত্রও দেখিতে না পাইয়া সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইল। কন্যা সতী বলিয়া প্রমাণিত হইল, স্বামীও আগ্রহের সহিত তাহাকে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু দলপতি মহাশয় এইরূপ অন্যায় অভিযোগ ও কন্যার অকারণ মনঃকষ্টের জন্য স্বামীর দশ টাকা অর্থ দণ্ড করিলেন। এরূপ অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা সতীত্ব প্রতিপন্ন করা কেবল ভারতেই সম্ভব।

গিলিয়ান সিটনের উত্তরাধিকারিত্ব।

মিসেস থরসবাই—এক্ষণে বেলা কত, মিস্ এডাম?

গিলিয়ান—চারিটা বাজিতে পনেরো মিনিট।

মিসেস থরসবাই—আমার নাতি এলান থরসবাই কয়টার ট্রেণে আসিতেছেন?

গিলিয়ান ধৈর্য্যের সহিত উত্তর করিল "সাড়ে তিনটার ট্রেণে তিনি আসিতেছেন।" এলান থরসবাইয়ের পিতামহী বাড়া পঞ্চাশ বার এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গিলিয়ানকে উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছিলেন। কিন্তু গিলিয়ান প্রত্যেক

বারই ধৈর্য্যের সহিত তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া আসিতেছিল। গিলিয়ান এলান থরসবাইকে এ পর্য্যন্ত দর্শন করে নাই। তিনি একণে কোনও জেলার এলাকাধীন এক নগরে কৃষি প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইবার ইচ্ছায় এক সপ্তাহের জন্য বাটী হইতে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই দিন অপরাহ্নে তাঁহার বাটী প্রত্যাবর্ত্তনের কথা ছিল। ঘটিকা যন্ত্রে তখন সাড়ে তিনটা বাজিয়াছিল। সেই দিনই তাঁহার বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। যতই তাহার বাটী পৌঁছিবার নিকট হইয়া আসিতেছিল, ততই গিলিয়ানের ভয় অথচ তাহাকে দেখিবার ঔৎসুক্য বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল। এই সময় নর্টনহলের প্রাঙ্গনে শকটের চক্রধ্বনি শ্রুত হইল, এবং আপাদ মস্তক ম্যাকিনটোস কোটে আবৃত-দেহ একজন সুশ্রী যুবক বসিবার গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কোটের উপর তুষারবিন্দুগুলি হিরকের ন্যায় ঝলমল করিতেছিল। তিনি তুষার খণ্ডগুলি কোট হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রসন্ন বদনে তাঁহার পিতামহীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—এই স্যাঁতসেতে বর্ষাকালটাতে কেমন আছ ঠাকুরমা?

মিসেস থরসবাই মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন—বৎস, আমি বেশ ভাল আছি। তোমার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। তোমার ফিরিতে এত অধিক বিলম্ব হইল কেন? সচরাচর তুমিত কোন স্থানে যাইলে ফিরিতে এত বিলম্ব কর না।"

এলান থরসবাই উচ্চ হাস্য পূর্ব্বক উত্তর করিলেন—"কই? আমার ত মনে হয় না যে আমার ফিরিতে অধিক বিলম্ব হইয়াছে।

যখন বৃদ্ধা পিতামহীর উপর ঝুকিয়া পড়িয়া এবং তাঁহাকে চুম্বন করিয়া এলান থরসবাই এই কথা গুলি বলিলেন তখন গিলিয়ানের মনে হইল যেন এই কণ্ঠস্বর তাহার পরিচিত। কিন্তু তাহার পর তাহার মনে এই ধারণা জন্মিল যে ইহা তাহার একটা ভুল ধারণা মাত্র। কেন না এই নর্টনহলের অধিশ্বরের সহিত পূর্ব্বে কোথাও তাহার সাক্ষাৎ ঘটা অসম্ভব। যখন এলান থরসবাই সেকে এই প্রশ্ন সূচক ভাবে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন সে চমকিত হইয়া উঠিল। সত্যইত এই শ্যামবর্ণ ধুসর চক্ষু যুবক তাহার সম্পূর্ণ পরিচিত। ইনিই হাইডপার্ক গার্ডেনের স্যার আরবুথনটের ভ্রাতষ্পুত্র। সে ইঁহারই হস্তে রাস্তায় কুড়ান পকেট বই খানি অর্পন করিয়াছিল। সে তৎপরে বিনম্র স্বরে বলিল—আপনি? আমি জানিতাম না, এবং কল্পনাও করি নাই যে আপনি নর্টনহলের অধিশ্বর। এলান থরসবাইয়ের আননে আনন্দের জ্যোতি উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। গিলিয়ানের দিকে হস্তপ্রসারিত করিয়া তিনি বলিলেন—

যথার্থই আপনাকে এখানে দর্শন করা একটি অপ্রত্যাশিত আনন্দের বিষয়। যখন আপনি আমার পিতৃব্যের পকেট বই খানি আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন, তখন আপনার ঠিকানা না জানিয়া লওয়ার জন্য তিনি আমাকে অত্যন্ত দোষ দিয়াছিলেন। এই পকেট বই খানি তাঁহার নিকট অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি স্বয়ং আপনাকে ধন্যবাদ দিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছিলাম যে আমি আপনার ঠিকানা জানিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি ঠিকানা প্রদান করিতে অস্বিকার করিয়াছিলেন।

এই কথা বলিয়া যখন এলান থরসবাই গিলিয়ানের সহিত হস্ত বিকম্পন করিবার জন্য তাহার হস্ত গ্রহণ করিলেন, তখন গিলিয়ান সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—"আপনি অত্যন্ত দয়ালু-চিত্ত। সেই সামান্য বিষয়ের জন্য ধন্যবাদ প্রদানের কি আবশ্যক?"

মিসেস থরসবাই এই সময় গিলিয়ানের এই কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—এলান, ইনি মিস এডাম। এখানে মিস বারটনের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। এলান থরসবাই তাঁহার পিতামহীর কথার উত্তরে বলিলেন—"ঠাকুর মা, আপনি নিশ্চয়ই ইহাঁকে পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছেন?

তৎপরে গিলিয়ানের দিকে এক খানি ইজিচেয়ার প্রসারিত করিয়া দিয়া বলিলেন "আমি—আপনাকে আর দাঁড়করাইয়া রাখিতে চাহিনা। অনুগ্রহ করিয়া আপনি উপবেশন করুন।

এই কথা বলিয়া এলান থরসবাই স্বয়ং অন্য এক খানি চৌকিতে উপবেশন করিলেন। এই সময় তাঁহার পিতামহ বলিলেন—"এই ঠাণ্ডায় এতদূর আসিবার দরুণ নিশ্চয়ই তুমি শ্রান্ত হয়েছ। চায়ের আয়োজন করা যাক"।

এলান বলিলেন—"হাঁ! চা আনয়ন করিবার আজ্ঞা করুন।

যখন গিলিয়ান টেবিলে চা বন্টন করিতেছিল, তখন তাহার মন অনেকটা শূন্য হইয়াছিল। এলান থরসবাইয়ের অমায়িক পরিচিতের ন্যায় ব্যাবহারে তাহার এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে সে সহজে ইহাঁর সহিত বন্ধুতা সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইবে, এবং তাঁহার যে সম্পত্তি সে অপহরণ করিয়াছে তাহার অংশ গ্রহণ করাইতে সে তাঁহাকে সম্মত করিতে পারিবে। তৎপরে এলান থরসবাই তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে আপনার সঙ্গে এইরূপে সাক্ষাৎ ঘটিবে। আমি আমার পিতৃব্যকে জানাইব যে আপনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।"

গিলিয়াণ অপ্রতিভ স্বরে বলিল—"অনুগ্রহ করিয়া সার আরবুথনটকে আমার বিষয় কিছু বলিবেন না। সেই রাত্রির কথা স্মরণ করিলে আমার অত্যন্ত ঘৃণা উপস্থিত হয়। আমি সে সময়ে

অত্যন্ত দরিদ্র ছিলাম। আমি আশা করি যে আপনি কিছু মনে—"এলান থরসবাই তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—আমার পিতৃব্যের পক্ষে ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে আপনি তাঁহার পকেট বই খানি কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। গিলিয়ান অত্যন্ত অপ্রস্তুত বোধ করিতে লাগিল, এবং মিসেস থরসবাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল "মিসেস থরসবাই আপনি যে লেসটা আজ রাত্রিকালে সেলাই করিতে বলিয়াছেন তাহা হেন্‌সনকে আমাকে প্রদান করিতে অনুগ্রহ করিয়া আদেশ করুন।"

মিসেস থরসবাই উত্তর করিলেন—"হাঁ, আজ রাত্রিকালে সেই লেসটা আপনাকে প্রদান করিবার জন্য হেনসনকে বলিয়াছি। তৎপরে এলান থরসবাইকেও আসন ত্যাগ করিতে দেখিয়া বলিলেন—এলান, তুমিও যাইতেছ না কি?

এলান থরসবাই তাঁহার পিতামহীর কথার উত্তরে বলিলেন—"হাঁ। কিন্তু কেবল মাত্র দু এক মিনিটের জন্য। ছুটি ছুটিবার সময় হইয়াছে। একবার দেখিতে হইবে গোয়ালারা কি করিতেছে।"

তৎপরে গিলিয়ানের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—তবে সেই রাত্রির কথা কি আপনার একটিবারও স্মৃতি পথে উদিত হয় না?"

গিলিয়ান কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"কই না। আমার ত একবারও সে রাত্রির কথা স্মৃতি পথে উদিত হয় না।"

এলান থরসবাই মৃদু হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন—বাস্তবিক ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। আমার ত সে রাত্রির কথা আমার জীবনের একটি সুখের স্মৃতির ন্যায় অহরহ আমার স্মৃতিপথে জাগ্রত হইয়া রহিয়াছে।

লজ্জাবতী বসু।

যামিনীর আত্মকথা।

আমি যে বই লিখিয়া নাম কিনিব এ আমার উদ্দেশ্য নহে। আমিত একজন বিদুষী রমণী নহি। আমাদের লেখাপড়া শিক্ষার সময় মেয়েদের স্কুল কলেজে গিয়া ডিগ্রী লওয়ার প্রথা ছিল না। অতএব আমার শিক্ষা নিতান্ত অল্প। তবে যে এই কাহিনীটি লিখিতেছি ইহা কেবল মানবহৃদয়ের নিতান্ত বেদনার পীড়া মাত্র। এই করুণ রসের আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া কেহ তৃপ্ত হইবেন কিনা জানি না। আমি জন্মদুঃখিনী, আমার নিবাস এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষের শ্যামল বঙ্গের স্নিগ্ধ গৃহে বটে। পিতামহ সামান্য গৃহস্থ ছিলেন

তথাচ তাঁহার কোন অভাব ছিল না। বাড়ীতে নিত্য ক্রিয়া কর্ম্ম, দেশে দুর্গোৎসব হইত। অতিথি অভ্যাগত আসিলে ফিরিয়া যাইত না, যথারীতি সমাদরে তাহাদের সেবা হইত। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে আমাদের ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিল। রোগ শোকের আক্রমণে, পিতামহ একমাত্র পুত্র লইয়া পশ্চিমে পলাইয়া গিয়া কোন এক পুণ্যতীর্থে বাস করিতে লাগিলেন।

নূতন স্থানে আসিয়াও তাঁহার একটি সামান্য চাকরীর যোগাড় হইল। কিন্তু তাহাতে সমস্ত পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত না, এজন্য তথনকার যত বুদ্ধি ও ক্ষমতা ছিল, তদ্দ্বারা তিনি তাস তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করিবেন এই স্থির করিলেন।

এক এক জোড়া তাস এক টাকায় বিক্রয় হইত বটে, কিন্তু তিনি বড় সুবিধার লোক ছিলেন না, এই কারণে সংসারে সুখ ছিল না। কিন্তু তাহার স্ত্রী বড় বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন, তিনি অবস্থার মত চলিতে জানিতেন। কখন কেহ তাঁহার অভাব টের পাইত না। এই অনাটনের মধ্যে থাকিয়াও তিনি ছোটখাটো একখানি বাড়ী কিনিলেন। ইহার পরে ক্রমে ক্রমে তিনি আরও পুত্র কন্যা লাভ করিলেন, আমার পিতা তাহার মধ্যে একজন। কিন্তু কৃতান্তের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। বারম্বার আঘাত পাইয়াও তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই। তিনি বিপদে স্থির হইয়া পুত্রগণের শিক্ষার জন্য সচেষ্ট হইলেন।

ক্রমে দেখিতে দেখিতে আবার গ্রহ সুপ্রসন্ন হইল। বড় ছেলেটির একটি চাকরী হইল। ছোটগুলি লেখা পড়া শিখিতে প্রবৃত্ত হইল। আমাদের সমাজে শিক্ষা সম্বন্ধে যত না সতর্কতা থাকুক, আচার ব্যবহার ও সংস্কার যথাসময়ে না হইলে নিশ্চয় প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে, এ আশঙ্কা পিতা মাতার যথেষ্ট থাকে।

পিতামহী ঠাকুরাণী পুত্রগণের বিবাহের জন্য সমুৎসুকা হইতেন। কিন্তু আমার পিতা বড় স্বাধীনচেতা ছিলেন, তিনি মাতাকে জানাইলেন যে "এক লক্ষ টাকা উপার্জ্জন না করিয়া বিবাহ করিব না"।

ইতিপূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ দারগ্রহ করিয়াছিলেন, অল্পদিন পরে তাঁহার একটি কন্যা সন্তান জন্মিল বটে, কিন্তু মাতা ও পুত্রী উভয়ে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এই দুর্ঘটনায় জ্যেষ্ঠ তাতের চিত্ত-বিকার ঘটিল। তিনি গৃহ পরিজন ত্যাগ করিয়া পাঞ্জাব অঞ্চলে গমন করিলেন। বিধাতার কৃপায় তথায় একটি উপায় হইল, তদ্দ্বারা সুন্দররূপে জীবিকা অর্জ্জন হইতে লাগিল। এই সময়ে আমার পিতার অতিশয় সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইল, এই সংবাদে তাঁহার অগ্রজ ব্যস্ত হইয়া ভ্রাতাকে দেখিতে আসিলেন। ঈশ্বর-কৃপায় সে যাত্রা পিতা রক্ষা পাইলেন।

একদিন প্রাতঃকালে পিতা শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার দুই একটি বন্ধু তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। সে দিন ফাল্গুনী দোল পূর্ণিমার উৎসব,

সেজন্য তাঁহার মাতা নারায়ণের পূজার আয়োজনে ব্যস্ত আছেন। আগন্তুক বন্ধুবর্গকে যথারীতি আহারাদি করান হইল। আমার পিতা তখন স্বীয় অগ্রজকে কহিলেন "দেখুন দাদা গোপীনাথের মত আমাকে একটি সার্ট করিয়া দিন"।

তাহার অগ্রজ কিছু কর্কশস্বরে উত্তর দিলেন "হাঁ এখনি অত সখ্ করে না, আগে টাকা আন"।

আমার পিতার তখন সবে ১৪ বৎসর বয়স, তাহাতে দুর্ব্বল শরীর। ভ্রাতার এই নীরস স্নেহহীন বাক্যে নিরাশ হইয়া তিনি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিয়া গেল।

অনেক সময়ে মানুষের দুঃখই সুখের কারণ হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বাক্যগুলি পিতার হৃদয়ে খোদিত হইয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, বাস্তবিক আমার কি উপার্জ্জনের সময় হয় নাই, দেখিব চেষ্টার অসাধ্য কি আছে?

সে দিন হইতে তাঁহার বাল্যচাপল্য ঘুচিয়া গেল, লেখা পড়াতে মন নাই, কেবল অহরহ অর্থ চিন্তা। বাড়ীতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কেবল স্কুলের হেডমাষ্টারকে কহিলেন। "মহাশয় আপনি আমাকে নিতান্ত স্নেহ করেন, সেই সাহসে আপনাকে কিছু বলিতে চাই"। হেডমাষ্টার অতি সৎপ্রকৃতির লোক ছিলেন, পিতার বিষণ্ণ মুখের প্রার্থনায় তাঁহার চিত্ত দয়ার্দ্র হইয়া উঠিল। পিতার হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে কাছে বসাইয়া পিঠে হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে তিনি কহিলেন "কি চাও বাপু বলত"।

(ক্রমশঃ)

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষার ফল।

নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ইংরাজী অনার॥

দ্বিতীয় বিভাগ।

হানা গুহ—ডাইওসিসন।

লউড জোনা—প্রাইভেট।

ষ্টেলা বসু—ডাইওসিসন।

গার্টুডক্লারিস রাহা—ডাইওসিসন।

পারদর্শিতার সহিত।

সিসিলিয়া কর্ণেলিয়স—প্রাইভেট।

গিলডেনমিল্লিমেন্ট—ডাইওসিসন।

আইরিণ মিত্র— „

নাথানিয়্যাল উইলহেলমিন— „

পাশ লিষ্ট।

সুশীলা বাগচী—ডাইওসিসন।

ভক্তিলতা চন্দ—প্রাইভেট।

বিনয়িনী দাস— „

অমলা দাস—বেথুনকলেজ

শৈলজা চৌধুরী—প্রাইভেট।

সরোজিনী দত্ত— „

স্বর্ণপ্রভা দত্ত—বেথুন কলেজ।

লাবণ্যবালা ঘোষ বেথুন কলেজ।
ক্ষেমদা রায়—
আশালতিকা হালদার—প্রাইভেট
সিকুইরা লুসী—বেথুনকলেজ

এ বৎসর কুড়িজন বঙ্গমহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে চারি জন ইংরাজী সাহিত্যে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং পারদর্শিতার সহিত চারি জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অবশিষ্ট বার জন পাশকোর্সে পাশ হইয়াছেন। গত বৎসর ছয় জন বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। আগামী বর্ষের অপেক্ষা এ বৎসর চৌদ্দ জন অধিক উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে, দিন দিন শিক্ষার প্রতি মহিলাদিগের অনুরাগ বৃদ্ধি হইতেছে। এই শিক্ষার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি ও উন্নতিতে অতি আনন্দের ও আশার বিষয় এই যে, যে সকল মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন ইহাঁদের দ্বারা দেশের উন্নতির সাহায্যের অনেক আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষিতা মহিলারা ডাক্তারী এবং শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য ব্যতীত অন্য কার্য্যে যাইতেছেন না। এতদ্ভিন্ন অনেক বিষয় আছে যাহাতে ইহাঁদিগের সাহায্য আবশ্যক। আমরা আশা করি মহিলারা ক্রমে দেশের সকল কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিবেন।

হাঁসপাতালের রোগীদিগের ভোজ—কুচবিহারের মহারাণী হাঁসপাতালের রোগীদিগকে বিগত ২৫শে জুন উপাদেয় খাদ্যাদি দ্বারা পরিতুষ্টরূপে ভোজন করাইয়াছেন। সদ্দয়া মহারাণী প্রতি বৎসরই রোগীদিগকে এইরূপে ভোজন করান।

পরলোকগমন—আমরা অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিগত ১৪ই জুন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি বহুকাল অবধি রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মোৎসাহ কমে নাই। এই রুগ্নদেহে বৃদ্ধাবস্থাতেও যুবার ন্যায় তেজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। বিশ্বপিতা প্রিয়সন্তানকে তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দান করুন।

মুসলমান যুবকদিগের জন্য জুবিলী ইনষ্টিটিউশন প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ ন্যায়েক ও কলিকাতা মিউনিসিপালিটির অন্যতম কমিশনার নবাব বদিরুদ্দিন হাইদার খাঁ বাহাদুর, মুসলমান সমাজের এই দুই জন বিখ্যাত ব্যক্তিও ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

তুরস্কের ষড়যন্ত্রকারীদিগের দণ্ড—তুরস্কের ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে অনেকেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ বিচার সাধারণের মনে ন্যায়সঙ্গত হয় নাই এইরূপ ধারণা হইয়াছে। শুনা যাইতেছে এই কারণে তুরস্কে পুনরায় ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা হইতেছে।

ডিউক অব কনট্‌—ক্যানাডার গবর্ণরজেনারেল ডিউক অব কনট্‌ আরও এক বৎসর এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছে।

ভিক্ষুক।

ভিক্ষুক দাঁড়ায়ে আজি জগতের দ্বারে
শূন্য ঝুলি নিয়ে করে,
ক্ষুধা তৃষ্ণায় মাথা ঘোরে।
কে গো দিবে মুষ্টি ভিক্ষা? ডাকি গো কাতরে,
নাহি যে গো কানা কড়ি
নিঃসম্বল এ ভিখারী,
তাই হায়! মুখ চেয়ে ফিরি দ্বারে দ্বারে।
নাহি কো বিশ্বাস ক্ষুধা
ভক্তি অন্ন, প্রেম সুধা,
শূন্য এ হৃদয় ঝুলি, কি করি উপায়?
নাহি পেলে অন্ন জল
কেমনে বাঁচিব বল?
তাহে যে বিষম ব্যাধি, প্রাণে বাঁচা দায়!
ক্ষুদ্রহ আমিত্ব রোগে,
আমার কুপথ্য ভোগে
হয়েছে সংশয় প্রাণ, নাহি প্রতিকার!
জীর্ণ দেহ এ সাধন
করে বুঝি পলায়ন
দেখ তাহে হইয়াছে স্বার্থের বিকার!
করিও না অবহেলা
ভিক্ষা দেহ এই বেলা,
পারি না দাঁড়াতে আর হয়েছি বিকল।
যদিও অসাধ্য জানি
তবু শুনে দৈব-বাণি
নির্জীব জীবন কিছু হয়েছে সবল।
জগতের পদরেণু
মাখিলে এ ভগ্ন তনু
হইবে আরোগ্য নাকি আসিয়াছি তাই।
তোরা হয়ে কৃপাবান্
নাহি দিলে পদে স্থান
এ অধম অগতির গতি আর নাই।
দেহ গো এ দীনে অন্ন
খুঁজিয়াছি তন্ন তন্ন
নাহি পেয়ে মুষ্টিমেয় দুঃখ হতাশায়,
হইয়াছি ম্রিয়মাণ
এ মুমূর্ষে প্রাণদান
কর আজি কৃপা করে রাখ পদছায়,
ভিক্ষা ঝুলি নিয়ে করে ভিক্ষুক দাঁড়ায়।

শ্রীঅম্বিকা সেন।

সংসারে রমণীর অধিষ্ঠান।

সংসারক্ষেত্রে রমণীর অধিষ্ঠান কোথায়? কোন মহাত্মা বলিয়াছেন—"রমণী দুর্গম পর্ব্বতে শীতল নির্ঝরিণী, মরুভূমে পান্থপাদপ।" এই পরীক্ষাপূর্ণ

দুর্গম জীবন-পথে চলিতে চলিতে মানুষকে কতই শ্রান্ত ক্লান্ত ও নিরাশার গভীর অন্ধকারে পড়িতে হইতেছে। কত বাধা ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া হৃদয় ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে, ইহার কি শান্তি নাই?—শান্তি আছে ঐ শীতল নির্ঝরিণী সম স্নেহময়ী রমণীর নিকট। পরিশ্রান্ত পিপাসার্ত্ত, দুঃখ-তাপে তাপিত মানবের জন্য স্নেহময়ী রমণী সকল-তাপ-হারি কোমল হৃদয় লইয়া সেবা-হস্ত প্রসারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। অন্যের সুখ শান্তির জন্য নিজের সুখ শান্তি চিরতরে বিদায় দিয়া আপনাকে বিস্মৃত হইয়াছেন।—শ্রান্ত, ক্লান্ত মানব তাই আত্মত্যাগিনী রমণীর নিকটে আসিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া যায়। সেই জন্যই মহাত্মারা বলিয়াছেন "দুর্গম পর্ব্বতে শীতল নির্ঝরিণী, রমণী, মরু-ভূমিতে পাদপাদপ, রমণী"। সকল সুখ-দাত্রী এই যে রমণী, সংসারে ইহার স্থান কোথায়? ভারতের ঋষিগণ ইহাঁদের স্থান অতি উচ্চে নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ইহাঁদিগকে সংসারের কর্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, শুধু তাহা নয়, মানবজীবনেরও কর্ত্রী করিয়া গিয়াছেন। একটী রমণী কতকগুলি সন্তানের মাতা, কতকগুলি জীবনের কল্যাণ তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে, তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে দেবতারূপে গড়িতে পারেন, আবার ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে পশুরও অধম করিয়া নরকের কীট সৃষ্টি করিতে পারেন। এই সংসারকে নারী স্বর্গ করিতে পারেন, আবার ইহাকে নরকেও পরিণত করিতে পারেন।

প্রত্যেক নরনারী লইয়া সংসার, সমাজ ও জাতি গঠিত। এই নরনারীর জীবনের কল্যাণ অকল্যাণ সমাজ এবং জাতির কল্যাণ অকল্যাণের উপর নির্ভর করি-তেছে।

যে জাতির নারীগণ শিক্ষিতা নন, সুতরাং সংসার ও সন্তান পালনে অক্ষম, সেই জাতির উন্নতি নাই। যে সমাজের নারীগণ কোমলতা পবিত্রতা প্রভৃতি রমণীর ধর্ম্ম রক্ষা করিতে অক্ষম, সে সমাজের কল্যাণ নাই। যে জাতি বা সমাজ নারীকে ঘৃণা করে, নারীকে নির্যাতন করে, নারী-হৃদয়ের গুণ সকল বিনাশ করে, সে জাতি বা সমাজের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই জাতি বা সমাজ নারীহৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি হইতে দেয় না। অতএব দেখা যাই-তেছে যে, রমণীই সংসারের প্রাণ, নারীকে বাদ দিয়া সংসার চলিতে পারে না। গৃহের কর্ত্রী নারী, তৃষ্ণায় তৃপ্তিদায়িনী নারী, সুখালাপে পরিতোষিণী, বিষয় কর্ম্মে মন্ত্রি-স্বরূপিণী, সৎকর্ম্মের সহকারিণী, দুঃখ, বিপদ, রোগ, শোকে সন্তাপহারিণী, সর্ব্ব-কল্যাণ-দায়িনীই রমণী। এই যে সংসারের প্রাণরূপিণী রমণী ইহাঁর স্থান কত উচ্চে তাহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন, এবং সুশীলা, সুশিক্ষিতা রমণীই যে এই সকল গুণের একমাত্র অধিকারিণী

তাহাও বুঝিতে পারিবেন। প্রাণরূপিণী রমণী সংসারে না থাকিলে সংসার থাকিতে পারে না। সংসারের সর্ব্বোচ্চ স্থানেই রমণীর অধিষ্ঠান।

মহম্মদ।

মুসলমান-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদ ইং ৫৭১ অব্দে ১০ই এপ্রিল তারিখে মক্কা নগরে কোরেস নামক বিখ্যাত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লা এবং মাতার নাম আমিনা। মহম্মদের জন্মের কয়েক মাস পূর্ব্বে আবদুল্লা বাণিজ্য করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময়ে মদীনা নগরে পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়সে গতায়ু হন। মহম্মদ পুরুষানুক্রমে কাবা নামক মন্দিরের রক্ষক।

আমিনা অসামান্য রূপলাবণ্যবতী ও প্রখর-বুদ্ধিশালিনী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য আদৌ ভাল ছিল না। স্তন্যদানে স্বীয় সন্তানকে প্রতিপালনে অক্ষম হইয়া তিনি বেদুইনা নামক এক-জন ধাত্রীর উপর মহম্মদের লালনপালনের ভার অর্পণ করিতে বাধ্য হন। বেদুইনা স্বীয় গর্ভজাত সন্তান নির্ব্বিশেষে মহম্মদকে স্তন্যদানে প্রতিপালন করিতে থাকেন। মক্কানগরী নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান, এইজন্য উক্ত ধাত্রী তাঁহাকে লইয়া একটী প্রান্তরে বাস করেন, কিন্তু কয়েক বৎসর তথায় অবস্থানের পর মহম্মদ রোগগ্রস্ত হন। ধাত্রী ভীতা হইয়া তাঁহাকে মক্কা-নগরে তাঁহার জননী আমিনার নিকট লইয়া আইসেন। মহম্মদ মক্কায় আনীত হইবার কয়েকমাস পরেই আমিনার মৃত্যু হয়। এই সময় মহম্মদের বয়ঃক্রম ছয় বৎসর মাত্র। পিতৃমাতৃহীন বালক মহম্মদকে প্রথমে স্বীয় পিতামহ আবদুল মতাল্লব এবং তাঁহার মৃত্যুর পর পিতৃব্য আবুতালেব পুত্রের ন্যায় স্নেহ ও যত্ন করিতেন। তাঁহারই যত্নে মহম্মদ কবিতা রচনা, যুদ্ধবিদ্যা ও অশ্বারোহণ প্রভৃতি কার্য্যে নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন।

মহম্মদ বাল্যকাল হইতেই নির্জ্জন স্থানে বাস করিতে ভাল বাসিতেন। তিনি অন্য বালকদিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে বৃথা সময় অতিবাহিত করিতে ভাল বাসিতেন না। পুস্তকাধ্যয়ন অপেক্ষা ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় লোকদিগের সহিত কথোপকথন দ্বারা জ্ঞানার্জ্জনে তাঁহার সমধিক আগ্রহ ছিল। মক্কা নগরে বাণিজ্যার্থ ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় লোকের সমাগম হইত। মহম্মদ তাহাদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া সেই সকল দেশের ভাষা, রীতি, নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক জ্ঞান লাভ করিতেন। উত্তর কালে তিনি যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহার ভিত্তি ঐ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে

মহম্মদ স্বীয় পিতৃব্যের অনুরোধে খাদাইজা-নাম্নী এক ধনবতী বিধবার কর্ম্মচারীর পদ গ্রহণ করেন। খাদাইজা মহম্মদের সৌন্দর্য্যে ও কার্য্যদক্ষতায় অতিমাত্র প্রীত হন। ক্রমে ক্রমে উভয়ের মধ্যে এতাধিক প্রণয়ের সঞ্চার হয় যে, অবশেষে তাঁহারা উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন।

খাদাইজার অপকট প্রেমানুরাগ ও অতুল ঐশ্বর্য্যে মহম্মদ পঞ্চদশ বর্ষ নির্ব্বিঘ্নে সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করেন। গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের চিন্তা না থাকায় তিনি ধর্ম্মচিন্তা করিবার প্রচুর অবসর প্রাপ্ত হইলেন। ধর্ম্ম-চিন্তায় তিনি সময় সময় এরূপ চঞ্চল হইয়া পড়িতেন যে, লোকে তাঁহাকে উন্মত্ত বলিয়া জ্ঞান করিত।

মহম্মদ পৈতৃক রীতানুসারে রমজান মাসে হিরানামক পর্ব্বতের গহ্বরে গিয়া উপাসনা করিতেন। একদা তিনি তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্বীয় পত্নী খাদাইজাকে বলিলেন, "রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় স্বর্গ হইতে দুত আসিয়া আমাকে বলিয়াছেন, 'মহম্মদ, তুমি ঈশ্বরের প্রেরিত।" খাদাইজা তাঁহার এই কথায় বিশ্বাস করিলেন। মহম্মদের উপদেশে তিনি পৌত্তলিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। জয়েদ নামক একজন ক্রীত দাস তাঁহার ধর্ম্মমত গ্রহণ করায় মহম্মদ তাহাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন দেখিয়া আরও অনেক ক্রীত দাস তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিল। অন্যান্য শিষ্যদিগের মধ্যে তাঁহার পিতৃব্য আবুতালেবের পুত্র আলি সহজেই তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

৬১৪ খৃঃ অব্দে মহম্মদ প্রকাশ্যভাবে মক্কার পথে পথে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধ মত প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহাতে তথাকার প্রধান প্রধান লোক অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেশান্তরিত করিবার জন্য আবুতালেবকে অনুরোধ করেন। আবুতালেব মহম্মদকে মত পরিবর্ত্তন করিতে বলায় তিনি বলেন, "আমার বাম হস্তে চন্দ্র এবং দক্ষিণ হস্তে সূর্য্য দিলেও আমি স্বীয় মতের পরিবর্ত্তন করিতে পারিব না। যতদিন না ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মের সন্ধান পাই ততদিন আমি এই ধর্ম্ম প্রচারে কখনই বিরত হইব না।''

মহম্মদ কখন উপেক্ষিত, কখন উপহসিত, কখনও বা উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মোন্মত্ততা দিন দিন প্রবল হইতে প্রবলতর ভাব ধারণ করিল। তিনি নির্ভয়ে প্রকাশ্যভাবে আত্মীয় স্বজনকে সমবেত করিয়া পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

খৃষ্টীয় ৬২১ অব্দে মহম্মদের পত্নী খাদাইজা কালগ্রাসে পতিতা হন।

মহম্মদের পিতৃব্য আবুতালেবও ঠিক এই সময়ে মানবলীলা সংবরণ করেন। কোরেসদেশীয় লোকেরা এই সুযোগে আবু সোফিয়ানের কর্তৃত্বাধীনে সমবেত হইয়া মহম্মদকে নিপাত করিতে বদ্ধপরিকর হইল।

মহম্মদ অনন্যোপায় হইয়া আলির সাহায্যে মক্কা হইতে গোপনে পলায়ন করিয়া প্রথমে তৌরনামক পর্ব্বতগহ্বরে লুকায়িত হন, পরে তথা হইতে বাহির হইয়া মদীনা নগরে গমন করেন। মহম্মদের এই পলায়নের তারিখ হইতে হিজিরা নামক সনের গননা আরম্ভ হয়। ইতিপূর্ব্বে মদীনাস্থ বণিকগণ মহম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, এই হেতু তাহারা অতি সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। মহম্মদও জয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া বিজয়ী নরপতির ন্যায় নগরে প্রবিষ্ট হইলেন।

মদীনায় গিয়া মহম্মদ আবুবেকরের পরম সুন্দরী অনূঢ়া কন্যা আয়েসার পাণি গ্রহণ করেন। এক আয়েসা ভিন্ন অন্য কোন অনূঢ়া রমণীকেই তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করেন নাই। মহম্মদ শিষ্যগণকে চারিটীর অধিক বিবাহ করিতে নিষেধ করিতেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং উহা অপেক্ষা অনেক অধিক রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহম্মদ ধর্ম্মোপদেশ দিয়া ও তর্ক বিতর্ক করিয়া শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে বিশেষ রূপে চেষ্টা করিয়াও যখন দেখিলেন আশানুরূপ ফল হইতেছে না, তখন তিনি অস্ত্রের সাহায্যে নিজ ধর্ম্ম-প্রচারে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "ঈশ্বর আমার হাতে যে খড়্গ অর্পণ করিয়াছেন ইহা স্বর্গ ও নরকের সোপান। যাহারা আমার ধর্ম্ম গ্রহণ না করিবে, আমার শিষ্যগণ কোন তর্ক বিতর্ক না শুনিয়া খড়্গ দ্বারা তাহাদিগের শিরশ্ছেদন করিবে।" তিনি নিজ শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন, "যে কেহ সত্য ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিবে, সে রণে হত বা মৃত হইলেও উত্তম পুরস্কার পাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই"। মহম্মদ যে খড়্গ ব্যবহার করিতেন। তাহাতে খোদিত ছিল —"কাপুরুষতা লজ্জাজনক, ধর্ম্মোদ্দেশে যুদ্ধ করণে যশঃ, পলায়নে ভাগ্যফল অনিবার্য্য।" তাঁহার উষ্ণীষে লিখিত ছিল, "ঈশ্বর উপকার করেন, পলায়িত ব্যক্তি নরক হইতে কখনই পলাইতে পারে না।"

বেদারের যুদ্ধে মহম্মদ প্রথম অস্ত্র গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে আবুসফিয়া পরাজিত হয়। ইহার পর আরও অনেক যুদ্ধ হয়, তাহার কোন যুদ্ধে মহম্মদ বিজয় লাভ করেন, কোন যুদ্ধে বা পরাজিত হন, কিন্তু পরিশেষে তিনি সর্ব্বজয়ী হইয়া উঠেন। দলে দলে লোকে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল।

মহম্মদ ৬৩০ খৃঃ অব্দে মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এবারে তিনি তথায় রাজা ও ঈশ্বরের প্রেরিত ধর্ম্মসংস্থাপয়িতা বলিয়া সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে আরবদেশে

সাদরে গৃহীত হন। তিনি পূর্ব্ব শত্রুগণের প্রতি কোন প্রকার ঈর্ষা প্রকাশ না করিয়া তাহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ৩৬০টী দেবমূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া কাবা মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ব্যবস্থা করেন অতঃপর কোন অবিশ্বাসী মক্কা নগরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। সমস্ত আরবদেশ তাঁহার অধিকৃত হইল। তিনি পারস্য ও তুরকের রাজার এবং হিরাক্লিয়াসের নিকট দূত প্রেরণ করেন।

মহম্মদ যখন রোম রাজ্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং সিরিয়া বিজয়ের জন্য উদ্যোগ করেন, সেই সময়ে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। তিনি চতুর্দ্দশ দিবস জ্বর ভোগ করিয়া ৬৩২ অব্দে ৭ই জুন মদিনা নগরে প্রাণত্যাগ করেন।

মহম্মদের সুখ্যাতি ও অখ্যাতির অনেক কাহিনী ও উপকথা প্রচলিত আছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও তিনি যে অন্তর্দৃষ্টি-শালী মহাপুরুষ ছিলেন, গভীর চিন্তাশীল ও একান্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন এবং পুস্তক-অধ্যয়ন-জনিত জ্ঞান বিজ্ঞানে বিশিষ্ট জ্ঞানী না হইলেও যে ভগবৎ-জ্ঞানে মহাজ্ঞানী ও তৎপ্রেমে উন্মত্তহৃদয় ছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীমন্মথ নাথ সিংহ।

বিজ্ঞান-রহস্য।

দেহতত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

"আর্ত্তবঞ্চাথ ধাতূনাং মলাস্তদুপধাতবঃ।
আশয়াশ্চ কলাশ্চাপি মর্ম্মাণ্যথ সন্ধয়ঃ॥
শিরাশ্চ স্নায়বশ্চাপি ধমন্যঃ কণ্ডরাস্তথা।
রন্ধ্রাণি ভূরি স্রোতাংসি জালাঃ কূর্চ্চাশ্চ রজ্জবঃ।
সেবন্যশ্চাথ সঙ্ঘাতাঃ সীমন্তাশ্চ তথা ত্বচঃ।
লোমানি লোমকূপাশ্চ দেহ এতন্ময়ো মতঃ॥"

আর্ত্তব (ঋতু) ধাতুর মল, উপধাতু, আশয়,কলা, মর্ম্ম,-সন্ধি, শিরা, স্নায়ু, ধমনী, কণ্ডরা (স্থূল স্নায়ু), রন্ধ্র (ছিদ্র), স্রোত, জালা, কূর্চ্চ, রজ্জু, সেবনী, সংযোগ, সীমন্ত, ত্বক্, লোম ও লোমকূপ এই সমুদায়ের সমবায়কে দেহ কহে।

আপাদমস্তক সমস্ত অবয়ব দেহের অন্তর্গত। ষড়ঙ্গ বলিলে মস্তক, শরীরের মধ্যভাগ, দুই হস্ত ও দুই উরুকে বুঝায়, কিন্তু শরীর অষ্ট-অঙ্গ-বিশিষ্ট। যথা;—আত্তঙ্গ বা উত্তমাঙ্গ (মস্তক)—কেশ, অভ্যন্তরাঙ্গ মস্তিষ্ক (মাথার ঘি), কপাল, ভ্রূদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয় ও তদন্তর্বর্ত্তী কনীনিকাদ্বয়, অক্ষিতারা (কৃষ্ণবর্ণ গোলকদ্বয়, শুক্র মণ্ডল-

দ্বয় (চক্ষুদ্বয়ের শ্বেতবর্ণ ভাগ), অক্ষিপক্ষ্ম (নেত্রাঞ্জন), অপাঙ্গ (নেত্রকোণ), কূর্প (নাসিকার ঊর্দ্ধ ভাগ), কূর্চ্চ (ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যস্থল), শঙ্খদ্বয় (ললাটের অস্থি), কর্ণদ্বয় ও তদন্তবর্ত্তী কর্ণপালি-দ্বয় ও শষ্কুলীদ্বয় (কর্ণের ছিদ্র), গণ্ডদ্বয়, নাসিকা ও নাসারন্ধ্র, ওষ্ঠ, অধর, সৃক্কণীকূলীদ্বয় (ওষ্ঠের প্রান্ত), মুখ, তালু, হনুদ্বয় (গণ্ড স্থলের উপরি ভাগ) দন্ত, দন্তবেষ্ট, জিহ্বা, চিবুক (অধরের অধোভাগ) ও গলদেশ এই সমস্ত মস্তকের অপাঙ্গ।

দ্বিতীয় অঙ্গ—গ্রীবা, ইহার উপর মস্তক অবস্থিতি করে।

তৃতীয় অঙ্গ—বাহু যুগল, যাহার উপর স্কন্ধদ্বয় অবস্থাপিত। ইহার উপরিস্থিত প্রগণ্ডদ্বয় (কূর্পরাবধি স্কন্ধ পর্য্যন্ত বাহু-যুগল) কূর্পরদ্বয়, কণ্ঠ, প্রকোষ্ঠ দ্বয় (কূর্পর হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত) মণিবন্ধ বা কর গ্রন্থি, করতলদ্বয় ও তদন্তবর্ত্তী অঙ্গুলি, নখ ও ছেত্ত নখ (নখের যে অংশ ছেদন করা যায়)।

চতুর্থ অঙ্গ, বক্ষঃ ইহার উপাঙ্গ সকল—স্তনদ্বয়, হৃদয়—ইহা পুণ্ডরীক বা পদ্মের ন্যায় অধোমুখে অবস্থিত, জাগ্রতাবস্থায় বিকসিত, নিদ্রিতাবস্থায় নিমীলিত থাকে। ইহা ওজো ধাতুর আশ্রয় ও উৎকৃষ্ট চৈতন্যস্থান, এ কারণ তমোগুণ দ্বারা অভিব্যাপ্ত হইলে প্রাণিগণ নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকে, কক্ষ বা বাহুমূল বক্ষ (ইহার উভয় মধ্যসন্ধিতে কণ্ঠের উভয়পার্শ্বস্থ অস্থি-দ্বয়, উভয় কক্ষ (বগল) ও বঙ্ক্ষণদ্বয় (ঊরুসন্ধি-দ্বয়)।

পঞ্চম অঙ্গ উদর। ষষ্ঠ অঙ্গ পার্শ্ব-দ্বয় এবং সপ্তম অঙ্গ পৃষ্ঠবংশের সহিত সমস্ত পৃষ্ঠ। তাহার উপাঙ্গ সকল প্লীহা রক্ত ইহা হইতে উৎপন্ন, বামপার্শ্বে হৃদয়ের অধোদেশে অবস্থাপিত। প্লীহা রক্তবাহিনী শিরা সকলের মূল। ফুস্ফুস্—রক্তফেণ জাত, হৃদয়ের বামপার্শ্বে অবস্থাপিত। যকৃৎ (শোণিতজাত) দক্ষিণ পার্শ্বে হৃদয়ের অধোভাগে অবস্থিত। যকৃৎ রঞ্জকনামক পিত্তের আবাসস্থান। ক্লোমবায়ু ও রক্ত হইতে উৎপন্ন। ক্লোম জলবাহিনী শিরা সকলের মূল ও তৃষ্ণাচ্ছাদক। বায়ুসংযুক্ত রক্ত হইতে কালীয়ক সমুদ্ভূত হয়। মেদ ও রক্তের সারভাগ হইতে বৃক্কদ্বয় উৎপন্ন হয়। এই বৃক্কদ্বয় হইতে উদরস্থ মেদের পোষণ হইয়া থাকে। অন্ত্র নাড়ী পুরুষের সাড়ে তিন ব্যাম (পার্শ্বভাগে সম্পূর্ণ বিস্তৃত বাহুদ্বয়ের পরিমাণ), স্ত্রী-লোকের তিন ব্যাম। উণ্ডুক, কটি, ত্রিক, (মেরুদণ্ডের নিম্নদেশ) বস্তি, নাভির অধোভাগ, তলদেশ ও বঙ্ক্ষণ (ঊরু সন্ধি-কূর্চ্চ) কণ্ডরাসমূহের মূল, উহা বীর্য্য ও মূত্রের আবাসস্থান। মেঢ্র দ্বারা গর্ভাশয়ে গর্ভাধান হয়। যোনির তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভাশয় অবস্থাপিত। কফ, রক্ত, মাংস ও মেদের সারাংশ হইতে মুষ্ক-দ্বয় উৎপন্ন হয়। মুষ্ক হইতে শুক্র বাহির হয়, ইহা বীর্য্যবাহিনী শিরার আধার। ভুক্ত দ্রব্য বিশেষরূপে পরিপাক হইলে তাহা

হইতে যে সূক্ষ্ম সারাংশ উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা শরীর পুষ্ট হয়। শুক্রই বীর্য্য অর্থাৎ দেহের বল।

প্রোথই যোষিতের নিতম্ব। উহার কুকুন্দরদ্বয় (নিতম্বস্থ ও আবর্ত্তাকার গর্ত্ত-দ্বয়) হইতেই অষ্টমাঙ্গ উরু মূল। ইহার উপাঙ্গ সকল, জানুর পিণ্ডিকা (জানুর অধোভাগস্থ মাংসল প্রদেশ—গুল্ফ হইতে জানু পর্য্যন্ত), ঘুণ্টিকাদ্বয় (গুল্ফ), পাষ্ণি-দ্বয়। গুল্ফের (অধোদেশ), পদতল, প্রপদ, পদদ্বয় পদাঙ্গুলি, পদনখ ইত্যাদি।

উপরে কেবল প্রধান প্রধান উপাঙ্গ-গুলির উল্লেখ হইল, এতদ্ব্যতীত অনেক অপ্রধান প্রত্যঙ্গ আছে, অনাবশ্যক বোধে এখানে তাহাদিগের বিষয় বিবৃত হইল না। (শরীর বিজ্ঞান হইতে গৃহীত।)

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

(১৫ বৎসর বয়সে লিখিত সংক্ষিপ্ত রোমরাজ্যের ইতিহাস।)

১৭ অধ্যায়।

শ্লেভ বা ক্রীতদাসদিগের যুদ্ধ।

১। স্পেনের যুদ্ধের অনতিবিলম্বেই ক্রীতদাসদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ২। সিরিয়াদেশজাত এনস নামে এক ব্যক্তি তাহাদিগের অধ্যক্ষ ছিল। সে আপনার দৈবশক্তি জানাইয়া সঙ্গী দাসগণকে বিদ্রোহে প্রবৃত্ত করে। ৩। ঐ ব্যক্তি প্রায় ৭০ সহস্র দাস একত্রিত করিয়া চারি জন রোমীয় সেনাপতিকে পরাভূত করিয়াছিল, কিন্তু পরে ৬২২ রোমাব্দে সে কন্সল রূপিলিয়স কর্ত্তৃক পরাজিত হইল।

১৮ অধ্যায়।

জুগার্থা ও মিথ্রিডেটিসের যুদ্ধ।

১। নিউমিডিয়া রাজ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী মিসিপ্সা রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র হিম্পসলকে বধ করিয়া ও তদীয় কনিষ্ঠ আডারবলকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া জুগার্থা আপনি ঐ দেশের রাজা হইয়াছিলেন। ইহাতে আডারবল রোমের সাহায্য প্রার্থনা করে। এই হেতু জুগর্থার সহিত রোমের বিবাদ হয়। ২। জুগার্থা মেসেনেসার পৌত্র ও মিসিপসার ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি প্রথমে অর্থ সাহায্যে রোমের সহিত অনেক চাতুরী করেন। কিন্তু অবশেষে মেরিয়স কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া রোমে নীত হন এবং তথায় কারাগারে প্রাণত্যাগ করেন।

৩। মেথ্রিডেটিসের সহিত ৬৬০ রোমাব্দে যুদ্ধারম্ভ হয়। ঐ ব্যক্তি আসিয়ায় তুরুকের অন্তঃপাতী পোণ্টসের রাজা এবং তৎকালের একজন প্রধান যোদ্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি

যদিও বারম্বার যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন, তথাপি নিরুৎসাহ না হইয়া আপনার মহত্ত্ব স্থাপনে ক্ষণকালের জন্ত ক্ষান্ত ছিলেন না। তাঁহার অনেক গুণ ছিল বটে, কিন্তু তিনি অকৃতজ্ঞ ও নিষ্ঠুর ছিলেন।

৪। তিনি কাপাডোসিয়াধিপতি আরিক্ত বার্জিনিস ও বিথিনিয়াধিরাজ নাইকোমিডিয়কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহাদিগের রাজ্য অধিকার করেন, তাহাতে ঐ সিংহাসন-ভ্রষ্ট ভূপতিয়া রোমের শরণাপন্ন হয়, এই জন্ম যুদ্ধ ঘটে।

৫। এই যুদ্ধ প্রায় ৬০ বৎসর চলিয়াছিল, তথাপি কাহারও সম্পূর্ণ জয় পরাজয় নিশ্চয় হয় নাই। অবশেষে মিথ্রিডেটিস্ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া (খৃঃ পূঃ ৬৩) বিষপানে প্রাণত্যাগ করিল এবং ইহাতে সমরেরও শান্তি হইল।

১৯ অধ্যায়।

পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় অথবা রোমের ভদ্র ও সাধারণ লোকদিগের মধ্যে বিবাদ।

১। সাধারণ তন্ত্রের মধ্যে ভিন্ন জাতির সহিত রোমানদিগের যে কয়েকটি প্রধান যুদ্ধ ঘটনা হয়, এক একটী করিয়া সেগুলি বর্ণিত হইল। এক্ষণে রোমানদিগের আপনাদিগের মধ্যে যে বিবাদ কলহ ঘটিয়াছিলএবং যদ্দারা রোম রাজ্যের বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় অর্থাৎ রোমের ভদ্র ও সাধারণ লোকদিগের মধ্যে যে বিবাদ হয়, তাহাই অধিক প্রয়োজনীয় ও বহুকালস্থায়ী হইয়াছিল। অতএব প্রথমে তাহারই বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক।

২। রাজ্যতন্ত্রের সময়ে প্লীবীয়দিগের অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা ও সুখ স্বচ্ছন্দতা ছিল,কিন্তু সাধারণতন্ত্রের সূত্রপাত হইতে হইতেই ভদ্রলোকেরা উহাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে প্রধান উপদ্রব এই ছিল যে, ভদ্রলোকেরা ঐ দুঃখী লোকদিগকে অর্থ ঋণ দিয়া ক্রমশঃ দুর্ভেদ্য ঋণশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া ক্রীত দাসের মত তাহাদের প্রতি ব্যবহার করিতেন এবং প্রহার ও তাড়না করিয়া তাহাদিগকে অনেক নিগ্রহ করিতেন।

৩। পেট্রিসিয়ানেরাই রোমের মধ্যে ভদ্র ও ধনী ছিলেন। তাঁহারাই কেবল সেনেট সভার সভাসদ হইতেন এবং রাজকীয় কার্য্য সকলের উপর আধিপত্য করিতেন।

তাঁহারাই সৈন্যগণকে যুদ্ধে পরিচালন ও নগর শাসন করিতেন। সমুদায় বিচারের ভার তাঁহাদিগের উপরেই সমর্পিত ছিল এবং বলিদান প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মকার্য্যে তাঁহাদিগেরই প্রভুত্ব ছিল। প্লিবীয়েরা সকলেই নীচ ও দরিদ্র লোক, তাহারা শ্রমজীবী ছিল এবং যুদ্ধের সময় যুদ্ধ করিতে যাইত। এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যান্য বিষয়েও বিস্তর বিভিন্নতা

ছিল এবং তাহাদের পরস্পরের সহিত বিবাহ চলিত না।

৪। প্লিবিয়েরা বহুদিবস পর্য্যন্ত নীরব থাকিয়া সকলই সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে আর নিগ্রহ সহ্য করিতে না পারিয়া সকলে মিলিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহারা এককালে রোম পরিত্যাগ করিয়া মন্সেসর পর্ব্বতে বাস স্থাপন করিল এবং প্রতিজ্ঞা করিল রোম উচ্ছিন্ন হউক আর পেট্রিসিয়দিগের অধীন হইব না, আমরা এইখানেই থাকিব।

৫। প্লীবিয়েরাই পেট্রিসিয়দিগের জীবন, অতএব ইহাঁরা এক্ষণে বিষম বিপদে পড়িলেন। অবশেষে সেনেটরেরা অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া বুঝাইয়া তাহাদিগের ক্রোধশান্তি করিলেন এবং তাহাদিগের প্রার্থনামতে তাহাদিগকে ছয়জন ট্রাইবিউন মনোনীত করিয়া লইতে বলিলেন।

৬। ট্রাইবিউনেরা সেনেট-গৃহের দ্বারের সম্মুখে বসিতেন এবং সর্ব্বদাই সাধারণ লোকদিগের হিতাহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহারা প্রতিবৎসর নিযুক্ত হইতেন ও তাঁহাদের শরীরে কেহ হস্তোত্তোলন করিতে পারিত না। ট্রাইবিউন-নিয়োগ সামান্য লোকদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রথম সোপান, তৎপরে ক্রমশঃ ইহারা প্রবল হইয়া ভদ্র লোকদিগের উপরেও কর্ত্তৃত্ব আরম্ভ করিল।

৭। ট্রাইবিউনেরা আপনাদিগের ক্ষমতা প্রদর্শনার্থ দিন দিন নূতন আপত্তি উত্থাপিত করিতে লাগিল। ৪৪৩ খৃষ্টাব্দে তাহারা প্রস্তাব করিল যে, প্লীবীয়েরা কন্সল ও অন্যান্য উচ্চপদাভিষিক্ত হইবে। পেট্রিসিয়েরা কোন মতে তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে সম্মত হইল যে, দুই জন কন্সলের পরিবর্ত্তে ৬ জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইবে ও তাহাদের অর্দ্ধেক পেট্রিসীয় ও অর্দ্ধেক প্লীবীয় হইবে। অতঃপর দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত হইল।

নূতন সংবাদ।

১। বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার ভাইসপ্রেসিডেণ্ট স্যার গাই ফ্লিটউড উইলসন সাহেবের স্থানে ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-সচিব স্যার হারকোর্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

২। একজন ইটালীয় যুবক তারহীন তড়িৎ যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিমূর্ত্তি ও হস্তাক্ষর ইত্যাদি প্রেরণ করিবার এক আশ্চর্য্য প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন।

৩। মিশরদেশের বিচারালয়সমূহে স্ত্রীলোকদিগকে ওকালতী ও ব্যারিষ্টরী করিবার অধিকার দেওয়া হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে মিশরের আইন ব্যবসায়িদিগের মধ্যে শ্রীমতী হ্যাথালি নিকেল সর্ব্বপ্রথম ব্যারিষ্টার। ইনি আইন শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিতেছেন।

৪। শুনা যাইতেছে, ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় কোন ইয়ুরেশীয়ান বালিকাকে বৎসরে ৩০০০৲ টাকা বৃত্তি দিবেন স্থির হইয়াছে। বৃত্তি-ধারিণীকে ইংলণ্ড কিম্বা স্কটলণ্ডের কোন বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে হইবে এবং সে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুমতি লইয়া অন্য দেশেও পড়িতে যাইতে পারিবে। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বৃত্তি দেওয়া হইবে।

৫। বিলাতে Indian Women's Education (ভারতবর্ষীয় নারীগণের শিক্ষাসমিতি) নামে একটী সমিতি আছে, ইহার উদ্দেশ্য ভারতে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধন। এই সমিতি ভারতের শিক্ষয়িত্রীগণকে সহজ উপায়ে শিক্ষা দিবেন। সমিতির পরিচালিকা লেডী মিউর মেকেঞ্জি। সম্প্রতি স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়ের গৃহে এই সমিতির এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন "ভারতীয় নারীদিগের শিক্ষার সহিত ভারতবাসীরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, উহা তাঁহাদিগেরই সাধনার বিষয়। সেই জন্য এ বিষয়ে আমি আপনাদিগের সমক্ষে ভিক্ষার্থিরূপে দাঁড়াইতে পারিব না। আপনারা আমার প্রতি যে সৌহৃদ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মহামূল্য বলিয়া জানি। সুতরাং সেই সৌহৃদ্য আমাদের প্রয়োজনসিদ্ধির উপায়রূপে পরিণত করিতে আমি অক্ষম। আমাদের দেশের স্ত্রী কিম্বা পুরুষ উভয়ের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান আমাদের দেশের লোকের দ্বারাই হইবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা যে যথার্থই শিক্ষার অনুরাগী হইয়াছি, তাহা আমাদের আত্মত্যাগের দ্বারাই প্রতিপন্ন হওয়া উচিত, কারণ পরানুগ্রহে বিনাক্লেশে যে ফল ফলিবে, আমাদের নিজের চেষ্টায় ঐ বিষয়ের উন্নতি ও বিস্তার সাধনে আমরা সফলমনোরথ হইলে অধিক ফললাভের সম্ভাবনা।"

৬। যুক্তরাজ্যের বোষ্টন নগরে "হিরাম" নামক একখানি জাহাজ কেবল মাত্র স্ত্রীলোকের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ইহাতে নাকি পুরুষের কোন সম্পর্ক নাই।

ভ্রম সংশোধন।

গত আষাঢ় সংখ্যার ৬৩ পৃষ্ঠায় উদাসীনের চিন্তার শেষে শ্রীমতী কিশোর কুশারীর স্থানে—শ্রীযুক্ত চণ্ডীকিশোর কুশারী হইবে।

বামারচনা।

বেথুন-স্মৃতি।

হে মহাত্মন্! হে দেবতা স্বর্গলোকবাসী
লও প্রীতিরাশি,
কবে সেই সে অতীতে জোৎস্না কর ধরে
মাতৃ অঙ্ক পরে,
এসেছিলে হে ধীমান্! বঙ্গ নারীতরে
জ্ঞানালোক করে
অভাগা দেশের তরে কেঁদেছিল প্রাণ
আহা কি মহান্?
তুমি বিশ্বপ্রেমী ওগো মহৎ সুজন
বিশ্বেরি আসন
এই বঙ্গ তরে তব আশা যে সুন্দর
বড় মনোহর
অভাগা বঙ্গের নারী সরস্বতী সমা
হবে নিরুপমা
বঙ্গের উন্নতি তরে ভাবিতে শিখিবে
সত্য প্রতিষ্ঠিবে।
বঙ্গভূমি যোগ্য মাতা যোগ্য বধূ হবে
সুপত্নী গৌরবে
গার্গী মৈত্রী অরুন্ধতী সম তারা আসি
দেবে তম নাশি।

ভবিষ্যৎ চিত্র আঁকি প্রাণ মন দিয়ে,
পরম উৎসাহে
বঙ্গ-নারী-শিক্ষা তরে আত্মা মন প্রাণ
করেছিলে দান
নারীজাতি সম হৃদে তব মহিমায়
ভরা রবে তায়
কাল পটে আছে তব কীর্ত্তি অনুপম
যাবে না কখন।
তোমার স্মৃতির জলে তর্পণের তরে
শ্রদ্ধাঞ্জলী তরে
কল্যাণীরা কৃতজ্ঞতা পুষ্পরাজি লয়ে
এসেছে উৎসাহে
আশীর্ব্বাদ কর দেব স্বর্গলোক হতে
যেন গো ভারতে
জ্ঞানালোকে ধুয়ে আঁখি অমৃত সন্ধানে
নারী সত্য প্রেমে
মাতৃভূমি তরে হোক সার্থক সুকন্যা,
জগতে সুধন্যা,
বঙ্গভূমে লয়ে যাক বিশ্বপ্রেম পথে
শোভায় সম্পদে।

শ্রীলীলাবতী মিত্র।

—

অমরার শিশু।

কে তুই রে স্বরগের শিশু
উষার সে সুবিমল প্রাতে,
দেবতার স্নেহাশীষরূপে
ধীরে নামি এলি এ ধরাতে।

মন্দারের পবিত্র সুবাসে
সুবাসিত করিল এ গেহ,
পুন ওই দগ্ধ হৃদিমাঝে
উথলিল অজানিত স্নেহ।
বুঝিনিরে অবোধ আমরা
এ যে তোর ছলনা অপার,
খেলিবে যো দুদিনেরই তরে
অশ্রুধারা বহাবে আবার।
ধূলিলিপ্ত এ ধরণীবুক
তোর যোগ্য নহে রে এ স্থান,
তাই ত্বরা চলে গেলি ওরে
তুই পূত স্বর্গীয় অন্নান।
তুই যেরে অমরার ফুল
হেথাকার উত্তাপিত বায়,
সহিল না ও পেলব অঙ্গে
তাই ধীরে গেলিরে শুখায়ে।
ছিলি না ত তুই হেথাকার
শুধু শুভ্র পারিজাত হার,
চিনিতে পারিনি তোরে মোরা
ভুলে ভেবেছিনু আপনার।
হেথাকার ধূলি মলিনতা
তোমার ও সুকোমল অঙ্গ
কলঙ্কিত করে এই ভয়ে,
তাই খেলা করিলে কি সাঙ্গ?
দেবতার নির্ম্মাল্য যে তুমি
তব ওই পবিত্র বয়ান,
নিবেদিয়া তাঁহারই চরণে
সুখে আজি করিলে প্রয়াণ।
অভিশপ্ত আমাদের প্রাণ
শুধু আজি করে হাহাকার,
আঁধার কালিমা লিপ্ত গেহ
হল আজি দ্বিগুণ আঁধার॥

শ্রীঅমলা দেবী।

পরলোক।

অজানা অজ্ঞাত কোথা দেশ পরলোক,
মরণের পরে যেথা মানবের গতি?
জানিলে সে দেশ মোরা দেখিতাম গিয়ে,
কেমনে রয়েছে তথা লুকায়ে সকলে।
অদৃশ্য কল্পনাতীত একি চমৎকার,
ভাবিলে বিস্ময়ে মন হয় অভিভূত,
কালের করাল গ্রাসে অহরহ সবে
পশিতেছে, কিন্তু তার কেমন নিয়ম,
কেহই জানে না কভু সে দেশ কোথায়।
যাহা যার ইচ্ছা সেই যুক্তি তর্ক করি,
নানারূপ প্রবাদ সে করেছে চলিত।
ইচ্ছা হয় পৃথ্বীময় খুঁজিয়া বেড়াই,—
কেহ কি কহিবে মোরে ইহার নির্ণয়;
কেহ কি দেখায়ে দেবে সে দেশের পথ,
হেন যোগী সাধু কেহ আছে কি ভুবনে?
গিয়াছে যাহারা সেই পরলোক-ধামে,
দেখা কি হইবে মম মরণের পরে,
এ এক বিস্ময় মনে রহিয়াছে সদা,
জানি না যে কত দিনে মিটিবেক ইহা।

স্বর্গীয়া হেমন্ত কুমারী সেন গুপ্তা।

১৩।১ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 601. ——— September, 1913.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫১ বর্ষ।
৬০১ সংখ্যা। } ভাদ্র, ১৩২০। সেপ্টেম্বর, ১৯১৩ { ১০ম কল্প।
২য় ভাগ।

জন্মদিনে।

এই ঘূর্ণায়মান জগতের সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে আর এক বৎসর অতিক্রম করিয়া এই নির্ম্মল প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে আমি আজ নব বর্ষে প্রবেশ করিতে যাইতেছি। আজ আমার ৫০ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইল, আমি ৫১ বৎসরে পদার্পণ করিলাম। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এই মহানগরীতে কয়েক জন মহাত্মার হৃদয় নিঃসৃত শুভ ইচ্ছা হইতে আমার জন্মলাভ হইয়াছিল। সেই সময় এই ভারতের অবস্থা অতি সংশয়াকুল ছিল। ভারতবাসীর শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞানগরিমার চরম গতি যে কোথায় হইবে, তখন তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না, তখন ভারতের নারীগণের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। সেই সময়ে ভারতের পুরুষগণ সকলেই প্রাণে এক মহা আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। সদ্য সুপ্তোত্থিত মানব যেমন কার্য্যের জন্য ইচ্ছুক হয় অথচ জড়তা বশতঃ কিছুই করিতে পারে না, কিন্তু তাহার প্রাণে আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেইরূপ বঙ্গবাসীর জীবনে পাশ্চাত্য সভ্যতার অভ্যুত্থানের প্রথম উন্মেষের সময় আমার জন্ম হয়। রাবণবিনাশের জন্য ঋষিশোণিত হইতে সীতার উৎপত্তি হইয়াছিল, বামাগণের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল প্রকার উচ্চ শিক্ষা দ্বারা জ্ঞান ও ধর্ম্মে তাহাদিগকে বিভূষিত করিয়া তাহাদের হৃদয়ের অন্ধকার বিনাশের জন্য বামাহিতার্থী মহাত্মাগণ একান্ত ব্যগ্র হইয়া তাঁহাদের শুভ ইচ্ছার দ্বারা আমার জন্ম দিলেন। তখন আমি

সদ্যপ্রসূত বালিকা, বর্ষাকালের ঘন অন্ধকারময় মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। পিতা সেই সময় বিশ্বপিতার নামে আমাকে উৎসর্গ করিয়া জগতের অসংখ্য রমণীদিগের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিলেন, বৎসে! এই যে রমণীদিগকে দেখিতেছ, ইহাঁরা তোমার ভগিনী, তুমি ইহাঁদের নিকট যাও, ইহাঁরা ঐ আকাশের ন্যায় অজ্ঞানতার মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন, আমরা তোমার হৃদয় যে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করিয়া দিলাম, সেই আলোক ইহাঁদের মধ্যে বিতরণ কর। ঐ ঊর্দ্ধে আকাশে যে ঘন অন্ধকারময় মেঘ দেখিতেছ, উহা প্রবল বারিপাতে বিদূরিত হইয়া গেলে যেমন নব আলোক প্রকাশিত হইবে, আমরা আশা করি, তুমিও তোমার হৃদয়নিঃসৃত জ্ঞানালোক দ্বারা রমণীগণের হৃদয়ের এই অজ্ঞানতার নিবিড় অন্ধকার দূর করিয়া তাঁহাদের হৃদয়কে সেইরূপ নব আলোকে আলোকিত করিতে সক্ষম হইবে। পিতার আদেশে আমি আমার ক্ষুদ্র দেহখানি লইয়া অতি ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইলাম। এই অসংখ্য জনমণ্ডলীর মধ্যে আমার প্রাণ কয়দিন বাঁচিবে ও আমার জীবনের ব্রত সফল হইবে কিনা তখন তাহা জানিতাম না। কারণ তখনকার সেই ভ্রম ও কুসংস্কারপূর্ণ বঙ্গবাসীর অন্তঃপুরে আমার প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। পাঠিকাগণ আপনারা বোধ হয় সে কথা এখন কল্পনাও করিতে পারেন না। তখন লেখা পড়া শিখিলে বিধবা হইবে, এই সংস্কার নারীদিগের হৃদয়ে দৃঢ়মূল ছিল। পুরুষদেরও এই সংস্কার ছিল যে, নারীর লেখা পড়া শিখিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, সংসারের গৃহকার্য্যের জন্যই নারীর সৃষ্টি। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে আমার সঙ্কল্প ও ব্রত যে সফল হইবে তাহা একরূপ দুরাশা মাত্র। কিন্তু মহাত্মাগণের শুভ ইচ্ছায় ও সর্ব্বোপরি পরম পিতার আশীর্ব্বাদে আমি আজ এই পঞ্চাশ বৎসর কাল আমার ভগিনীগণের সেবায় ও নিজ সঙ্কল্পিত ব্রত পালনে কিয়ৎপরিমাণে সক্ষম হইতে পারিয়াছি, এজন্য আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতাভরে সেই পরম মঙ্গলময়ের চরণে লুণ্ঠিত হইতেছে। আজ তিনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন তাঁহার আদেশ মস্তকে লইয়া তাঁহারি সেবায় অনন্তকাল নিয়োজিত থাকিতে পারি।

উদ্বোধন।

হে সর্ব্বেশ্বর! ঐ দেখ! দাসীর প্রাণশূন্য দেহ তোমার পদতলে পড়িয়া আছে। হে প্রাণময় পুরুষ! যাহার প্রসাদে মৃতও জীবিত হয়, শূন্যও পূর্ণ হয়, যাহার প্রসাদে—

শ্মশানে শবের অস্থি, শীর্ণ, বিগলিত,
প্রাণ পেয়ে নাচে প্রেমে হ'য়ে পুলকিত।

তোমার সেই চরণরেণু এ শবদেহে দান কর। যাহার প্রসাদে অহল্যা পাষাণ হইয়াও প্রাণ লাভ করিল, নৌকা

কাষ্ঠময় হইয়াও সুবর্ণময় হইল, গুহক চণ্ডাল হইয়াও দেবপূজ্য হইল, শ্রমণা চণ্ডালিনী হইয়াও বৈকুণ্ঠবাসিনী হইল, বিভীষণ রাক্ষস হইয়াও অমর হইল, তোমার সেই মৃত-সঞ্জীবনী চরণধূলি এ শবদেহে দান কর।

প্রার্থনা।

হে নরকান্তকারি হরি!
দিবি বা ভুবি মমাস্তু বাসো
নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্।
অবধীরিতশরদিন্দুবিম্বৌ
চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি॥

স্বর্গেই বসতি কিম্বা মর্ত্তেই বসতি,
অথবা হউক মোর নরকেই গতি,
শরতের পূর্ণচন্দ্র যার কাছে ছার,
মলেও ভুলি না যেন সে পদ তোমার।

নচ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥

সহস্র সহস্র বার লভি না জনম,
পশু পক্ষী হই কিম্বা হই কীটাধম,
যে যোনিতে ওহে নাথ! করি না গমন,
তোমাতে একান্ত ভাবে থাকে যেন মন।

ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে
স্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তি স্থিরা ত্বয়ি॥

অখিল বিশ্বের মূল তুমি ভগবান্!
তোমাতেই আত্মা যেই করে সমাধান,
তাহার হস্তেই মোক্ষ থাকে অনুক্ষণ।
ধর্ম্ম অর্থ কামে তার কিবা প্রয়োজন?

"সুপ্তা কিং স্থ মৃতাসু কিং—
তব পদে লীনা বিলীনা স্থ কিং

—হে দেব! এ দাসী তোমার পদ-তলে নিদ্রিতা? না মৃতা? লীনা? না বিলীনা?

জ্যোতির্ম্ময়! তোমার ধ্যানমাত্রেই এ দাসীর হিমাঙ্গ দেহ অগ্নিময় হইতেছে, প্রাণে শত শত বিদ্যুৎ চমকিতেছে, হৃৎপদ্মে কোটী কোটী সূর্য্যের উদয় হইতেছে।

জয় জগদীশ বিশ্বকারণ পালন,
বিশ্বপিতা বিশ্বমাতা জগৎ-তারণ।
তুমি জন্মদাতা পিতা পালক আমার,
জননী করুণাময়ী স্নেহ-পারাবার,
তুমি গুরু জ্ঞানদাতা নয়ন-অঞ্জন,
তুমি বন্ধু সখা প্রিয়তম প্রিয়জন।
তুমি প্রভু ন্যায়কারী শুভ দণ্ডদাতা,
তুমিই আশ্রয় গৃহ চির-শান্তি-ধাম।
তুমি জীবনসম্বল পরম রতন,
তুমি বল শক্তি সর্ব্ব জীবন জীবন।
তুমিই চৈতন্য জ্ঞান বুদ্ধি চিরকাল,
তুমি সুখ শান্তি চির আনন্দ আমার
দাতা তুমি সর্ব্ব সুখ করিছ বিধান,
বিপদ্‌ভঞ্জন মুক্তিদাতা বিধাতা মহান্।

বামাবোধিনীর জুবিলী উপলক্ষে।

ধীরে ধীরে ধীরে অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত
হইল আজ,
কত শত বাধা ঝঞ্ঝা, আসিল, কত বা
পড়িল বাজ,
তবু দয়াময় তোমারি করুণা, শুভ
স্নেহাশিষ—
বামাবোধিনীর শুভ্র শিরে পড়েছিল
জগদীশ।
তাই আজ মোরা স্মরি আনন্দোৎসবে—
তব নাম।
ভ্রাতা ভগিনী, বান্ধব যত, করিতেছি
প্রণিপাত।
হে শুভময় সুন্দরতম! নিখিলের
অধিপতি—
দাও উৎসাহ নব, জাগ্রত কর হে শকতি,
যেন গো দেবতা সদা সর্ব্বদা তোমারে
হৃদে ধরে—

বামাবোধিনীর কর্ত্তব্য যত সাধিতে
বল হয়।
ওগো সহৃদয় বন্ধু বামাবোধিনীর যত প্রিয়,
কৃতজ্ঞতা সহ অন্তর হ'তে প্রণাম
সবে লয়ো।
পিতঃ। প্রণিপাত! স্বর্গ হইতে নয়ন
মেলি হের
এই শুভ বাসরে, কর সন্তান সবে
আশির্ব্বাদ।
লহ ভক্তি উপহার
দুই বিন্দু অশ্রু সার,
অধম সন্তান, দীন হীন পাব আর
কি কোথায়—
যোগ্য উপহার তোমারে দিতে কিছু
নাই পিতৃদেব!
ভক্ত্যাধীন
শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক।

"পারস্য প্রবাদ"

"যখন তুমি এ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিলে, তখন সমস্ত পৃথিবীস্থ ব্যক্তিগণ হাস্য করিতেছিল এবং তুমি নিজে কাঁদিতেছিলে, কিন্তু যখন তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তখন তোমার মুখমণ্ডলে হাসির রেখা উদ্ভাসিত হইল, কিন্তু সমস্ত জগদ্বাসী তখন ক্রন্দন করিতেছিল।"

উক্ত প্রবাদটী পারস্য দেশে প্রচলিত। পূর্ব্বোক্ত প্রবাদটীর দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। প্রথমতঃ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে, দ্বিতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ মতে। কাহারও নিকট প্রথমভাবে ব্যাখ্যা বোধগম্য হয়, কাহারও নিকট দ্বিতীয় ভাবের ব্যাখ্যা বোধগম্য হয়।

প্রথমতঃ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে উহার ব্যাখ্যা করিলে এই অর্থ হয় :—

আত্মা জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে মুক্ত ভাবে স্বেচ্ছামত অবস্থান করে, তখন তাহার কোনরূপ যাতনা বা সুস্থতা প্রভৃতি যাবতীয়-সুখদুঃখ-বোধক কোন ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান থাকে না। কিন্তু আত্মা যখন মানবদেহ ধারণপূর্ব্বক ধরাতে জন্ম গ্রহণ করে ও অবতীর্ণ হয়, তখন তাহাকে ইন্দ্রিয়সমূহের দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা পরিচালিত হইতে হয়; তখন তাহার পূর্ব্বের ন্যায় সে স্বাধীন ও মুক্ত ভাব থাকে না, পৃথিবীতে সুখ, দুঃখ, যাতনা, আশা, নৈরাশ্য, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি ষড়রিপুর দ্বারা পরিচালিত হইতে হয়। ফলতঃ পরীক্ষা-স্থানরূপ ধরাতে আগমনপূর্ব্বক তাহাকে পূর্ব্বোক্ত রিপু-সমূহের ভিতর দিয়া নিজে সংগ্রাম করিয়া স্থির ভাবে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। এই সকল স্মরণ করিয়া মানব-দেহরূপী আত্মা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার সময় ক্রন্দন করে। কিরূপে এই পৃথিবীরূপ পরীক্ষাস্থল হইতে উদ্ধার পাইবে তাহা স্মরণপূর্ব্বক বিমর্ষ হয়। জগতের লোকসমূহ তাহাতে হর্ষ প্রকাশ করে, কারণ তাহারা ভাবে যে আমরা এই পরীক্ষাস্থলে অবস্থান করিয়া ষড়রিপু, আশা, নৈরাশ্য, দারিদ্র্য, জরা, মৃত্যু প্রভৃতির সংগ্রাম দ্বারা নিষ্পেষিত হইতেছি, তথাপি যাহা হউক আমাদের আর একজন সাথী হইল, সেও আমাদের এই দুঃখের ভাগী হইবে। তাহার দৃষ্টান্ত :—

কোন কার্য্যের নিমিত্ত যদি অনেককে তিরস্কৃত হইতে হয়, তাহাতে সেই তিরস্কার ততটা গায়ে লাগে না। সেইরূপ সকলে একত্রে কোন কষ্ট ভোগ করিলে, তবু যেন কষ্টের একটু লাঘব বোধ হয়। তাহার পর মৃত্যুর সময় মানবদেহধারী আত্মা হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করে, কেননা, সে যে পরীক্ষাস্থলে উপনীত হইয়াছিল তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে প্রস্থান করিতেছে ও জন্মের পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় স্বীয় স্বাধীন অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, ইহা স্মরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে মৃত্যু-মুখে পতিত হয় ও ভগবানের বিমল ঐশ্বর্য্য স্বরূপ ভগবৎ-ধ্যান ও জ্ঞানে সময় অতিবাহিত করিবে, এই নিমিত্ত হর্ষ প্রকাশ করে। কিন্তু তাহাতে পৃথিবীর লোকসমূহ ক্রন্দন করে, এইজন্য যে তাহাদের একজন সাথী কেমন সংসার-রূপ সংগ্রামস্থলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রস্থান করিল, আর তাহারা এখনও পৃথিবীর দুঃখ ভোগ করিবার জন্য রহিল বলিয়া বিলাপ করে। ও প্রস্থান করিল, আর আমরা রহিলাম, এই বিলাপ-ধ্বনি স্বার্থপরতা-সূচক।

দ্বিতীয়তঃ, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ মতে উহার এইরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। যখন কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, সে জন্মিবামাত্রই ক্রন্দন করে, কেননা এতদিন মাতৃ-উদরে সুখে অবস্থান করিয়া, পঞ্চভূতের